চাণক্য শ্লোক ও নীতিকথা

সম্পাদনায়

শ্রী গোপীনাথ গোস্বামী

চাণক্য শ্লোক ও নীতিকথা

সম্পাদনা

শ্রী গোপীনাথ গোস্বামী

আকাশ

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা-২০১৮ইং

প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক

ডা. সাদত আলী সিকদার

প্রকাশক

আলমগীর সিকদার লোটন

সুর জাহান পুনম

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

আকাশ

সিকদার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস্-এর

একটি সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা

৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিক্রয়কেন্দ্র

৩৪ বাংলাবাজার (২য় তলা)

ঢাকা-১১০০

কম্পোজ : জন্মভূমি কালার স্পট

৩১/১ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

সিদকার প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস

৩/৬ জনসন রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা

প্রতি কপি বই বিক্রির টাকা থেকে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার

হাসপাতাল ৫ (পাঁচ) টাকা করে অনুদান পাবে।

Chanakya Sholka O Niti Kotha

Edited by Shreya Gopintah Goswami

Published by Alamgir Sikder Loton and Sur Jahan Punam

Akash (A House of Literary Publications)

38 Banglabazar, Dhaka 1100

Phone : +8801711526970, 01676532850

e-mail : info@akashbooks.com, www.akashbooks.com

USA Distributor : Muktodhara, Jackson Heights, New York

UK Distributor : Sangeeta Ltd. 22 Brick Lane, London

Price Taka 225.00 US$ 10 only

ISBN 978-984-8057-32-2

উৎসর্গ

শ্রী শষী ভূষন গোস্বামী
আমার পিতামহর নামে বইটি উৎসর্গ করিলাম ।

সূচিপত্র

: চাণক্য প্রসঙ্গে :

ভারতবর্ষ হল বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার ধাত্রীভূমি। ভারতীয় সভ্যতার সুদীর্ঘকালের যাত্রাপথে অনেক স্মরণযোগ্য ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে। তাঁরা স্বীয় চরিত্র বলে আজও আমাদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল আসনে আসীন হয়ে আছেন। তাঁদের কেউ ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, মানব মনীষার উন্মোচন এবং উদ্বোধনে সার্থক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেউ বা রাজনীতির অঙ্গনকে স্বীয় চরিত্র প্রভায় আলোকিত করে। কেউ সাহিত্যচর্চা করে ভারতীয় মনীষার কথা বিশ্ববাসীর সমক্ষে প্রকাশ করেছেন। কেউ বা রং আর তুলি দিয়ে এঁকেছেন অসাধারণ ছবি, যার আবেদন আজও অমলিন। এইভাবে মানব মনীষার এক একটি ক্ষেত্রে তাঁরা দিকপাল স্বরূপ বিরাজ করছেন। তাঁদের কৃতিত্ব গাথা আজও আমাদের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে শ্রুত এবং ধ্বনিত হয়। এভাবেই তাঁরা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক সুমহান পরম্পরা রচনা করেছেন। এই তালিকায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলেন মহামন্ত্রী চাণক্য।

চাণক্যকে আমরা একজন আধুনিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে তিনি পৃথিবীর আলো দেখে ছিলেন। চনক নামে এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান পিতার সন্তান হিসাবে চাণক্য পৃথিবীতে আসেন। চনক ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে জানতেন না। প্রজাদের বিদ্রোহকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। অবশ্য এই সাহসের জন্যেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

তখন বিশাল ভারত ভূ-খণ্ডে ছিল মগধ সাম্রাজ্য। বর্তমান পাটনা বা তখনকার পাটুলীপুত্র ছিল এই সাম্রাজ্যের রাজধানী। পাটুলীপুত্র শহরের সীমাহীন বৈভবের কথা বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক লিখে গেছেন। সেই বিবরণী গুলি পাঠ করলে আমরা অবাক হয়ে যাই। আর তখন মগধ সাম্রাজ্যে আসীন ছিলেন রাজা ধননন্দ। এত বড় একটি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে হলে যে ধরনের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং মানসিক বল থাকা দরকার, দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর মধ্যে তেমন কিছুই ছিল না। ধননন্দ সুরা পান করতে ভালোবাসতেন। একের পর এক নারীর সঙ্গে পরক্রিয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়তেন। রাজ্য শাসনের দিকে মন দেবার মত সময় তার ছিল না। মাঝে মধ্যে এমন কিছু বে হিসাবী সিদ্ধান্ত নিতেন যা প্রজাদের মনে অসন্তোষের আগুন জ্বালাত। কর ব্যবস্থায় কোন সমতা ছিল না। যখন তখন কৃষকদের উপর করের হার বাড়িয়ে দিতেন। পর্যটকদের উপরেও নানা ধরনের কর ধার্য করেছিলেন। ধননন্দের এই কু-শাসনের ফলে সাধারণ

মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অমানিশার অন্ধকার। দারিদ্রতা এসে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করে। সর্বত্র দেখা দেয় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা।

তখন ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে গেছেন গ্রীক বীর আলেকজান্ডার। একটির পর একটি রাজ্য দখল করছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে বাধার পাঁচিল তুলে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবের হিন্দু রাজা পুরু। পাঞ্জাবকেশরী পুরুর সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করেও আলেকজান্ডার জয় যুক্ত হতে পারেননি। পুরুর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হন।

চাণক্যের পিতা চনক জনগণের মধ্যে এই অসন্তোষকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি তাদের প্রতিনিধি হয়ে ধননন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন। এই অপরাধে চনককে হত্যা করা হল। তার কর্তিত মন্ডুটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিনের সদ্য কিশোর চাণক্যের কাছে। পিতার এই অসহায় অবস্থা দেখে চাণক্য ক্রোধের বশীভূত হলেন। অন্য কেউ হলে হয়ত তখনি প্রকাশ করতেন। কিন্তু একেবারে ছোট বেলা থেকে চাণক্য ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ধননন্দকে মগধের সিংহাসন থেকে অপসারিত করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে তাঁর এই স্বপ্ন সফল হবে?

তিনি মাঝে মধ্যেই ধননন্দের রাজসভায় উপস্থিত হতেন। এক জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে একবার সেখানে গিয়ে রাজসিংহাসন সম্পর্কে ধননন্দকে মহৎ উপদেশ দিয়েছিলেন। ধননন্দ এই উপদেশ শুনে আরো রেগে যান। তিনি সর্বজন সমক্ষে চাণক্যকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এমন কি চাণক্যের উপর শারীরিক আঘাত করা হয় এর ফলে চাণক্যের মাথার শিখা খুলে গিয়েছিল। জেদী চাণক্য তখন সেই শিখা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করতে না পারি ততদিন এই পবিত্র শিখা বন্ধন করবো না।

চাণক্যের সাথে উচ্চাভিলাসি যুবক চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ হল। চন্দ্রগুপ্তকে নানা ভাবে প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হতে হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের মনে তখন জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। স্বৈরাচারী ধননন্দকে ধ্বংস করার জন্য চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মিলিত ভাবে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলেন। এই সৈন্য বাহিনীর সহযোগিতায় ধননন্দকে সিংহাসন চ্যুত করা হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত হলেন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। তিনি আলেখজান্ডারের প্রধান সেনাপতি সেলুকাশের কন্যা হেলেনকে বিয়ে করলেন। ভারত এবং গ্রীসের মধ্যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হল। চাণক্য হলেন চন্দ্রগুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি রাজ কার্যে একটির পর একটি সৎ উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর রাজকার্য পরিচালনায় প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমরা অবাক হয়ে যাই। এর পাশাপাশি তিনি অর্থশাস্ত্রের মত একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়ের উপর আকরগ্রন্থ

লিখেছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে সে কথা চিন্তা করতে গিয়ে প্রকাধিক সূত্র রচনা করেন। সেই সূত্রগুলি প্রয়োগ কুশলতা আজও একইভাবে বিদ্যমান। আজ পরবর্তীকালে পৃথিবীতে আমরা পরম উৎসাহ সহকারে চাণক্য শ্লোকগুলি পাঠ করে থাকি। প্রত্যেকটি শ্লোকের মধ্যে তিনি মানব জীবনে এক একটি সমস্যার সমাধানের পন্থার কথা বলে গেছেন।

যিনি ঋষিসম অপ্রতিগ্রাহী মহীয়ান পুর্বপরুষগণের বিশাল বংশে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎ সমুদ্ভাসিত করেছেন, যিনি স্বয়ং অনলতুল্য তেজস্বী এবং যিনি নিজ প্রতিভাবলে অনায়াসে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের অগ্রণী হয়েছেন, যে মনীষামণ্ডিত মহাপুরুষের অভিচারবজ্র দ্বারা লক্ষ্মীপতি মহীপাল নন্দভূপাল-গিরি সমূলে ভূমিসাৎ করেছেন, যিনি স্বয়ং শক্তিশালী কার্তিকের মতো মহাশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন, যিনি একমাত্র মহীয়সী মন্ত্রশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে নরনাথ চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি নিজ প্রতিভা বলে অর্থশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে নীতিশাস্ত্র-সুধা উদ্ধার করেছেন, সেই প্রত্যক্ষ প্রজাপতির ন্যায় মদীয় গুরুদেব চাণক্যদেবের চরণে ভক্তিভরে আমার প্রণিপাত জানাই।

এখানে চাণক্যকে উদ্দেশ করে যেসব বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমরা চাণক্য-প্রতিভার অনন্য সাধারণত্বের কথা জানতে পারব।

চাণক্য ছয়সহস্র শ্লোকে একটি রাজনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়া 'বিষ্ণুগুপ্ত সিদ্ধান্ত' তাঁর লেখা। 'বৃদ্ধ-চাণক্য' ও 'বোধি চাণক্য' নামে আরও তিনটি পুস্তক অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মনে হয়, কোনো কোনো সংগ্রাহক নিজস্ব রুচি অনুসারে তার থেকে ছয় হাজার শ্লোক নিয়ে 'বৃদ্ধ চাণক্য' এবং 'বৃদ্ধ-চাণক্য' থেকে বেছে নিয়ে 'লঘু-চাণক্য' ও 'বোধি-চাণক্য' সম্পাদনা করেছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার যে 'লঘু-চাণক্য' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, সেখানে ১০৮টি মূল শ্লোক এবং ১টি ফলশ্রুতি শ্লোক অর্থাৎ মোট ১০৯ শ্লোক দেখা যায়। এই ১০৮টি শ্লোক পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সাধারণ লোকে 'লঘু-চাণক্য' গ্রন্থটিকে 'অষ্টোত্তর-শত-শ্লোকী' বলে থাকেন। এই গ্রন্থটি ছটি বিদেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। পারসি, ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় এবং গ্রিক। আর ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দি, পালি, গুর্খা, গুজরাটি, মারাঠি, গুড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কর্ণাটি ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, 'লঘু-চাণক্য' কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আজকের বিচারে ও নিরিখেও এই শ্লোকগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই শ্লোকগুলির অন্তরে যে মূল কথা লুকিয়ে আছে যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন আরও সুচারুভাবে অতিবাহিত হবে।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে চাণক্যের শ্লোকগুলি ও নীতিকথাগুলি সরল বাংলা ভাষাতে আপনাদের সামনে তুলে দেওয়া হল। এর পাশাপাশি প্রত্যেকটি শ্লোকের ব্যাখ্যামূলক আলোচনাও প্রদত্ত হল। আশাকারি যখনই আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা মহাত্মা চাণক্যের মুখনিঃসৃত এই মহামূল্যবান বাণীগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করবেন তখনই আপনাদের নূতন করে উজ্জীবিত করবে। আপনারা জীবনের একটি ইতিবাচক মানের ধারণা নিতে সমর্থ্য হবেন। অনুবাদক হিসেবে তখনি আমি নিজেকে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ বলে মনে করব।

একুশে বইমেলা,
১৪২৪ বঙ্গাব্দ,
২০১৮ইং

ধন্যবাদান্তে—
প্রকাশক

প্রাচীন ভারতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা
মহামন্ত্রী চাণক্য ।
অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা
এই অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন
মহাত্মার মনন সমৃদ্ধ শ্লোকসমূহ
আজও প্রাসঙ্গিক এবং সুপ্রযুক্ত ।
সমস্যাদীর্ণ বর্তমান প্রজন্মের মানুষের
কাছে এ হল শাশ্বত
মানব সভ্যতার
চিরন্তন
উপহার ।
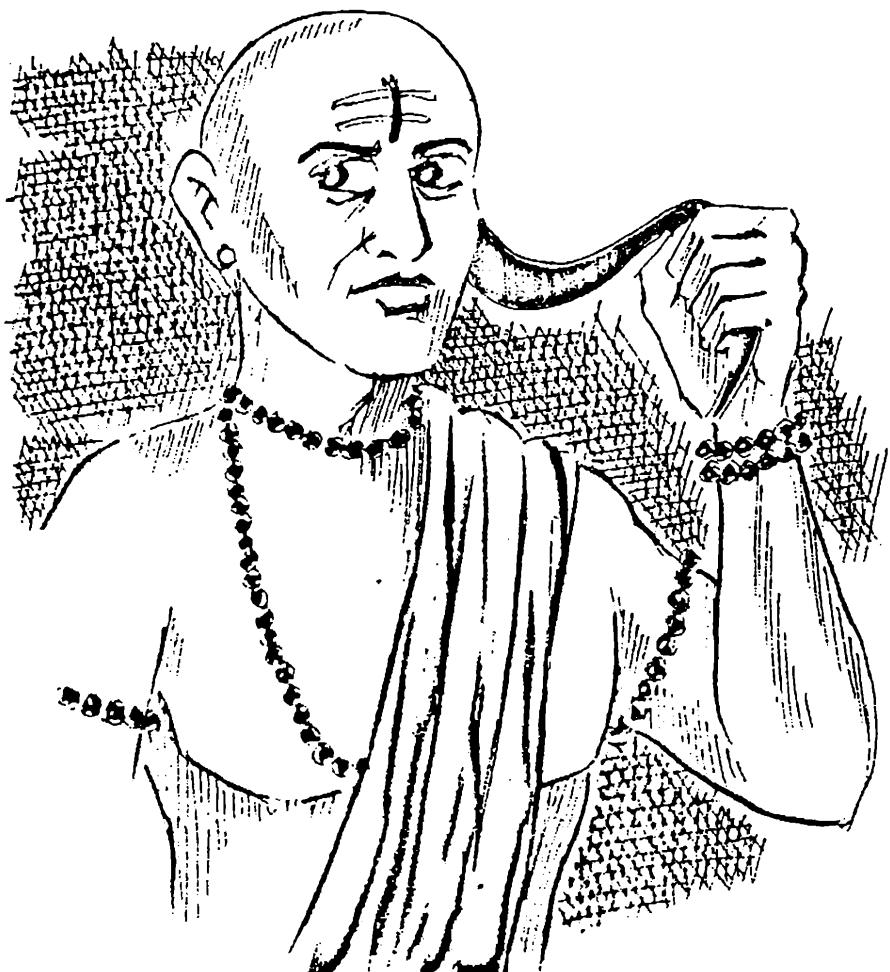
প্রথম পর্ব

মানবিক বিকাশ ও গুণাবলি

ছায়ামন্যয্য কুর্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপ্যে ।
ফলন্তি চ পরস্যার্থে সৎপথস্থা ইব দ্রুমাঃ ।

বঙ্গানুবাদ : রাজপথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছেরা যেমন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থেকেও অপরকে ছায়া প্রদান করে এবং নিজের সর্বস্ব অপরের জন্য ত্যাগ করে, ঠিক সেইভাবে মহাত্মা পুরুষেরা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে অপরের জন্য যত্নবান হয়ে থাকেন ।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : সৎ ব্যক্তিরা পৃথিবীতে আসেন অপরের মঙ্গলের জন্য জীবনোৎসর্গ করার জন্য । তাঁরা কখনো নিজের কথা চিন্তা করেন না । যদি আমরা মানব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখব, যুগে যুগে এইসব মহাত্মা পুরুষগণ বিভিন্ন সাধনার মাধ্যমে মানবসমাজকে উন্নত স্তরে উত্তরণের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন । পৃথিবীটা আজও যে মানুষের কাছে বাসযোগ্য একটি গ্রহরূপে বিবেচিত হচ্ছে, তার অন্তরালে আছে এই সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গের সমবেত আত্মত্যাগ । মহামতি চাণক্য এখানে গাছের আত্মত্যাগরে সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের আত্মত্যাগের তুলনা করেছেন । তিনি বলতে চেয়েছেন যে শুধু জীবনধারণ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না, অপরের জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উৎসর্গ করা উচিত ।

তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যং বাবদ্ ভয়মনাগতম্
আপতং তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্যাদ্ যথোচিতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ : ভয় যতক্ষণ না আসে; ততক্ষণই ভয়কে ভয় করা উচিত । যদি শেষ পর্যন্ত ভয় এসে যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার করা কর্তব্য ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা অবশ্যই বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করব । যাতে মূল্যবান দ্রব্য চুরি না যায় সেজন্য আমাদের বাড়িতে স্থির মুল্যবান দ্রব্যগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করা এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার । চোরের ভয়ে সতর্ক হব একথা ঠিক, কিন্তু বাড়িতে একবার চুরি হয়ে গেলে তখন অযথা চোরের ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকে কোনো লাভ নেই । তখন এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিবিধান করা দরকার অর্থাৎ কীভাবে চোরকে ধরা যেতে পারে, সেদিকে নজর রাখা দরকার ।

না প্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং সেচ্ছন্তি শোচিতুম ।
আপৎসু চণ অপ্রাপ্য মুহ্যন্তি নবাঃ পন্ডিতবুদ্ধয়ঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি অপ্রাপ্ত বস্তু পেতে ইচ্ছা করেন না এবং যে জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, সেই বস্তুর জন্য যাঁর মনের ভেতর কোনো অনুশোচনা নেই, আর বিপদের সময়েও যিনি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তাগ্রস্ত হন না, তিনিই হলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে আমরা কোন ব্যক্তিকে যথার্থ প্রজ্ঞাবান বলে মনে করব? চাণক্য এই বিষয়ে তিনটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন । যে বস্তুকে আমি

কোনেভাবেই হস্তগত করতে পারব না, সেই বস্তু সম্পর্কে অতিরিক্ত লোভ করা কখনোই উচিত নয়। এইরূপ কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে নানা ধনের দুঃখ কষ্টে পরিপূর্ণ করে দেয়। বস্তুটি না পাওয়ার জন্য আমাদের মনের মধ্যে এক ধরনের হতাশাজনিত বেদনার জন্ম হয়। তখন আমরা আর কোনো কর্তব্য কর্মে উদ্দীপ্ত হতে পারি না।

যে ব্যক্তি এইসব অলীক বস্তুর কল্পনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থন হন, তিনি অবশই এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

যা হারিয়ে গেছে, তার জন্য অনুশোচনা করে কী লাভ? হাজার অনুশোচনা করলেও আমরা সেই হৃতসম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে পারব না। সুতরাং এই জন্য কোনোরকম অনুশোচনা করা উচিত নয়।

জীবনে বিপদ আসবেই, ঠান্ডা মাথায় শান্ত মনে সেই বিপদের মোকাবিলা করাই হল বিবেচক ব্যক্তির কর্তব্য। যদি আমরা বিপদের মুহুর্তে নানাভাবে কাতর আর্তনাদ করতে থাকি, তাহলে কি বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাব? যে ব্যক্তি বিপদের মুহূর্তে মাতা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন তিনি-ই প্রকৃত প্রজ্ঞাবান পুরুষ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন ব্যাপাদিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : বুদ্ধি যার বল তার। পুরাণে লেখা আছে যে মদমত্ত সিংহ শশক অর্থাৎ খরগোসের দ্বারা নিহত হয়েছিল।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনি তুলে ধরেছেন। একবার এক অরণ্যে সিংহের অত্যাচারে সেই অরণ্যে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণী সকলের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়। কীভাবে ওই ভয়ঙ্কর সিংহের হাত থেকে অরণ্যবাসী পশুকূলকে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন পশু সকলের মধ্যে একটি আলোচনা সভা বসেছিল। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমান খরগোস এগিয়ে এসে বলল, "আমি সিংহকে কাবু করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, তোমরা আমার ওপর নির্ভর করে দেখো।"

ওই খরগোসের কথায় কেউ কান দেয়নি। খরগোস শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে সিংহকে হত্যা করেছিল। সে সিংহকে একটি জলপূর্ণ কুয়োর সামনে নিয়ে যায়। কুয়োর মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সিংহ ভাবে, তারই মতো বলশালী অপর একটি প্রাণী বুঝি জঙ্গলে রাজত্ব করতে এসেছে। এই ভেবে সে নাক-মুখ খিঁচিয়ে কুয়োর জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর এভাবে তার প্রাণ-বিসর্জন হয়।

খরগোসের বাহুবল বলতে কিছুই নেই, শুধু বুদ্ধির সাহায্যে যে অতো বড়ো সিংহকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিদুষাপি সদা গ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্বচঃ॥

বঙ্গানুবাদ : বিদ্বান ব্যক্তিরও বালকের কাছ থেকে উপযুক্ত যুক্তি গ্রহণ করা উচিত। ওই অল্পবয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে হিতকর বাক্য গ্রহণ করা যুক্তিসম্মত। কিন্তু কখনো এই প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো অশোভন বা অহিতকর বাক্য গ্রহণ করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোনো কোনো সময় একজন বিদ্বান ব্যক্তিও বয়সে নবীন কোনো ব্যক্তির কাছে এসে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্য প্রার্থনা করলে ওই বিদ্বান ব্যক্তির চারিত্রিক গরিমা বা মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় না। কারণ তিনি অনুজ প্রতিম কারো কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গেছেন। অথচ তিনি যদি কোনো এক বয়স্ক ব্যক্তির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, এবং এর পরিণামে তিনি কুপরামর্শ লাভ করেন, তবে সেটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে।

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গংগাম্ভসি নিমজ্জনম।
অসারে খলু সংসারে ত্রীনি সারাণি ভাবয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ : নশ্বর এই জগতে সজ্জনের সঙ্গে থাকা, নারায়ণের প্রতি ভক্তি এবং নিয়মিত গঙ্গাজলে স্নান হল তিনটি সারবস্তু।

বাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য। তবুও আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করব, সেগুলির মধ্যে প্রথমেই সৎসঙ্গে থাকার কথা বলা উচিত। সৎসঙ্গে থাকলে, আমাদের শরীর এবং আত্মা উভয়ই পবিত্র হয়। জগৎপালক নারায়ণের প্রতি অচল ভক্তি প্রদর্শন করাও উচিত, কারণ তিনি এই জগৎ-সংসারের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক। যেহেতু গঙ্গাজল অতি পবিত্র, তাই এই জলে নিয়মিত অবগাহন করলে আমাদের সমস্ত ক্লান্তি ও পাপ দূরীভূত হয়।

'কেশব' নামের একটি অন্য অর্থ আছে।

প্রথমত বলা যায়, 'কে' অর্থাৎ জল-এ, 'শব' অর্থাৎ মৃত। নারায়ণ সমুদ্রের জলে মৃতের মতো পড়েছিলেন বলে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে 'কেশব'।

পুরাণ কাহিনি অনুসারে কেশী নামে এক দৈত্য ছিল। কৃষ্ণকে হত্যার করার জন্য নৃশংস কংস এই কেশী নামে দৈত্যকে ব্রজধামে পাঠিয়েছিলেন। কেশী অশ্বরূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কৃষ্ণ তাকে বধ করেন। যেহেতু কৃষ্ণ কেশী নামক দৈত্যকে হত্যা করেছিলেন, তাই কৃষ্ণের আরেক নাম হল 'কেশব'।

খলানাং কন্টকানাং চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া।
উপানম্মুখভঙ্গো বা দূরাদের বিসর্জনম্॥

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তিদের এবং কন্টককে কীভাবে প্রতিকার করা সম্ভব? হয় তাদের সমূলে উৎপাটিত করতে হবে, অথবা তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই সংসারে দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গ দেখতে পাওয়া যায়—সৎ এবং অসৎ। অসৎ ব্যক্তিদের সংসর্গে সর্পের থেকেও জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। তাই এইসব অসৎ এবং কুটিল মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের থেকে দূরে সরে থাকাটাই সমীচীন। নয়তো ওইসব ব্যক্তিবর্গের চরিত্রের সমস্ত কুটিলতা দূর করে তাদের মনে ধর্মভাব জাগ্রত করতে হবে। যেমন, কন্টকাকীর্ণ পথে চলতে হলে পদযুগল কন্টকবিদ্ধ হয়। তখন কন্টক সমূহকে সমূলে উৎপাটন করতে হয়, নয়তো সেই পথ পরিহার করতে হয়।

ঋণ শেষোহগ্নিশেষশ্চ
ব্যাধিশেষস্ত দৈথর চ।
পুনশ্চ বর্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষং
ন কারয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ : ঋণের অবশেষ, অগ্নির অবশেষ, ব্যাধির অবশেষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই এগুলির অবশেষ রাখা কখনোই উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে শ্লোকটির প্রণেতা চাণক্য তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ঋণ, অগ্নি এবং ব্যাধির কিছু অংশ ফেলে রাখতে নেই। কারণ এরা সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী হয়। ওই সামান্য অংশটি কালক্রমে পুনরায় বিরাট আকার ধারণ করবে। তখন নানা ধরনের মানসিক এবং দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তাই এই তিনটি বিষয়কে একেবারে নিমূল করে ফেলাই উচিত।

ঋণকর্তা পিতা শত্রু মাতা চ ব্যাভিচারিণী।
কান্তা রূপবতী শত্রুঃ পুত্রঃ শত্রুরপন্ডিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যে পিতা ঋণ রেখে যান, তাঁকে আমরা শত্রু হিসেবে পরিগণিত করব। মাতা যদি দুশ্চরিত্রা হন, তাহলে তিনিও শত্রুরূপে বিবেচিত হন। সুরূপা পত্নীও শত্রু, কারণ তাঁর রূপ মাধুরীই বহু অনর্থের মূল। আর পুত্র যদি মূর্খ হয় তাহলে তাকেও আমরা শত্রুই বলব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পুত্রের উচিত পিতার ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করা। এই কাজ করতে গিয়ে পুত্রকে প্রবল পরিমাণ শারীরিক ক্লেশের সামনে দাঁড়াতে হয়। এর সঙ্গে থাকে মানসিক যন্ত্রণা। তাই কোনো পিতা যদি মৃত্যুর সময় পুত্রের ওপর বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে যান, তাহলে কি আমরা সেই পিতাকে সৎ, আদর্শবান পিতা বলতে পারি? বরং তিনি শত্রু তুল্য।

কারও মা যদি দুশ্চরিত্রা হন তাহলে সেই সন্তানকে অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। আমাদের সমাজে মহিলাদের একটি আলাদা আসন আছে। তাঁরা অন্তঃপুরে লক্ষ্মী হিসেবে বিবেচিত হন। তাই কোনো সন্তানবতী রমণীরই চরিত্র হানিকর কর্ম করা উচিত নয়।

পত্নী অসম্ভব রূপসী হলে বিভিন্ন পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি তার উপর আকৃষ্ট হয়। এই সময় সুখে শান্তিতে সংসার প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না এবং এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনভিপ্রেত সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

পুত্র যদি উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়, তাহলে মাতাপিতার মনে অশেষ দুঃখকষ্টের অবতারণা হয়। সেই পুত্রকেও বৈরী হিসেবে গণ্য করা উচিত।

এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেহ প্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমনত্তু গচ্ছতি॥

বঙ্গানুবাদ : ধর্ম হল এমন একজন বন্ধু, যা মৃত্যুর পরেও সঙ্গে থেকে যায়। কিন্তু বাকি সবই শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা অশেষ ধনসম্পদ উপার্জন করতে পারি, কিন্তু এই ধনসম্পত্তি নিয়ে আমরা কি স্বর্গে বা নরকে যেতে পারব? সুনাম, যশ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা সব কিছুই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত হয়ে যায়। শুধু সঙ্গে যায় ধর্ম। কারণ 'ধর্ম' অর্থে মানুষের জীবন-দর্শনকে বোঝানো হচ্ছে, যা চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকে।

কোহর্থ ঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান ন ভক্তিমান্।
কানেন চক্ষুষা কিং বা চক্ষুঃপীড়ৈর কেবলম্।।

বঙ্গানুবাদ : তেমন পুত্রের কী প্রয়োজন আছে যে বিদ্বান বা ভক্তিমান নয়? কানা চোখেরই বা কী প্রয়োজন, যা চোখকে পীড়া দেয় মাত্র?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোনো বস্তু থেকে আমরা যদি ইপ্সিত সন্তুষ্টি লাভ করতে না পারি, তাহলে সেই বস্তুটিকে রাখা কি উচিত? এবং বস্তুটির জন্য কোনো আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করা কি উচিত? যদি কোনো পুত্র যথেষ্ট বিদ্বান এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান না হয়, তাহলে সেই পুত্রকে প্রতিপালন করে আমি কতখানি শান্তি বা সন্তুষ্টি পাব? মুর্খ পুত্র সারাজীবন পিতা-মাতাকে দগ্ধ করে।

যদি চোখের সাহায্যে আমরা কোনো বস্তু দেখতে না পাই, তাহলে সেই চোখকে ধারণ করে কী লাভ? অর্থাৎ এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তুর একটি নিজস্ব কর্ম বা উদ্দেশ্য আছে। সেই বস্তুটি যদি কর্ম করতে না পারে তাহলে সেই পরিত্যাগ করা উচিত।

অত্যন্তলেপঃ কটুতা চ বাণী
দরিদ্রতা চ স্বজনেষু বৈরম্ ।
নীচপ্রসঙ্গঃ কুলহীনসেবা ।
চিহ্নানি দেহে নরকস্থিতানাম ॥

বঙ্গানুবাদ : অতিরিক্ত অহংকার, কটুভাষণ, নিদারুণ দরিদ্রতা, আত্মীয় স্বজনের শত্রুতা, অসৎ ব্যক্তির সঙ্গলাভ এবং নিন্দনীয় ব্যক্তির সেবা— যে মানুষ নরকবাস করবে, এগুলি তার চরিত্রের লক্ষণ ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে শ্লোকটির প্রণেতা চাণক্য সুনিপুণভাবে এমন কিছু দোষের কথা বলেছেন, যেগুলি সর্বদা পরিত্যাগ করে চলা উচিত। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেগুলিকে সর্বদা পরিত্যাগ করতে পারি না । অনেক সময় আমরা অকারণে অহঙ্কারী হয়ে উঠি, কেউ বা অর্থের অহঙ্কার করেন, কেউ বা বিদ্যার এবং কেউ বা আভিজাত্যের । এমন অহঙ্কার করা কখনোই উচিত নয় । কারণ পরিবর্তনশীল জগতের যে কোনো মুহূর্তে প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে পারে। কখনো কারো প্রতি কটুবাক্য উচ্চারণ করা উচিত নয় । এই কটুবাক্য যে শ্রোতার মনে কী ধরনের কষ্টের প্রভাব সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করা উচিত । দরিদ্রতা এমন একটি ব্যাধি যাকে সর্বদা পরিহার করে চলা উচিত। অর্থনৈতিক অবনতি মানুষের চরিত্রের সুন্দর গুণগুলিকে হত্যা করে। মানুষ নীচ স্বভাবের হতে বাধ্য হয়। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। মনে রাখা উচিত, আমরা সবাই একই পৃথিবীর বাসিন্দা। দুর্বৃত্তদের সঙ্গ পরিহার করে চলতে না পারলে অকারণে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনে শুধুই নিন্দার্হ কাজ করে গেছেন, তাঁর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কখনোই উচিত নয় ।

লেপ শব্দটির অর্থ অহঙ্কার, ক্রোধ কিংবা দাম্ভিকতা নয় । অথচ কবি লেপ শব্দের দ্বারা তাই বোঝাতে চেয়েছেন । আসল শব্দটি হবে 'অবলোপ' । সম্ভবত ছন্দরক্ষার জন্য কবি 'অব'—উপসর্গটি উহ্য রেখেছেন ।

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্ দারান্ রক্ষেদ ধনৈরপি ।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্, দরৈরপি ধনৈরপি ॥

বঙ্গানুবাদ : বিপদ-আপদ প্রতিকারের জন্য কিছু ধন সঞ্চয় করে রাখা উচিত । স্ত্রীকে ধনের বিনিময়েও রক্ষা করতে হবে এবং কী ধন, কী স্ত্রী— সবকিছুর বিনিময়ে নিজেকে রক্ষা করা উচিত ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে যে মতবাদটি তুলে ধরেছেন, তাকে আমরা আত্মরতিবাদ (Noursisism) বলতে পারি । একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, পৃথিবীতে আমরা নিজেকে সব থেকে বেশি ভালোবাসি । মানুষ বিপদে

পড়লে সব থেকে আগে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, এটি নিন্দনীয় নয়। কবির মন্তব্য, ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য বেশ কিছুটা সঞ্চয় থাকা দরকার। তাই উপার্জনের একটি অংশকে অবশ্যই সঞ্চিত রাখতে হবে। যাতে আমরা আকস্মিক অভাবিত বিপদের মোকাবিলায় সমর্থ হই। দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও স্ত্রী-ধনকে সংরক্ষিত রাখা দরকার। একজন পুরুষ এমন কোনো কাজ করবে না, যার দ্বারা তরে সংসার জীবন বিঘ্নিত হতে পারে। আর সব কিছুর বিনিময়ে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে কবি তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

বঙ্গানুবাদ : পরের বশে থাকা অর্থাৎ পরাধীনতাই সকল দুঃখের মূল। স্বাদীনতাই হল সকল সুখের মূল। একে সংক্ষেপে সুখ দুঃখের লক্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ স্বাধীনতার সপক্ষে জয়গান গেয়েছেন। তাঁরা বারবার বলেছেন যে, স্বাধীনতা হীনতায় বেঁচে থাকা উচিত নয়। একদা পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই জাতীয় অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে, স্বাধীনতাই হল জীবনের সবথেকে কাম্য অবস্থা। স্বাধীন এবং দরিদ্র ব্যক্তি সুখী জীবনযাপন করতে পারে, অথচ ধনী ও পরাধীন ব্যক্তির পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

চন্দনং শীতলং লোকে চন্দনাদপি চন্দ্রসাঃ।
তাভ্যাং চন্দন-চন্দ্রাভ্যাং শীতলঃ সাধুসংগমঃ॥

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীতে চন্দন হল শীতলতা প্রদানকারী বস্তু। চন্দন অপেক্ষা চন্দ্র আরও শীতল। আবার চাণক্যের শীতলতার বিচারে চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষা সাধুসঙ্গের সংস্পর্শ অনেক বেশি শীতল।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য তাঁর একাধিক শ্লোকে বারবার সাধুসঙ্গের উপযোগিতার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে সাধু ব্যক্তিগণই দেবতার অগ্রদূত হিসোবে বিরাজ করেন। তাঁদের সংস্পর্শে আমাদের দেহ-মন উভয়ই শুদ্ধ হয়। এবং আমরা পবিত্র চিত্তে আধাত্মিক জগতের পথিক হয়ে যাই। প্রতি মুহূর্তে জাগতিক বিষয় সমূহের মধ্যে থাকলে আমাদের মন ও আত্মা কলুষিত হয়। এই কলুষমুক্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাদের উচিত নিয়মিত সাধু সংসর্গ করা।

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

বঙ্গানুবাদ : আপন কিংবা পর— এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করে কারোর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা উচিত নয়। এমন চিন্তা শুধু হীনব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষরাই করে থাকে। উদারচেতা মানুষরা পৃথিবীর সকলকেই আত্মার আত্মীয় বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতাতে বলা হয়েছে, ব্রহ্মদর্শী পুরুষ আত্মাকে সকল ভূতে অবস্থিত এবং সকল আত্মাকে অভেদ দর্শন করেন, তাই তাঁর কাছে কেউই পর নন। তাঁরা বারবার এমন এক বসুন্ধরার কথা কল্পনা করেছেন, যেখানে মানুষ বা মনুষ্যেতর প্রাণী মিলেমিশে এক সত্তা হয়ে বসবাস করবে।

বিদ্বান ব্যক্তিরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং প্রেম প্রদর্শন করেন। তাঁরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থের ভেদাভেদ করেন না। আর যিনি অজ্ঞান ব্যক্তি, তিনি এই সকল ভেদাভেদ রচনা করে মানুষ ও সমাজকে বিভাজিত করার চেষ্টা করেন। এই জাতীয় ভেদাভেদ রচনা করা কখনোই উচিত নয়।

অরাবপ্যুচিতং কার্যমাতিথং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোসংহরতি দ্রুমঃ॥

বঙ্গানুবাদ : শত্রু গৃহে এলেও উপযুক্ত আতিথেয়তা করা উচিত। বৃক্ষ তার ছেদনকারীর পাশের ছায়াকেও সরিয়ে দেয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'অতিথি দেবো ভব', অর্থাৎ অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করো। উপনিষদের এ হল এক শাশ্বত উপদেশ। অতিথি শত্রু না মিত্র— তা বিচার্য নয়। সে যখন তোমার গৃহে এসেছে, তাকে তখন সাধ্য মতো পরিচর্যা করতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি যখন বৃক্ষকে ছেদন করতে উদ্যত হয়, তখন কি বৃক্ষ সেই হতাকারীর মাথার ওপর থেকে ছায়া সরিয়ে নেয়? বৃক্ষটি আগের মতোই ছায়া দান করে। এই প্রাকৃতিক উদাহরণটি মনে রাখলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারব।

অদাতৃতা বংশেদাষাৎ কর্মদোষাদ্ দরিদ্রতা।
ক্ষিপ্ততা মাতৃদোষাচ্চ পিতৃদোষাচ্চ মূর্খতা॥

বঙ্গানুবাদ : সব মানুষ যে দাতা হতে হয়ে উঠতে পারে না তা বংশের দোষে। কর্মদোষে আসে দারিদ্র্য, সন্তান উন্মত্ত হয় মায়ের দোষে আর সন্তান মূর্খ হয় পিতার দোষে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে কোনো বিষয়ের একটি পারম্পরিকতা এবং ঐতিহ্য আছে। যদি আমরা বংশ পরম্পরাক্রমে সুন্দর-ভাবনাচিন্তা করে থাকি এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে থাকি, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে তা গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি আমরা বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই, তাহলে পরবর্তী

প্রজন্মের মানুষ একইরকম বিশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। নিয়মিত সৎ কর্ম করতে না পারলে অবশেষে আসবে দারিদ্রতা। আর দরিদ্রতা আমাদের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করবে। মা সন্তানকে যদি সঠিক ভাবে প্রতিপালন করতে না পারেন, তাহলে সেই সন্তান উপযুক্ত নাগরিক হতে পারবে না। পিতার উচিত সন্তানের পড়াশোনার প্রতি নজর রাখা। পিতার অবহেলা এবং উদাসীনতাই সন্তানকে মূর্খ এবং কর্মহীন করে রাখে।

কুলশীলগুণোপেতঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ।
প্রবীণঃ প্রেষণাধ্যক্ষো ধর্মাধ্যক্ষো বিধীয়তে ॥

বঙ্গানুবাদ : যিনি সদ্‌বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, যিনি সৎ চরিত্রের অধিকারী, যাঁর মধ্য বহু গুণের বিরলতম সমাবেশ ঘটে গেছে, তিনি যথা নিয়মে সকল রকম শাস্ত্রানুষ্ঠান করে থাকেন, তিনিই বয়সে প্রবীণ এবং যিনি আদেশ দিতে পারেন—এমন মানুষকেই ধর্মাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একজন আদর্শ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কয়েকটি চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, তাঁকে বংশ পরম্পরাগতভাবে সৎ বংশজাত হতে হবে। কবির অভিমত, বংশ পরম্পরায় আমরা এমন কিছু গুণ আয়ত্ত করি, যা সহজে সুলভে প্রাপ্য নয়। ওই ব্যক্তিকে অবশ্যই সুচরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তিনি জীবনে এমন কোনো কাজ করবেন না, যাকে আমরা ক্ষমার অযোগ্য বলতে পারি। তাঁর মধ্যে নানা ধরনের গুণের সমাবেশ ঘটে যাবে। তিনি যেনগভীর মনোনিবেশ সহকারে নানা ধার্মিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করতে পারেন, তিনি যেন অন্যকে আদেশ দেবার অধিকারী হন। এই গুণগুলি থাকলে তবেই একজনকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা উচিত। মনে রাখতে হবে, এই পদ অত্যন্ত সম্মানীয়, এই পদের অব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়।

অশোচ্যো নির্ধনঃ প্রাজ্ঞোঽশোচ্যঃ পন্ডিতবান্ধবঃ।
অশোচ্যা বিধবা নারী পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা ॥

বঙ্গানুবাদ : যদি জ্ঞানী ব্যক্তি উপার্জন করতে না পারেন, তাহলে তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। এবং যদি কোনো অজ্ঞানী ব্যক্তির কোনো জ্ঞানী বন্ধু থাকে, তাঁর জন্য হা-হুতাশ করা উচিত নয়। যে নারীর পুত্র এবং পৌত্র আছে তাঁর স্বামী না থাকলেও তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা জানি, এই জীবনে সবথেকে বড়ো বস্তু হল জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানার্জন করলেই যে আমরা ধনার্জন করতে পারব, তাঁর কোনো মানে নেই। বরং এর বিপরীত অবস্থা দেখা গেছে। অনেক জ্ঞানবান ব্যক্তি অর্থোপার্জনের দিক থেকে খুব একটা সফল হতে পারেন না। কিন্তু এমন ব্যক্তিদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এই ব্যক্তিরা জ্ঞানার্জন করেছেন।

যদি আমাদের জ্ঞানী বন্ধু থাকে, তাহলে আমরা নিজেদের যথেষ্ট ভাগ্যবান বলে মনে করব। একজন অজ্ঞানী ব্যক্তির সাথে জ্ঞানী ব্যক্তির সখ্য স্থাপিত হতে পারে। তা হলে কিন্তু ওই অজ্ঞানী মানুষের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ তিনি বিদ্বানব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পেরেছেন। পুত্র এবং নাতির মধ্যেই এক নারী তাঁর জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পায়। যদি কোনো কারণে তাঁকে বৈধব্য যোগে আক্রান্ত হতে হয়, তা সত্ত্বেও তাঁর এতটুকু অনুশোচনা করা উচিত নয়। কারণ তিনি আর বংশের ধারাটিকে প্রবহমান রাখতে পেরেছেন।

অহোবত বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মনাম্।
লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্ত তদ্ভারেণ নমন্তি চ ॥

বঙ্গানুবাদ : মহাত্মাদের চরিত্রে নানা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অবতারণা দেখা যায়। এদিকে তাঁরা যেমন বৈভবকে তৃণ স্বরূপ জ্ঞান করেন, আবার অন্যদিকে সেই বৈভবের ভারেই অবনত হয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মহাত্মা ব্যক্তিদের পরস্পরবিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। সমাজে আমরা যাঁদের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে শ্রদ্ধা করি, তাঁদের চরিত্রে এমন কিছু বিশিষ্টতা আছে, যা আমাদের মনে রহস্যের উদ্রেক করে। পরস্পর বিরোধী এই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁদেরকে আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় করে তোলে। তাঁরা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অর্থের প্রতি তীব্র অনীহা প্রদর্শন করেন, আবার অন্যদিকে অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে ভালোবাসেন।

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : শাস্ত্র পাঠে নানা সন্দেহের অবসান হয়। যে সমস্ত বিষয়গুলিকে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই না, শাস্ত্র সেগুলিকে আমাদের গোচরিভূত করে। শাস্ত্র হল আমাদের জ্ঞানচক্ষু। যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান নেই, তাঁকে অন্ধ বলা উচিত।

ব্যাখ্যামূরক আলোচনা : 'শাস্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা আমাদের উপদেশ দেয়। জ্ঞানীরা বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারাই দর্শন করে থাকেন। শাস্ত্রের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি শিথিল হয় এবং সমস্ত সংশয়ের অবসান হয়। তাই শাস্ত্রকেই আমরা সব থেকে শক্তিশালী মাধ্যম বলতে পারি। যাঁর শাস্ত্রজ্ঞান হয়নি তিনি অজ্ঞানতার অন্ধকারে বসবাস করতে বাধ্য হন। তিনি পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেন না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্ধের মতো দিন কাটাতে বাধ্য হন।

অর্থাধীতাশ্চ যৈর্বেদাস্তথা শূদ্রান্নভোজিনঃ।
তে দ্বিজাঃ কিং করিষ্যন্তি নির্বিষা ইব পন্নগাঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : যারা কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য বেদ পাঠ করেন এবং শূদ্রের অন্নভোজন করেন, নির্বিষ সর্পের তুল্য এইসব ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব একেবারে লোপ পায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের স্থানসবার আগে। সাধারণ মানুষের কাছে ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বর ও তাদের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাজ করেন। কিন্তু অনেকসময় দেখা যায় ব্রাহ্মণরা গ্রাসাচ্ছদনের জন্য অথবা অতিরিক্ত লোভ পরবশ হয়ে তাঁদের স্বধর্ম বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের জন্য মহান গ্রন্থ পাঠ করেন। এই পাঠকালে তাঁদের আত্মিক উন্নয়ন চোখে পড়ে না। উচ্চারণে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। ভাব-তন্ময়তার প্রকাশ ঘটে না। মুখস্থ করার মতোই তাঁরা এই স্তোত্র পাঠ করে বিনিময়ে যজমানের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন। এমনকী শূদ্রের বাড়িতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করাতেও ব্রাহ্মণগণ সম্মত হয়ে যান। এইভাবে তাঁরা জন্ম-জন্মান্তরের অর্জিত সংস্কারকে নষ্ট করেন। ব্রাহ্মণদের বুঝতে হবে যে, বেদপাঠ করা অন্য কোনো গ্রন্থ পাঠ করার সমতুল্য নয়, বেদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা হল পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। সেই কারণে জ্ঞানকে আমরা আত্মস্থ করতে যদি না পারি, তাহলে শুধু পাঠ করে কী লাভ? সেই পরম ব্রহ্মের চিন্তা ত্যাগ করে বেদপাঠ করে যদি পুঁথিগত পান্ডিত্য লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বেদ পাঠ নিরর্থক। নির্বিষ সাপ যেমন তেজহীন, তার আক্রমণে বা দংশনে কারোর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন হয় না, একইভাবে এই জাতীয় পেশাগত বেদ পাঠকরাও তেজহীন হয়।

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধ ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

বঙ্গানুবাদ : বিদা তুল্য বন্ধু নেই, ব্যাধি হল সব থেকে বড়ো শত্রু, সন্তান স্নেহের তুল্য অন্য কোনো স্নেহ নেই, দৈবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনো বল নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জাগতিক এই পৃথিবীতে আমাদের সব থেকে বড়ো বন্ধু কে? আমরা ভুল করে সব মানুষকেই বন্ধু ভেবে বসি। আমরা ভাবি, এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের এই যে বন্ধন; এটিই হল বন্ধুত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু যদি আমরা ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে বিষয়টি আলোচনা করি, তাহলে দেখব, আমাদের এই চিন্তা কতখানি অন্তঃসারশূন্য। মানুষ কি সবসময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়? বিশেষ করে বিপদের দিনে? সম্পদে অনেকে বন্ধু সাজে, আর বিপদের দিনে তারাই আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যায়। তাহলে পৃথিবীতে আমরা কাকে বন্ধু বলব?

প্রাবন্ধিকের সুনিশ্চিত অভিমত, অর্জিত বিদ্যা এবং জ্ঞানই হল সব থেকে বড়ো বন্ধু। কারণ এরা কখনো তোমাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যাবে না। সুখে-

সম্পদে, বিপদে-দুঃখে সর্বদা জ্ঞান এবং বিদ্যা তোমার পাশে থাকবে। জ্ঞান ও বিদ্যার ওপর নির্ভর করে তুমি জীবনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে পারবে।

পৃথিবীতে বড়ো শত্রু কে? যার সঙ্গে আমার বৈরিতা আছে, সে কিন্তু আমার সব থেকে বড়ো শত্রু নয়। কারণ হয়তো সম্মুখ সমরে আমি তাকে পরাস্ত করতে পারব, অথবা তার সঙ্গে সন্ধি রচনা করতে পারব। কিন্তু আমাদের শরীরে যদি কোনো ব্যাধি থাকে, তাহলে সে-ই হল শরীরের সব থেকে বড়ো শত্রু। কারণ তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে একদিন সে আমার সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করবে। এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে শীতল গহ্বরে ফেলে দেবে।

এই পৃথিবীতে মানুষের মনে মায়া-দয়া, স্নেহ-মমতা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ দেখা যায়। এই গুণগুলি আছে বলেই বোধ হয় মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীদের থেকে আলাদা। কিন্তু এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ কোনটি? তা হল অপত্য অর্থাৎ সন্তানের প্রতি মা-বাবার অপরিমাপ ভালোবাসা। এই ভালোবাসা যে কী, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধ।

কাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বা বল বলব? অর্থবল, ধনবল, ইত্যাদির থেকেও বেশি হল দৈব কৃপা। যদি ভগবান আমার প্রতি কৃপা দান করেন, তাহলে আমি যে কোনো কাজে সফলতা অর্জন করব। অলৌকিক উপায়ে সমস্যা সমাধান করতে পারব। তাই দৈবী করুণা এবং দৈবী বলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বল বা শক্তির আধার স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ।।

বঙ্গানুবাদ : একশো মূর্খ পুত্র থেকে একটি গুণী পুত্র ভালো। চন্দ্র একাই অন্ধকার দূর করতে পারে, কিন্তু এক হাজার তারা সমবেত ভাবে তা করতে পারে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে বহুজনের পরিবর্তে এককত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। কারো যদি একশত সন্তান থাকে এবং সন্তানরা যদি গুণী বা বিদ্বান না হয়, তাহলে সেই সন্তানদের নিয়ে মা-বাবা কি আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন? তাঁদের মনে হীনমন্যতার জন্ম হয়। আর যদি একটি মাত্র গুণী পুত্র জন্মায় তার বিদ্যাবুদ্ধি বলে দশদিক আলোকিত করে, তাহলে মাতা-পিতার মনে অশেষ আনন্দ এবং গৌরবের উদ্ভব হয়।

আকাশে সন্ধ্যাকালে কত নক্ষত্রের উদয় হয়। নক্ষত্রের নিষ্প্রভ আলোকধারায় আকাশের অন্ধকার কি দূরীভূত হয়? কিন্তু যখন চন্দ্র আকাশে উদিত হয়, তখন তার জ্যোৎস্নার প্রভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়। তাহলে একটি মাত্র চন্দ্রের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রকেও পর্যন্ত ঔজ্জ্বল্যে পরাস্ত করা সম্ভব। একইভাবে একজন বিদ্বান গুণী পুত্র শত মূর্খ পুত্রের থেকেও শ্রেয়।

ঈর্ষী ঋণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যেপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ।।

বঙ্গানুবাদ : কোন্ ছয় ব্যক্তিকে আমরা দুঃখবাদী বলতে পারি? যে পরশ্রীকাতর, ঘৃণাকারী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধী, সর্বদা ভীত এবং পরের বাক্যে জীবনধারণ করে, সেই ছয় ব্যক্তিকে পৃথিবীতে সব থেকে নিষ্ঠুর ও দুঃখী বলা উচিত।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : অপরের সুখে দুঃখ প্রকাশ করে যে ব্যক্তি তার মতো হীন ব্যক্তি আর কে আছে? যে সর্বদা অন্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তাকেও আমরা আদর্শ ব্যক্তি বলতে পারি না। সে সর্বদা অসন্তুষ্ট হয়, অর্থাৎ সন্তুষ্টি শব্দের মানে জানে না, তাকেও পরিহার করে চলা উচিত। যার মনের মধ্যে ক্রোধের জন্ম হয় সেই ব্যক্তিকেও আমরা আমাদের মনের ভেতর স্থান দেব না। যে ব্যক্তি অজানা অচেনা ভয়ে শঙ্কিত অবস্থায় জীবন কাটায় তার মতো দুঃখী আর কে আছে? যে মানুষ অপরের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করে তাকেও নিঃস্ব, রিক্ত মানুষ বলা উচিত।

উপকার গৃহীতেন শত্রুনা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদালগ্নং করস্থেহন কন্টকেনৈব কন্টকম।।

বঙ্গানুবাদ : পায়ে কাঁটা ফুটলে আমরা কী করি? আমরা অপর একটি কাঁটার দ্বারা সেই কাঁটাটিকে উৎপাদিত করতে চেষ্টা করি। তেমনই এক শত্রুকে উপকারের দ্বারা বশীভূত করে, তাকে দিয়ে অপর শত্রুর বিনাশ করতে হয়। এটাই হল জগতের নিয়ম।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে 'শঠে শাঠ্যং', অর্থাৎ যে যেমন তার সঙ্গে তেমন ব্যবহারই করা উচিত।

বলশালী শত্রুর সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করব? তার প্রতি অধিক বল প্রয়োগ করব? না, এরূপভাবে কখনো তাকে বশীভূত করা যাবে না। পথে চলতে চলতে পায়ে কাঁটা ফুটলে আমরা কী করি? আমরা আরেকটি কাঁটা দিয়ে সেই কাঁটাটি বের করার চেষ্টা করি। একইভাবে কোনো শত্রুর দ্বারা অপর শত্রুর বিনাশ সাধন করা দরকার। এইভাবে জীবনের চলার পথে আরও বেশি ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে। তবেই আমরা সমুদয় বিপদ থেকে রক্ষা পাব।

উপভোক্তুং ন জানাতি কদাপি কৃপণো জনঃ।
আকণ্ঠ-জলমগ্নোহপি কুক্কুরো লেঢ়ি জিহ্বয়া।

বঙ্গানুবাদ : কৃপণ ব্যক্তি কখনো ধন-সম্পত্তি ভোগ করতে জানে না। কুকুর আকণ্ঠ জলে ডুবে থেকেও জিভের দ্বারা চেটে চেটে জল পান করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে মানুষের সংশ্লিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের কথা বলেছেন। একজন কৃপণ মানুষ কখনোই খোলা মনে ধনসম্পদ উপভোগ করতে

পারে না প্রতি মুহূর্তে সে এক কল্পিত বয়ে ভীত অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়। তার কেবলই মনে হয়, বোধ হয় তার সঞ্চিত ধনরাশি কেউ চুরি করে নিয়ে যাবে। এইভাবে ভয়ে ভয়ে দিন কাটানোর অর্থ কী? একে কি আমরা মৃত্যুর সমতুল্য বলতে পারি না?

কুকুরের স্বভাব হল জিভ দ্বারা চেটে জল পান করা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের সন্ধান পেলেও সে জিভ দিয়ে জল পান করে, অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই সে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।

একেনাপি না কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্বং কুপুত্রেণ কুলং তথা।।

বঙ্গানুবাদ : একটি মাত্র অনিষ্টকারী বৃক্ষ তার কোটরে অবস্থিত অগ্নির দ্বারা সমগ্র অরণ্যকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। আবার একটি মাত্র কুপুত্র তার বিনাশমূলক কাজের দ্বারা পারিবারিক সুখ-শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : গভীর অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য মহীরুহ দেখতে পাওয়া যায়। তারা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে আমাদের উপকার করে থাকে। আবার সেই অরণ্যের মধ্যে যদি এমন একটি অনিষ্টকারী গাছ থাকে, যার কোটরস্থিত অগ্নি হতে দাবানলের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই গাছটি অবরণ্যের প্রাণী সকলের ক্ষেত্রে উদ্বেগের কারণ হয়। একইভাবে যদি আমরা আমাদের চারপাশে সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব, একজন কুপুত্রের অন্যায় আচরণ ও স্পর্ধিত আচরণ সমস্ত পরিবারের মুখে কলঙ্ক লেপন করে।

এতদর্থে কুলীনানাং নৃপাঃ কুর্বন্তি সংগ্রহম।
আদিমধ্যাবসানেষু ন ত্যজন্তি চ তে নৃপম্।।

বঙ্গানুবাদ : নৃপতিরা সদ্‌বংশীয় ব্যক্তিদের কর্মের নিযুক্ত করেন। যেহেতু সদ্‌বংশীয় ব্যক্তিগণ নৃপতির অভ্যুত্থান বা পতন— কোনো অবস্থাতেই তাকে পরিতাগ করেন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বংশ পরম্পরাগত এমন কিছু গুণ আমরা করায়ত্ত করি, যে গুণগুলি আমাদের জীবন পথের সহায়ক হয়। আনুগত্য বা রাজার প্রতি তীব্র অনুরাগ হল এমন একটি গুণ। তাই রাজারা অনেক বিবেচনা করেই সদ্‌বংশজাত ব্যক্তিদের তাঁর প্রধান আধিকারিক হিসেবে নিয়োগ করেন। এই সমস্ত ব্যক্তিরা সাধারণত রাজার প্রতি অসীম আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন। রাজার সাময়িক বিপদে তাঁরা কোনোভাবেই রাজাকে পরিত্যাগ করেন না। আবার রাজার অভাবিত উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ হন না। সুখে-দুঃখে তাঁরা রাজার সাথে একই রকম আচরণ করেন। মহামতি চাণক্য এখানে মানুষের চরিত্র গঠনে তাঁর বংশ মর্যাদার কথা বলেছেন। বংশের প্রভাব মানুষের চরিত্রকে কতখানি প্রতিফলিত করতে পারে, সে বিষয়ে

আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, উচ্চবংশে জন্মালে মানুষের মন উচ্চ হয়ে থাকে। তাঁরা আপদ-বিপদে সর্বদা প্রভুর পাশে থাকতে ভালোবাসেন। কোনো অবস্থাতেই তাঁরা প্রভুকে পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যান না।

গুণা ধনেন লভ্যন্তে ন ধনং লব্যতে গুণৈঃ।
ধনী গুণবতাং সেব্যো ন গুণী ধনিনাং ক্কচিৎ।।

বঙ্গানুবাদ : ধনের দ্বারা গুণ লাভ করা যায়, গুণাবলীর দ্বারা কিন্তু ধন লাভ করা যায় না। গুণবান ব্যক্তিগণ ধনীদের সেবা করে থাকেন। কিন্তু ধনীরা কি কখনো গুণীর সেবা করেন?

ব্যাখামূলক আলোচনা : এই শ্লোকের মাধ্যমে বাস্তববাদী মহামতি চাণক্য একটি চরম সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজে গুণের আদর দেখতে পাওয়া যায় না। আদর শুধু ধনের। যার ধন আছে তিনি মূর্খ হলেও পন্ডিতবর্গের মধ্যে বিশেষ আসনে আসীন হন। তিনি কুরূপ হলেও সকলে তাঁকে সুরূপ বলে মনে করেন। স্তাবকের দল তাঁকে ঘিরে একটি সুন্দর পরিমন্ডল রচনা করে।

গুণী ব্যক্তি যদি উপার্জন করতে না পারেন, তাহলে সমাজে তাঁর কোনো স্থান নেই। দারিদ্র্য তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে আবৃত করে দেয়। মাননীয় হলেও তিনি উপযুক্ত সম্মান পান না। বরণীয় হলেও তাঁকে কোথাও বরণ করা হয় না। তাই কবি এই উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। দুঃখের সঙ্গে তিনি এইকথা বলেছেন তা আমরা বুঝতে পারি। বর্তমান যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে চিত্তের থেকে বিত্তই বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌরবং প্রাপ্যতে দানাৎ ন তু বিত্তস্য সঞ্চয়াৎ।
স্থিতিরূর্ধ্বে পয়োদানাং পয়োধীনামধঃ স্থিতিঃ।।

বঙ্গানুবাদ : ধনসম্পদ দান করলেই গৌরব পাওয়া যায়। সঞ্চয়ের দ্বারা সেই গৌরব পাওয়া সম্ভব নয়। জল দান করে বলে মেঘের স্থান উচ্চে আর জল সঞ্চয় করে বলে সমুদ্রের স্থান নীচে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যদি শুধু কৃপণের মতো ধনসম্পদ সঞ্চয় করে রাখি, তাহলে ধনসম্পদ লাভ করে কোনো যথার্থ উপকার হয় না। আমাদের উচিত ধনসম্পদের একটি অংশ সাধারণের মধ্যে বন্টন করা। বন্টিত হলেই ধনসম্পদের গৌরব বাড়বে। যেহেতু মেঘরাশিকণা থেকে বৃষ্টির জন্ম হয়, তাই মেঘের স্থান উচ্চে আর যেহেতু এই বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে সাগরের সৃষ্টি হয়, তাই সাগরের স্থান নীচে।

গুরুতশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : গুরুর সেবাশুশ্রূষার দ্বারা বিদ্যা লাভ করা যায়। অথবা প্রচুর ধনের দ্বারাও আমরা বিদ্যা লাভ করতে পারি। এক বিদ্যার বিনিময়ে অন্য কোন বিদ্যা লাভ করা যায়। এছাড়া বিদ্যা লাভের আর কোনো উপায় নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনাঃ কীভাবে বিদ্যালাভ করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চাণক্য বেশ কয়েকটি উপায়ের কথা বলেছেন। নিরন্তর গুরুকে সেবা করলে গুরু শিষ্যের ওপর খুশি হয়ে তাকে বিদ্যা দান করেন। কোনো কোনো সময় প্রচুর ধনের বিনিময়েও বিদ্যা অর্জিত হতে পারেনা। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক বিদ্যার বিনিময়ে অন্য বিদ্যা অর্জিত হয়। এছাড়া বিদ্যা লাভের আর কোনো উপায় আমাদের জানা নেই।

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ।।

বঙ্গানুবাদ : এক গুণী ব্যক্তি অপর গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করতে জানেন। তিনি বিদ্যার মহিমা উপলব্দি করতে পারেন। গুণহীন ব্যক্তি তা জানেন না। বলবান ব্যক্তি অনুমান করতে পারেন, অপর ব্যক্তির বল বা শক্তি কতখানি? বলহীন ব্যক্তির পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। বসন্তের কী গুণ এবং বসন্ত সমাগমে প্রকৃতির পরিমন্ডলে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয় তা কোকিল জানতে পারে কাক জানতে পারে না। সিংহের শক্তি কতখানি তা হাতি জানতে পারে, ইঁদুর অর্থাৎ মুষিকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ঃ এখানে চাণক্য সমযোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের স্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা চিন্তা মনন কতখানি তীক্ষ্ণ এবং পরিশীলিত তা এক মূর্খ ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। একইভাবে একজন বলশালী ব্যক্তির শারীরিক সামর্থ্য ও দৈহিক ক্ষমতা কতখানি, তা দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

জিহ্বা টলতি ধীরস্য পাদষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।।

বঙ্গানুবাদ : স্থিতধী ব্যক্তির জিহ্বা কখনো কখনো স্খলিত হয়। হাতিরও মাঝে মাঝে পদস্খলন হয়। ভীমও কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। তাই মুনিদেরও মাঝে মাঝে মতিভ্রম ঘটে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে কোনো কিছু-ই ত্রুটিহীন ভাবে চলতে পারে না। যাঁরা ধীর-স্থির স্বভাবের তাঁরাও মাঝে মধ্যে এমন অসঙ্গত আচরণ করেন, যা দেখলে অবাক হতে হয়। মিতবাক মানুষও কোনো সময় প্রগলভ হয়ে উঠে কিছু কটু

বাক্য বর্ষণ করেন। হাতিও চলতে চলতে পদস্খলিত হয়ে যায়। ভীমের মতো মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধাও যুদ্ধে পরাস্ত হন। তাই মুনি-ঋষিদেরও যে মতিভ্রম হবে এতে আর অবাক হবার কী আছে।

জলে তৈলং খলে গুহ্যং পাত্রে দানং মনাগপি।
প্রাজ্ঞে শাস্ত্রং স্বয়ং যাতি বিস্তারং বস্তুশক্তিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : জলে তেল, দুর্জন ব্যক্তির কাছে গোপন কথা, সৎ পাত্রে দান এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শাস্ত্রবিদ্যা—এগুলি অল্প হলেও নিজ শক্তির গুণে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিস্তার লাভ করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ঃ জলের মধ্যে এক ফোঁটা তেল দিলে তা চারপাশে বিস্তৃত হয়। এটি হল তেলের গুণ। আবার আমরা যদি কোনো দুর্বৃত্ত অর্থাৎ দুর্জন ব্যক্তির কাছে আমাদের গোপন কথা ব্যক্ত করি, তাহলে ওই ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই ভাবে তার মাধ্যমে ওই গোপন কথা সকলের কাছে পৌঁছে যায়। সৎপাত্রে দান করলে সেই দানশীলতার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে শাস্ত্র বিদ্যার্জন করলে সেই বিদ্যার মহিমা বহুগুণ বর্ধিত হয়।

অজাতমৃতমূর্খেভ্যো মৃতাজাতৌ সুতৌ বরম্।
যতস্তে স্বল্পদুঃখায় যাবজ্জীবং জড়ো দহেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : পুত্রের জন্ম না হওয়া, জন্মে মরে যাওয়া এবং জন্মলাভ করে মূর্খ থাকা—এগুলির মধ্যে জন্মে মরে যাওয়া অথবা না জন্মানো ভালো। কেননা, তারা অল্প সময়ের জন্য দুঃখ দেয়। আর মূর্খ পুত্র যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন মা-বাবাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য নির্মম সত্যটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যদি কেউ অপুত্রক অবস্থায় থাকেন, তাহলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু সারাজীবন তাঁকে দহন দগ্ধ হতে হয় না। আবার কারো পুত্র যদি শিশু অবস্থায় মারা যায়, তাহলেও শিশুটির পিতামাতাকে স্বল্পকালীন শোক ভোগ করতে হয়। কিন্তু পুত্র যদি বিদ্যাহীন অবস্থায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে, তাহলে প্রতি মুহূর্তে মা-বাবাকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। এই শ্লোকের মাধ্যমে কবি বলতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেক মা-বাবার উচিত ছেলেমেয়েকে যথার্থ শিক্ষিত করে তোলা।

কিং কুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোহপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি গুণহীন, উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করে তার কী লাভ? শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি নীচবংশজাত হন, তাহলেও দেবতাদের দ্বারা তিনি পূজিত হন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : গুণহীন ব্যক্তিদের দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে কী লাভ? শুধুমাত্র বংশ মর্যাদার দ্বারা তাঁরা কি সমাজে প্রতিষ্ঠান লাভ করতে পারবেন? আর যদি এক বিদ্বান ব্যক্তি অতি নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলেও তিনি স্বভাবগুণে সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠবেন।

তৃপ্যন্তি ভোজনে বিপ্র ময়ূরাঃ ঘনগর্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণগণ ভোজনে তৃপ্ত হন। বর্ষণ মুখর দিনে ময়ূরেরা মেঘ গর্জন শুনে প্রভূত খুশি হয়। সজ্জন ব্যক্তিগণ পরের সমৃদ্ধিতেও আনন্দিত হন। দুর্জনেরা অপরের দুরবস্থার সংবাদে খুবই আনন্দ পান।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে চার ধরনের মানুষের চার রকমের পরিতোষ ও সন্তুষ্টির কথা বলেছেন। ব্রাহ্মণরা সাধারণত ভোজনরসিক হয়ে থাকেন। তাই যজমনারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁদের ভোজন দ্বারা রসনা তৃপ্ত করতে।

বর্ষার সাথে ময়ূরদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বর্ষার আগমনে ময়ূর-ময়ূরী আনন্দিত হয়ে নৃত্য প্রদর্শন দ্বারা পারস্পরিক প্রেম, প্রীতি, ভারোবাসার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। তাই আকাশে মেঘ গর্জন শুনলে ময়ূরের মনে পুলক জাগে। সে বুঝতে পারে বর্ষার আগমনবার্তা, মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বর্ষিত হবে। আর তখন পুলকিত হৃদয়ে পেখম মেলে প্রকৃতিতে প্রেমের বার্তা প্রকাশ করে।

যিনি সজ্জন ব্যক্তি, তিনি অপরের উন্নতিতে আনন্দিত হন। কারণ তাঁর কাছে আপন-পর বলে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। তিনি আন্তরিকভাবে চান, এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেন সুখে-শান্তিতে বসবাস করে। সকলের যেন আর্থিক উন্নতি হয়। তাই ককনো তাঁকে আমরা পরশ্রীকাতর হতে দেখি না। এটি হলে তাঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দুর্জনব্যক্তি নিজের মনের মালিন্যতা হেতু অপরের দুরবস্থা দেখলে আনন্দ পায়।

তরবোঽপি হি জায়ন্তে জায়ন্তে
চ মনীষিণঃ।
স জাতো যেন জাতেন যাতি
বংশঃ সমুন্নতিম্।।

বঙ্গানুবাদ : গাছেরা জন্মায়, মনীষীরাও জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর জন্মের দ্বারা বংশের উন্নতি হয়, তার জন্ম সার্থক।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পরিদৃশ্যমান এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত না প্রাণীর জন্ম হচ্ছে। কেউ গাছ হয়ে জন্মায়, কেউ হয় মনুষ্যেতর প্রাণী, আবার কেউ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। হয়তো একটি গাছ আকাশচুম্বী হয়, কোনো গাছ হয় ব্রততী, কোনোটি হয় তৃণগুল্ম। কিন্তু মানুষ কি এই গাছেদের মনে রাখে? কিংবা মনুষ্যত্বর প্রাণীদের মনে রাখে? বিশেষ গুণসম্পন্ন মনীষীরাই বোধ হয় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি হিসেবে মানবহৃদয়ে অমর স্থান করে নেন। তাঁরা জীবনব্যাপী সাধনার মাধ্যমে এমন একটি আদর্শ স্থাপন করেন, যা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রতি মুহূর্তে উজ্জীবিত এবং উদ্দীপ্ত করে। তাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে এমন কাজ করা উচিত, যাতে মৃত্যুর পরেও মানুষ তাকে মনে রাকে।

বরং হি নরকে বাসো ন চ দুশ্চরিতে গৃহে।
নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহং পরিবর্দ্ধতে।।

বঙ্গানুবাদ : চরিত্রহীন মানুষের সঙ্গে বসবাস করার থেকে নরকে গিয়ে বাস করা বরঞ্চ শ্রেয়। কারণ নরক বাসে অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ধীরে ধীরে আমরা শাপমুক্ত হই। কিন্তু অসতের বাড়িতে বাস করলে পাপ দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের পুরাণ ও শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার পাপপুণ্য অনুসারে স্বর্গ অথবা নরকের বাসিন্দা হয়। কোনো মানুষ যদি সারাজীবন ধরে শুধু পাপ কাজ করে, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, নারীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন না করে, পিতামাতার প্রতি বিনীত ভাব না দেখায়, তাহলে মৃত্যুর পর তার স্থান হয় নরকের অন্ধকারে। সেখানে তাকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে তার পাপের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। একদিন সে এই প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্ত হয়। তখন সে পবিত্র আত্মার অধিকারী হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমরা যদি দুশ্চরিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসি এবং অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকি, তাহলে আমাদের পাপ কি কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হবে? সেখানে প্রায়শ্চিত্তে অনুশোচনার কোনো জায়গা নেই। পাপস্খলনের কোনো স্থান নেই। বরং অসৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকার ফলে পাপের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই কবির অভিমত, আমরা বরং নরকের অন্ধকারে বসবাস করে নিজের পাপস্খলনে প্রয়াসী হব, কিন্তু এমন পরিবেশে থাকব না, যেখানকার। পরিমন্ডল আমাকে আরও পাপী করে তুলবে।

দুলর্ভং সুনৃতাং বাকং দুর্লভঃ
পন্ডিতঃ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্যা দুর্লভঃ
স্বজনঃ প্রিয়ঃ।।

বঙ্গানুবাদ : সত্য অথচ প্রিয়-বাক্য দুর্লভ। জ্ঞানী সন্তান পাওয়া খুব একটা সহজ নয়। মনের মতো স্ত্রী সহজে পাওয়া যায় কি? হিতকামী আত্মীয় পাওয়া যায় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে বাক্য সত্যনিষ্ঠ এবং একই সঙ্গে সেই বাক্য মনোরঞ্জন শীল হৃদয়গ্রাহী বা শ্রুতি সুখকর হবে, তেমন বাক্য সাধারণত শ্রবণ করা সম্ভব হয় না। টাচুকাররা নানা ধরনের মিথ্যে শ্রুতিমধুর বাক্য দ্বারা আমাদের মন ভরানোর চেষ্টা করে থাকে। তারা ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে নিজেদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। যাঁরা সত্যিই আমাদের হিতাকাঙ্খী, তাঁরাই সত্য বাক্য বলার সৎ সাহস রাখেন। তাঁরা জানেন সত্য বাক্যের মধ্যে যে চরম বাস্তব লুকিয়ে আছে, তা হয়তো আমাদের মনঃপুত হবে না। কিন্তু সত্য বাক্য শুনলে আমরা বাস্তব পরিসিস্থতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পারব।

জ্ঞানী সন্তান লাভ করা খুব একটা সহজ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্তান বুদ্ধিহীন, নির্বোধ এবং অজ্ঞানী হয়ে থাকে। জ্ঞানী সন্তান লাভ করলে পিতামাতার জীবন সার্থক হয়।

এই জগতে আমরা কি মনের মতো সহধর্মিনীর সান্নিধ্য পাই? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবন একটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা সমঝোতা থাকে, কিন্তু ভালোবাসা থাকে না। একে অন্যকে অধিকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। স্ত্রীরা সাধারণত কলহপ্রিয়া হয়ে থাকে।

আত্মীয়রা সাধারণত সামনে ভালো আচরণ করে এবং আড়লে নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এমন আত্মীয় কোথায় যে সত্যি-সত্যি আমাদের নানাভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করবে? তুই সুহৃদসম আত্মীয় পাওয়া খুবই দুর্লভ।

চরিদ্রস্য গুণাঃ সর্বে
ভস্মাচ্ছদিতবহ্নিবং।।
অন্নচিন্তা চমৎকারা
কাতরে কবিত কুতঃ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো দরিদ্র ব্যক্তির বিশিষ্ট গুণগুলিও তার দরিদ্রতার করাল গ্রাসে ছাই চাপা আগুনের মতো চাপা পড়ে যায়, দরিদ্রতাই প্রকট হয়ে ওঠে, দরিদ্র ব্যক্তি কোনো গুণের প্রকাশ ঘটাতে পারে না। এই পৃথিবীতে অন্ন চিন্তা হল সব থেকে বড়ো চিন্তা। অন্ন চিন্তা থাকলে আমরা অন্য কোনো মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করব কেমন করে? দরিদ্র কবি কি তার কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটাতে পারে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি যথার্থ বলেছেন যে, এই পৃথিবীতে সবথেকে বড়ো অভিশাপ হলে দরিদ্রতার অভিশাপ। দরিদ্র ব্যক্তিরা কোনোভাবে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে না। তাই অসীম অন্ধকারের মধ্যে তাদের দিন কাটে। এই পৃথিবীতে যে চিন্তা প্রতি মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করে সেটি হল অন্নের চিন্তা। অন্ন চিন্তা থাকলে কোনো প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয় না। এমনকী, কবিরাও কবিতা লিখতে পারেন না।

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রধারিণাম্ ।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ।।

বঙ্গানুবাদ : বাঘ, সিংহ প্রভৃতি নখর-যুক্ত প্রাণীদের, শিং যুক্ত প্রাণীদের, অস্ত্রধারী কোনো ব্যক্তিকে, স্ত্রী জাতিকে এবং রাজবংশকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয় ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের রূপরেখা নির্ধারণ করতে গিয়ে এমন কয়েকটি শ্রেণির উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যাদের বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে। প্রথমেই তিনি বাঘ, সিংহের মতো হিংস্র প্রাণীদের কথা বলেছেন। যে সমস্ত প্রাণীর নখ আছে, তারা অনায়াসে মুহূর্ত মধ্যে আমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করতে পারে, তাই এসব প্রাণীদের থেকে দূরে থাকাটাই বিধেয়। নদীকেও কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ নদীর মধ্যে একটি ধারাবাহিক প্রবহমানতা আছে। শীতকালে ক্ষীণ তনু নদী বক্ষের হাঁটুজলে পারাপার করা সম্ভব হলেও প্রবল বর্ষায় নদীতে বিপুল জলরাশির প্রাবল্যে যখন-তখন নদীর দু-কূল ভাঙতে পারে, মারাত্মক বন্যা দেখা দিতে পারে।

শিং আছে এমন জন্তুদের থেকে দূরে থাকা উচিত। যেমন- গরু, মোষ ইত্যাদি। রেগে গেলে তারা শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দেয় এবং এজন্য আমরা হয়তো শারীরিকভাবে আহত হই।

হাতে অস্ত্র থাকলে যে কোনো ব্যক্তি আস্ফালন করতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি নিরস্ত্র হয় আর অপরব্যক্তি অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়, তাহলে এক অসম লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিরস্ত্র ব্যক্তিকে এই লড়াইতে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। তাই অস্ত্রধারী মানুষের থেকে দূরে থাকাটাই সমীচীন।

স্ত্রীলোকদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। কারণ তারা একের কথা অন্যের কাছে পৌছে দেয়। তারা সাধারণত কলহপ্রিয়া হয়ে ওঠে এবং এই স্বভাবের জন্য সংসারে অশান্তির আগুন জ্বলে।

রাজাকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই। কারণ রাজা নিজের মর্জি মাফিক কখনও দেশের স্বার্থে বা বহুমানুষের হিতার্থে কাজের মাধ্যমে তাঁর রাজ্য শাসন করেন। যে কোনো ভূমিখন্ড শাসন করতে গেলে এই জাতীয় অন্যায় আচরণ করতে হয়। তাই কবির সুচিন্তিত পরামর্শ, আমরা যেন রাজসান্নিধ্য থেকে দূরে থাকি।

সত্যং মাতা পিতা জ্ঞানং ধর্মো
ভ্রাতা দয়া সখা ।
শান্তিঃ পত্নী ক্ষমা পুত্রঃ
ষড়েতে মম বান্ধবাঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : সত্য হল আমার মা, জ্ঞানকে আমি পিতা বলে থাকি। ধর্ম হল আমার ভাই, দয়া আমার মিত্র, শান্তি আমার জীবনসঙ্গিনী, ক্ষমা আমার পুত্র, এই ছ'জনকে নিয়েই আমার সুখের সংসার।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে বিভিন্ন রূপকের সাহায্য নিয়ে ছটি অত্যাবশ্যকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। মানুষের জীবনে সত্যের স্থান সর্বাগ্রে। ঠিক সেভাবেই মায়ের আসন সবার ওপরে। মা যেভাবে জীবনোৎসর্গ করে সন্তানকে প্রতিপালন করেন তার অন্য তুলনা পাওয়া যায় না।

জ্ঞানের সাথে পিতার গূঢ় সম্পর্ক আছে। পিতা অশেষ ক্লেশ এবং কষ্টসাধন করে পুত্রকে জ্ঞানবান করে তোলেন।

ধর্মের সাথে ভাইয়ের যোগসূত্রতা স্থাপিত হয়েছে। এই জগৎ সংসারে আমরা ভাইকে যথেষ্ট স্নেহ করি, কারণ আমরা একই পিতামাতার সন্তান। ধর্মের সাথেও আমাদের সেই ধরনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। ধর্ম আমাদের বিবেক স্বরূপ সৎ পথে চালিত করে। আমরা যাতে সত্যবদী হয়ে উঠি সেদিকে ধর্মের তীক্ষ্ণ নজর আমাদের উচিত সব সময় ধর্ম নির্ধারিত পথে চলা।

মায়া দয়া মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই দয়া-মায়াকে পরম সুহৃদ স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।

সুখ আর শান্তি না থাকলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও তখন অশান্তি জর্জর জীবনের অন্য কোনো অর্থ থাকে না। সুখ-শান্তিকে তাই কবি জীবনসঙ্গিনীর সাথে তুলনা করেছেন। জীবন-সঙ্গিনী যেমন এক পুরুষের জীবনে অশেষ আনন্দের উৎসস্বরূপ। বিরাজ করে, সুখ-শান্তি একইভাবে আমাদের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখে।

ক্ষমাশীলতা মানুষের অন্যতম ধর্ম। মানুষ ক্ষমাশীল হবে—এটাই তার সহজাত প্রবৃত্তি। তাই ক্ষমাকে কবি পুত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেহেতু পুত্র পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ধন, ক্ষমাও আমাদের কাছে তেমনই আদরণীয় হওয়া উচিত।

যদ্ দুরং যদ্ দূরারাধ্যং
যচ্চ দূরে ব্যবস্থিতম্।
তৎসর্বং তপস্যা সাধ্যং
তপো হি দুরতিক্রমম্।।

বঙ্গানুবাদ : যা দূরে অবস্থিত, যা দূর থেকে আরাধ্য, যা দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়, তপস্যার দ্বারা সে সকলই লাভ করা যায়। তপস্যার মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে, যা অনায়াসে দূরকে অতিক্রম করতে পারে তাই সকল মানুষের উচিত তপস্যায় রত হওয়া।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : তপস্যার দ্বারা আমরা দূরাগত বস্তুকে স্বীয় অধিকারে নিয়ে আসতে পারি। তপস্যা আমাদের মনে এমন এক পরম পবিত্র শক্তির জন্ম দেয়, যার ফলে আমরা আপাত অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য অনেক কাজ সমাধা করতে পারি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষ তার এই অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়। মানুষ সারাজীবন জাগতিক সুখের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। কামনা-বাসনার দ্বারা বারবার বিভ্রান্ত হয়। প্রত্যেকটি মানুষের উচিত, অন্তত জীবনের কিছুটা সময় তপস্যার মধ্যে অতিবাহিত করা। তাহলে মানুষ যে কী বিপুল পরিমাণ পরম আধ্যাত্মিক সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে, সেটা তার ধারণার বাইরে।

যস্যার্থস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থঃ স চ পন্ডিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যার অর্থ আছে, তারই মিত্র লাভ হয়। যার অর্থ আছে তার অসংখ্য বন্ধু জোটে। যার অর্থ আছে সে-ই জগতে পুরুষ পদবাচ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়, অর্থ আছে বলেই তাকে সকলে মহাপন্ডিত এবং জ্ঞানী রূপে পূজা করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উপরিউক্ত শ্লোক প্রণেতা চাণক্য ছিলেন এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। তিনি অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও হাল-হকিকত ভালোই জানতেন। তিনি বারবার বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া জীবনে কোনো কার্যে সফলতা অর্জিত হয় না। শুধুমাত্র দরিদ্রতার করাল আক্রমণে অনেক প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে যায়। তাই আমাদের উচিত, অর্থোপার্জন এবং অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি নজর রাখা। এই শ্লোকে তিনি অর্থের অপ্রতিবোধ্য প্রভাব প্রতিপত্তির কথা তুলে ধরেছেন। অর্থ থাকলে আমাদের পাশে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটে। অর্থবান ব্যক্তির সাথে সকলেই বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যথেষ্ট অর্থ থাকলে আমরা সমাজে বিদ্বান এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসেবে পরিচিতি লাভ করি। অর্থ থাকলেই আমাদের পৌরুষের সার্থক প্রকাশ সম্ভব হয়। তাই প্রত্যেক মানুষেরই অর্থের সাধনা করা উচিত।

সত্যং ব্রায়াং প্রিয়ং ব্রায়াং ন
ব্রায়াৎ সত্যমপ্রিয়ম।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রায়াদ্ এষ
ধর্মঃ সনাতনঃ।।

বঙ্গানুবাদ : সদা সত্য কথা বলবে এবং প্রিয় বাক্য বলবে। সত্য অথচ, অপ্রিয় বাক্য কখনো বলবে না, মিথ্যা বাক্য প্রিয় হলেও তা বলা উচিত নয়। এটি হল সনাতন ধর্ম।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে আমাদের মুখ নিঃসৃত বাক্য সম্পর্কে একটি যথার্থ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। আমরা জানি সদা সত্য

কথা বলা উচিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আমরা কি সত্য কথাটি উচ্চারণ করতে পারি? যে ক্ষেত্রে এই সত্য কথা শ্রোতার মনে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করবে, সে ক্ষেত্রে সত্য ভাষণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

আরেকটি দিকে নজর দিতে হবে, তা হল আমরা কখনো যেন মিথ্যা কথা বলে মানুষকে প্রলোভিত বা প্রতারিত না করি। আমাদের মুখনিঃসৃত বাক্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা উচিত। আমাদের উচিত ভেবেচিন্তে কথা বলা। এটি হল আমাদের সনাতন ধর্ম।

ষড়দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছলতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা।।

বঙ্গানুবাদ : এই জগতে মঙ্গলকামী ব্যক্তির নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা—এই ছটি দোষকে অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই জগতে যদি কোনো মানুষ উন্নতি করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ছটি কু-অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এই বদ্‌অভ্যাসগুলি তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। সে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অপরাগ হয়ে ওঠে। তখন সে সংসারের সকলের করুণার পাত্র হয়ে ওঠে।

প্রথমে যে কু-অভ্যাসটি ত্যাগ করা উচিত, সেটি হল অকারণে নিদ্রা। নিদ্রাতুর মানুষ কর্মোদ্যোগী হতে পারে না। সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হল, আমাদের জীবনকাল বেশিদিনের নয়, কিন্তু আমাদের সেই সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে প্রচুর কাজ করতে হবে। তাই সুনিয়ন্ত্রিত নিদ্রা গ্রহণ করা উচিত।

অনেকে আফিং বা অন্যান্য নেশার দ্রব্য ব্যবহার করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দিন কাটাতে ভালোবাসে। তন্দ্রা হল অর্থাৎ স্বল্প নিদ্রা বা নিদ্রার আবেশ। এটিও এক ক্ষতিকারক প্রবণতা। তন্দ্রাতুর মানুষ কর্মোদ্যোগী হতে পারে না।

ভয়কে জয় করতে হবে। অকারণে ভয় যেন আমাদের পৌরুষকে আঘাত না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ভয়-আতঙ্ক আমাদের মনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়।

ক্রোধকে বশে রাখা দরকার। আমাদের স্নায়ুপুঞ্জ এই উত্তেজনার বশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্রোধান্ধ ব্যক্তি শান্ত মনে ঠান্ডা মাতায় কোনো কাজ সম্পাদন করতে পারে না। প্রতি কাজে তার ভুল হয়ে যায়।

আলস্য একটি মারাত্মক অসুখ। অলসতা মানুষকে কর্মবিমুখ করে। এই পৃতিবীতে অনেক মানুষ শুধুমাত্র আলস্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মবিমুখ হয়েছে।

দীর্ঘসূত্রতা অর্থাৎ কাজকে অকারণে বিলম্বিত করা। পরে করব ভেবে কোনো কাজকে কখনো ফেলে রাখতে নেই। তাহলে সেই কাজটির প্রতি আমরা যথাযথ মনোযোগ দিতে পারব না এবং শেষপর্যন্ত কাজটি সম্পাদিত হবে না।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্ ।
পর্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধুনাং দুর্জনাদ্ ভয়ম ॥

বঙ্গানুবাদ : বৃক্ষরা ঝড়কে ভয় পায়, পদ্মপাতা শিশিরকে ভয় পায়, পর্বতের ভয় বজ্রকে, আর সজ্জনদের ভয় দুর্জনকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রবীণ ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনে অসহায় বোধ করেন। যেহেতু তখন তাঁরা শারীরিক ভাবে খুব একটা সবল নন, তাই ভাবেন কীভাবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে দূরে সরে থাকতে ভালোবাসেন।

শিশিরকে ভয় পায় শতদল। কারণ পদ্মফুলের ওপর শিশির পতিত হলে, ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্য আর বজায় থাকে না।

একইভাবে বজ্রকে ভয় পায় পর্বত। কারণ পর্বতের ওপর বজ্রপাত হলে তার অঙ্গহানি হতে পারে। যাঁরা সৎ ব্যক্তি, তাঁরা সর্বদা অসৎ ব্যক্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। অসৎ ব্যক্তির সংসর্গ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে কালিমালিপ্ত করবে—এই কথা ভেবে তাঁরা অস্থির হয়ে ওঠেন।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।।

বঙ্গানুবাদ : পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই হলেন পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হলে সকল দেবতা প্রীত হন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে 'পিতা' শব্দের দ্বারা শুধুমাত্র পিতাকে বোঝানো হয়নি,পিতা এবং মাতা উভয়কেই 'পিতৃ' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। পিতা চ মাত চ প্রভৃতি শব্দগুলিকে সমাসবদ্ধ করলে পদ পাওয়া যায়— 'পিতরৌ'। এই শ্লোকটি পিতৃশ্রাদ্ধে পাঠ করা হয়, আবার মাতৃশ্রাদ্ধেও পাঠ করা হয়। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, আমাদের জীবনে পিতা এবং মাতার স্থান সব থেকে উপরে। তাঁরাই আমাদের চলমান দেবতা, তাই আমাদের উচিত তাঁদের উদ্দেশ্যে ভক্তিবিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করা এবং তাঁদের সন্তুষ্টি সাধনে সমস্ত কাজ করা।

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা
পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে।
ন সা বিদ্যা না তদ্ধনম্।।

বঙ্গানুবাদ : পুঁথিগত বিদ্যা এবং পরহস্তগত যে ধন কার্যকালে উপযুক্ত সময়ে এলে সে বিদ্যা বিদ্যাই নয় আর সে ধন ধনই নয়।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : বিদ্যাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, শুধুমাত্র বই মুখস্থ করলে চলবে না। বইয়ের তত্ত্বগত বিষয়কে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করার কৃৎ-কুশলতা শিখতে হবে। শুধু পুঁথিপড়া হল, অথচ পুঁথিগত বিদ্যাকে আমরা আত্মস্থ করতে পারলাম না, তাহলে সেই বিদ্যাসজ্জাত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারব না। আর যদি আমরা আমাদের ধনসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার অন্যের হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে কার্যকালে সেই ধনের আশা ছেড়ে দিতে হয়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের হাতে গচ্ছিত ধন পুনরায় যে ফিরে পাওয়া যাবে, এমন আশা না করাই ভালো। সাধারণত সেই ধন আর কখনো আদায় করা সম্ভব হয় না।

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে
ভার্যা চ কলহপ্রিয়া।
পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি
তস্য মৃত্যু করে স্থিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যার নদী তীরে চাষ, স্ত্রী ঝগড়াটে এবং পুত্র অবিনয়ী, তার মৃত্যু আসন্ন।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : যদি কোনো ব্যক্তি নদীর ধারে চাষ-আবাদ করে তাহলে তার জীবনের স্থিরতা থাকে না। কারণ যে কোনো সময়ে নদীতে বন্যা আসতে পারে, তখন সারা বছরের কঠোর শ্রমের দ্বারা প্রস্তুত শষ্যক্ষেত্র প্লাবিত হবে। সে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারবে না। যদি কারো বাড়িতে কলহপ্রিয়া পত্নী থাকে, তাহলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। স্ত্রীর উচিত স্বামীকে সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করা। স্বামীর সত্যিকারের অনুগামিনী এবং অনুবর্তিনী হয়ে ওঠা। এই জাতীয় মুখরা স্ত্রীরা কখনো তা হতে পারে না। তারা সংসারকে বিষময় করে তোলে।

কারো পুত্র অবিনয়ী হলে তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। কারণ বিনয় হল আমাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনয় না থাকলে আমরা মনুষ্যত্ব প্রকাশ করব কেমন করে?

শক্যো বারয়িতুং জলেন
হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ।
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন
শমিতো দন্ডেন গোদর্দভৌ।।
ব্যাধি ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধে

মন্ত্রপ্রয়োগৈ বির্ষং বিবিধে
সবস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং
মুর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : জলের দ্বারা অগ্নির প্রশমন হয়। ছাতার দ্বারা রোদ ও বৃষ্টির হাত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি। শাণিত অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীরাজকে প্রতিহত করা সম্ভব। লাঠির দ্বারা গরু অথবা গাধাকে শায়েস্তা করা যায়। ওষুধ সেবনের দ্বারা ব্যাধির উপশম হয়, মন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বিষ নামানো সম্ভব। শাস্ত্র বিহিত সবকিছুরই ওষুধ আছে, কিন্তু মূর্খের কোনো ওষুধ নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে অজ্ঞান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বেশ কয়েকটি উদাহরণ সহকারে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অবিদ্যা হল মানুষের জীবনের সব থেকে বড়ো অভিশাপ।

আমরা অগ্নিকে নির্বাপন করি জল প্রবাহের দ্বারা। অগ্নি এবং জল পরস্পরের বৈরী। রোদ্দুর এবং বৃষ্টির হাত থেকে দেহকে বাঁচানোর জন্য ছাতা ব্যবহার আমরা করে থাকি। উন্মত্ত হস্তীরাজকে বশে আনার জন্য তার ওপর অঙ্কুশের আঘাত করি। গরু এবং গাধাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য লাঠি ব্যবহার করি। যে কোনো ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ওষুধ ব্যবহার করা হয়। বিষাক্ত প্রাণীর দ্বারা দংশিত মানুষকে রক্ষা করার জন্য নানাবিধ মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। সবকিছুরই শাস্ত্র বিহিত ওষুধ আছে, কিন্তু মূর্খকে জ্ঞানবান করার জন্য ওষুধ জানা নেই।

পুত্রপ্রয়োজনা দারাঃ পুত্রঃ পিন্ড-প্রয়োজনঃ।
হিতপ্রাজেনং মিত্রং ধনং সর্বপ্রয়োজনম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : আমরা পুত্র কামনায় পত্নী গ্রহণ করি, পিন্ড লাভের আশায় পুত্রের প্রয়োজন। মঙ্গল সাধিত হবে—এই কারণে বন্ধুর দরকার। আর জীবনের অনান্যসকল প্রয়োজন মেটাবার জন্য দরকার ধন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা কেন পত্নী গ্রহণ করি? দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করার সব থেকে বড়ো উদ্দেশ্য হল উপযুক্ত সময়ে পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। পুত্র সন্তানই আমার বংশ গরিমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সে না থাকলে আমি কখনো উপযুক্ত পিন্ড পাব না। তাই পরলোকে গিয়েও সুখ হবে না। মঙ্গল সাধিত হবে, তাই দরকার বন্ধুর। বন্ধু সাহচর্য আমাদের প্রতি মুহূর্তে উৎসাহিত করবে। উপযুক্ত বন্ধু সুখে-দুঃখে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য সকল প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অর্থ না থাকলে পানি গ্রহণ সম্ভব নয়। পুত্রকে প্রতিপালিত করা সম্ভব নয়। বন্ধুদের সাথে মিশতে হলেও অর্থের প্রয়োজন।

তাই অর্থকেই জীবনের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হিসেবে কবি ঘোষনা করেছেন। তাঁর এই ঘোষনাটি শুনলে আমরা বুঝতে পারি, তিনি কতখানি বাস্তবাদী ছিলেন।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে স্ত্রিয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা।।

বঙ্গানুবাদ : নারীকে বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষা করেন, যৌবনে স্বামী রক্ষা করে, আর বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে। জীবনের কোনো অবস্থাতেই নারীগণ স্বাধীন নয়। তাঁরা কোনো না কোনো পুরুষের অধীনেই জীবননির্বাহ করেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি যে সময়ের কথা বলছেন, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে নারীর অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নারীরা সর্বদা পুরুষদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে থাকে। জীবনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ বাল্য এবং কৈশোর বেলায় পিতা তাকে সকল প্রকার বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

এরপর ওই নারী বিবাহ যোগ্য হলে, পিতা কন্যা সম্প্রদান করেন তাঁর নির্বাচিত পাত্রের হাতেই এবং তাকে পাঠানো হয় শ্বশুর গৃহে। সেখানে আসার পর তাকে রক্ষা করে তার স্বামী, স্বামী নারীকে সকল রকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে।

বার্ধক্যে নারী তার পুত্রের ওপর নির্ভর করে। পুত্র তার মাতার প্রতি সর্বরকম শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা প্রদর্শন করে।

এই তিনটি উদাহরণ দিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন যে, নারীরা কখনোই স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিরাজ করে না। সর্বক্ষণ তাদের পরাধীনতার মধ্যে বাস করতে হয়। অবশ্য বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এমন উক্তি প্রযোজ্য নয়। এখন দেশে দেশে নারী আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে। এখন নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার গৌরব অর্জন করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এমন কৃতিত্বের অধিকারিণী হচ্ছে, যা দেখে আমাদের অবাক হতে হয়।

বিবেকিনমনুপ্রাপ্তো গুণো যাতি মনোজ্ঞতাম্।
সুতরাং রত্নমাভাতি চামীকরনিযোজিতম্।।

বঙ্গানুবাদ : গুণ বিবেকবান ব্যক্তিকে আশ্রয় করলে আরও বেশি প্রকাশিত হয়। রত্নকে স্বর্ণপাত্রে রাখলে তার শোভা দশগুণ বেড়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিবেকবান ব্যক্তি যদি শিক্ষত এবং বিদ্বান হয়, তবে তাঁর জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। একইরকমভাবে আমরা যদি বহু-মুল্যবান রত্নরাজিকে স্বর্ণ আধারে রাখি, তবে সেই রত্নের ঔজ্জ্বল্য এবং শোভা বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যদি আমরা সেই রত্নরাজিকে কাষ্ঠ পাত্রে রাখি, তাহলে তার ঔজ্জ্বল্য ততখানি প্রকাশিত হতে পারে না। অর্থাৎ আধারের ওপর একটি রত্নের শোভা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে। কোন বস্তুকে আমরা কোন আধারে রাখছি, তা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ং পক্কফলাম্বুসেবনম্ ।
তৃণেষু শয্যা শতজীর্ণবল্কলং
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীনজীবনম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : বৃক্ষ পরিপূর্ণ ব্যাঘ্র হস্তী প্রভৃতি বন্যজন্তু অধ্যুষিত অরণ্যে পাকা ফল খেয়ে বা জল খেয়ে তৃণশয্যায় শয়ন করে ছেঁড়া বল্কল পরিধান করে বেঁচে থাকাও ভালো, তবে বন্ধুদের মধ্যে নির্ধন হয়ে জীবন-যাপন করা উচিত নয় ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি তাঁর একাধিক শ্লোকে অর্থের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতার কথা আলোচনা করেছেন। এই শ্লোকটি পড়লে আমরা তাঁর মনোগত বাসনার কথা বুঝতে পারি। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, যদি আমাদের গভীর অরণ্যের শ্বাপদ সংকুল পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাতে হয় এবং বিবিধ কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তবে আমরা সেই জীবনকেও বেছে নেব, কিন্তু দরিদ্র হয়ে সমাজে বেঁচে থাকব না। সামাজিকতার সঙ্গে অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নির্ধন মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপমানিত হয়। তাই সবসময় ধনার্জনের দিকে নজর রাখা উচিত। কারণ প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে আমরা সসম্মানে সমাজে বেঁচে থাকতে পারব না ।

বৃত্তেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে ।
সুনীত্যা রক্ষ্যতে রাজা সদ্‌গৃহিণ্যা তথা কুলম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : চরিত্র ধর্মকে রক্ষা করে। অভ্যাসযোগ, পুনরাবৃত্তি আমাদের অধীতবিদ্যাকে রক্ষা করে। সুষ্ঠ রাজনীতির সার্থক প্রয়োগ রাজাকে রক্ষা করে। পতিব্রতা স্ত্রী বংশকে রক্ষা করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সুচরিত্র অর্থাৎ সদ্ চরিত্র ধার্মিক ব্যক্তি অনুশাসনকে রক্ষা করে। মানুষ যদি সদ্ চরিত্রের অধিকারী না হয়, তাহলে সে ধার্মিক চিন্তাভাবনা এবং অনুধ্যানগুলিকে আত্মস্থ করতে পারবে না। কোনো একটি বিষয়ে পড়াশোনা করলেই হবে না, বারবার অধীতবিদ্যা চর্চা করতে হবে। না হলে আমাদের স্মৃতি থেকে সেই বিদ্যা মুছে যাবে, তখন আমরা আর সেই বিদ্যাকে ব্যবহারিক কাজে লাগাতে পারব না। তাই বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে অভ্যাস যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রাজা যখন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রকাশ করেন। তিনি বিচক্ষণ শাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। যে স্ত্রীর মধ্যে আনুগত্য এবং পতিব্রত্য আছে, সেই স্ত্রী স্বামীর সকল কাজে অনুগামিনী হয়। সুখে-দুঃখে স্বামীকে সাহায্য করে।

বিদেশেষু ধনম্ বিদ্যা
ব্যসনেষু ধনং মতিঃ ।

পরলোকে ধনং ধর্মঃ
শীলং সর্বত্র বৈ ধনম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : বিদেশে বিদ্যা হল একমাত্র সম্পদ। বিপদকালে বুদ্ধিই হল প্রকৃত সম্পদ। মৃত্যুর পর ধর্মই হল সম্পদ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধি ও স্বভাবকে সম্পদ স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : অজানা অচেনা পরিবেশে বিদেশ বাসের সময় কোনো কারণে দুর্বৃত্ত দ্বারা ধনহানি ঘটলে তখন বিদ্যা দ্বারা আমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পরি। কারণ অধীত বিদ্যা কখনই হরণ করা সম্ভব নয়। বিদ্বান ব্যক্তি সর্বত্র পূজা এবং অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি কখনো কোথাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন না। মৃত্যুর পরও জীবনে অর্জিত স্বধর্ম এবং সুব্যবহারই আমাদের সঙ্গে থাকে। সকল সময় বুদ্ধি এবং সম্পদ আমাদের সাহায্য করে। তাই বুদ্ধির বিকাশ এবং সম্পদ অর্জনে মনোনিবেশ করা উচিত।

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ শ্রমশক্তি র্দৃঢ়ং বপুঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ কলম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : কঠোর তপস্যার ফলে খাদ্য হজমের শক্তি বাড়ে। এর পাশাপাশি আমরা খাদ্য পরিপাক করার শক্তি পাই। পরিশ্রম করার ক্ষমতা জন্মায়। সুঠাম সবল দেহ ধন উপার্জন এবং সম্পদ দান করার ক্ষমতা পায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের জীবনে ঈপ্সিত বস্তুগুলি কী? কবি এখানে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কঠিন কঠোর তপস্যার মাধ্যমেই আমরা খাদগ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারি। শুধু খাদ্য গ্রহণ করলেই হবে না, যাতে সেই খাদ্য পরিপাক হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। তপস্যার মাধ্যমে আমাদের পরিপাক ক্রিয়া সবল হয়ে ওঠে। একজন তাপস পরিশ্রম করার ক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি সুঠাম তনুবাহারের অধিকারী হন। তিনি পরিশ্রম দ্বারা প্রভূত সম্পদ উপার্জন করতে পারেন। তাঁর মনন, মেধা এবং মানসিকতা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে। কঠোর তপস্যার ফলেই এগুলি সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

সামাজিক কর্তব্যবোধ ও রীতিনীতি

যবাভাবে তু গোধুমং মুদ্‌গাভাবেহপি মাষকম্‌ ।
মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্‌ ।।

বঙ্গানুবাদ : যবের অভাবে গম দেবে, মুগের অভাবে মাসকলাই দেবে, মধুর অবাবে গুড় দেবে, আর ঘৃতের অভাবে তেল দেবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উপরিউক্ত শ্লোকের প্রণেতা চাণক্য এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যে কোনোভাবে কার্যোদ্ধার করাই হল মনুষ্য জীবনের সব থেকে বড়ো লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য। কোনোভাবেই যেন কাজটি অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় থেকে না যায়। তাই যেন-তেন-প্রকারেণ কার্য-সম্পাদন করাই হল এক উদ্যমী পুরুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কোনো বস্তুর অভাবে যেন ক্রিয়াকর্মটি থেমে না যায়।

সমঃশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু পন্ডিতঃ সমবস্থিতঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : পন্ডিত ব্যক্তি সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে কোনো বিভাজন রেখা নির্ধারণ করেন না। মান-অপমানকে তিনি সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেন। সুখ-দুঃখ তাঁর কাছে একইরকমভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি সবসময় নির্বিকার চিত্তে থাকতে পারেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় অর্জুনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন বাণীর কথা উল্লেখ করব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জীবনে চলার পথে শত্রু এবং মিত্রকে একইরকমভাবে দেখতে হবে। দুয়ের প্রতি বিভেদ বিভাজন মূলক ব্যবহার করা চলবে না। জীবনের সকল প্রশংসাকে যেমন আমরা নতমুখে স্বীকার করব, তেমনভাবে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার যুক্ত বাক্যগুলিকে শ্রবণ করার মতো সাহস এবং সহনশীলতা বজায় রাখব। আমরা কখনো সুখ এবং দুঃখকে পৃথকভাবে দেখব না। সুখে-দুঃখে একইরকম নির্বিকার থাকাই হল সত্যিকারের জীবনসাধনা।

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্‌ ।
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণা বধূঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীর সার্বিক আবরণ হল সমুদ্র। গৃহের আবরণ হল প্রাচীর। দেশের আবরণ হলেন রাজা আর চরিত্র হল কুলবধূর সব থেকে বড়ো আবরণ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে শ্লোকটির মধ্যে চাণক্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। তাই পৃথিবী ওপর সমুদ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর সম্পূর্ণ স্থলভূমিকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেকেছে সমুদ্র, প্রাচীরের দ্বারার একটি গৃহকে সুরক্ষিত করা হয় বলে প্রাচীরের তাৎপর্য উপলব্ধি

করা উচিত। রাজার ওপর দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কাহিনি নির্ভর করে বলে রাজাকে যথেষ্ট দায়িত্ববান এবং গুণবান হওয়া উচিত। একজন কুলবধূর সব থেকে বড়ো সম্পদ হল তার চরিত্র। সে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু যদি চরিত্রবতী হয় তাহলে কেউ তাকে কলঙ্কিতা বলতে পারবে না।

যথা চুতর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে
ত্যাগেন শীলেন গুণেন কর্মনা।।

বঙ্গানুবাদ : সোনাকে আমরা কষ্টি পাথরে ঘষে তারশুদ্ধতা প্রমাণ করি, ছেদন করেও সোনা খাঁটি কিনা তা পরীক্ষা করা সম্ভভ হয়। গরম করেও সোনার এই শুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। পিটিয়েও বোঝা যায় সোনা ঠিক আছে কি না, অর্থাৎ চার রকম উপায় প্রয়োগ করে আমরা সোনাকে পরীক্ষা করে থাকি।

একই ভাবে একজন মানুষের চরিত্রের চার ধরনের পরীক্ষা আছে। যথা— ত্যাগ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, গুণ এবং কর্মচঞ্চলতা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে মহামতি চাণক্য সোনার সঙ্গে মনুষ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। চারপ্রকার পদ্ধতি প্রয়েগা করে সোনাকে পরীক্ষা করা হয় তেমনি মনুষ্য চরিত্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা এখানে তুল্যমূল্য বিচার করা হয়েছে। মনুষ্য জীবনযাপন করলে মনে অবশ্যই ত্যাগ ধর্ম থাকা দরকার। পৃথিবীর সব কিছুর ওপর অকারণ এবং অহেতুক লোভ করা উচিত নয়। ত্যাগের মধ্যে যে আনন্দ আছে, ভোগের মধ্যে তা নেই। মানুষের অন্যতম বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ চরিত্র হলে মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষের মধ্যে একাধিক গুণের সমাহার থাকা দরকার। প্রতি মুহূর্তে মানুষ কর্মচঞ্চলতার মধ্যে অতিবাহিত করবে। এই চারটি হল একজন মানুষের অত্যাবশ্যকীয় চারটি বৈশিষ্ট্য।

ধনহীনো ন হীনশ্চ ধনিকঃ স সুনিশ্চয়ঃ।
বিদ্যারত্নের হীনো যঃ স হীনঃ সর্ববস্তুভিঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যদি কোনো ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্বান হয়ে থাকেন এবং নিয়মিত অর্থোপার্জন করতে না পারেন, তাহলেও তাঁকে দীন বলা উচিত নয়। তিনি বিদ্যা দ্বারা অধীত জ্ঞানের ধনে অবশ্যই ধনী। আর যদি কেউ বিদ্যাহীন অবস্থায় দিন কাটান, তাহলে তাঁকে আমরা সর্ববস্তু রহিত বলেই মনে করব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে সব থেকে ঈপ্সিত বস্তু হল বিদ্যার্জন। বিদ্যা আমাদের চারিত্রিক মহিমা উন্নত করে। মানুষকে নানা ধরনের বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত

করে। বিদ্বান ব্যক্তি সহজেই ভালো-মন্দের মধ্যে তফাত নিরূপণ করতে পারেন। সৎ এবং অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারেন। কিন্তু মানুষ যদি অজ্ঞান অবস্থায় দিন কাটায়, তাহলে তার মধ্যে হীন ধরনের প্রবণতার জন্ম হয়।

আভিজাত্যং পরং পুংসাং জায়তে সাধুসঙ্গমাৎ।
নূনং ত্রিদশসংসর্গাৎ কুসুমং সুষমং ভবেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : সাধুব্যক্তির সান্নিধ্যে এলে মানুষের গৌরব অনেক বৃদ্ধি পায়। ঠিক একইভাবে দেবতার সংসর্গে এলে ফুলের সৌন্দর্য সুষমা বুঝি শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে চাণক্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। মানুষ যদি সাধুসজ্জন ব্যক্তিগণের মধ্যে মেলামেশা করে, তাহলে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা অনেকাংশে উন্নত হয়, আর অসৎ সঙ্গে বসবাস করলে তার স্থান হয় নরকের অন্ধকারে। গাছে যে ফুল ফোটে, সেই ফুল যদি পথের ধারে পড়ে থাকে তবে তার জীবন সার্থক হয় না এই ফুল দিয়ে তৈরি করা মালা যখন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়, তখনই ফুলের প্রকাশ সার্থক হয়।

ত্রিদশ শব্দের অর্থ দেবতা। মানুষের জীবনকাল বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য প্রভৃতি বিভিন্ন দশা বা পর্ব আছে। যাঁরা সর্বদা তৃতীয় দশাতে বিরাজ করেন, অর্থাৎ চিরযৌবন সম্পন্ন, তাঁরাই হলেন ত্রিদশ অর্থাৎ দেবতা। তাঁরা কখনো বার্ধক্যে প্রবেশ করেন না।

ফুলের সৌন্দর্যে আমরা বিমোহিত হই, ফুলের সুগন্ধে সর্বদিক আমোদিত হয়। এই ফুল প্রতি মুহূর্তে মানুষের ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। যদিও ফুলের জীবনের আয়ু বেশিক্ষণ নয়। এই ফুল যখন দেবতার পায়ে অর্পিত হয়, তখন সেই ফুল এক অপার্থিব সত্তা অর্জন করে। মানুষ আপন কল্যাণের কারণে সেই ফুলকে মাথায় ধারণ করে। দেবোচ্ছিষ্ট ফুলের গৌরব অনেক গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সজ্জনের সান্নিধ্য মানুষের চারিত্রিক মহিমাকে আরও উন্নত করে তোলে।

কুগ্রামবাসঃ কুলহীন সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্যা।
পুত্রশ্চ শূর্খো বিধবা চ কন্যা
বিনগ্নিমেতে প্রদহন্তি কায়ম্।।

বঙ্গানুবাদ : বাসের অযোগ্য স্থানে বসবাস করা, যে ব্যক্তির কোনো বংশ মর্যাদা নেই তার সেবা করা, অভোজ্যকে ভোজন করানো, কোপণ স্বভাবা স্ত্রীর সাথে সময় কাটানো, মূর্খ পুত্রের জন্ম দেওয়া এবং বিধবা কন্যা, এগুলি যদিও অগ্নি নয়, কিন্তু অগ্নির মতো দেহ ও মনকে সদাসর্বদা দগ্ধ করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এই বিষয়গুলির সাথে পরিচিত হলে আমরা অবশ্যই মর্মাহত হই, কিন্তু ওপরে আমাদের রাগ বা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি না। যে বাসস্থানে বসবাসের উপযুক্ত পরিমন্ডল নেই, অর্থাৎ যেখানে জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি নেই, অনেক সময় আমাদের বাধ্য হয়ে সেখানে বসবাস করতে হয়। যে মানুষের উপযুক্ত বংশ মর্যাদা নেই, কখনো কখনো আমাদের তার দাসত্ব করতে হয়। যেসব খাদ্যবস্তু খাওয়া কখনোই উচিত নয়, সময়ে সময়ে তা দিয়ে উদরপূর্তি করতে হয়। যে স্ত্রী কোপণ স্বভাব বিশিষ্ট এবং যে কলহ প্রিয়া, তাকে নিয়ে সংসারে কাটাতে হয়। কখনও মূর্খপুত্রের জন্ম দিয়ে অনুশোচনা করতে হয়। কন্যার স্বামীর মৃত্যু পিতামাতার মনকে শোক-স্তব্ধ করে। এই ঘটনাগুলি থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে চাই, কারণ এই বিষয়গুলির সাথে অগ্নির সাদৃশ্য গহনজ্বালা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না।

কিং বা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তিবিষ্ণুঃ
কপালদুঃখং ন করোতি দুরম্।
স্বকর্মভোগং কুরুতে হি জীবঃ
কপালমূলং খলু সর্বদুঃখম্।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রহ্মা, মহেশ্বর অথবা বিষ্ণু কেউই কিন্তু আমাদের অদৃষ্টজনিত দুঃখকে দূর করতে পারেন না। পৃথিবীতে সমস্ত জীবকে কর্মফল অনুসারে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। সুতরাং অদৃষ্টকেই আমরা সকল দুঃখের মূল স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : ভাগ্যই কি আমাদের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে? অদৃষ্টবাদীরা বার বার এই কথা বলে থাকেন। চাণক্যের অভিমত যে, বিশিষ্ট দেবতাবৃন্দ কিন্তু আমাদের কর্মফল থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এখানে জীবজগতের স্রষ্টা ব্রহ্মা, প্রতিপালক বিষ্ণু এবং সংহারদাতা শিবের কথা বলেছেন। এই ত্রিদেবকে আমরা এই ব্রহ্মান্ডের সব থেকে শক্তিশালী 'ত্রিশক্তি' হিসেবে পূজা করে থাকি। তাঁদের সমবেত শক্তিও আমাদের অদৃষ্টের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে না। তাই ভাগ্যদেবীকেই সব থেকে শক্তিশালী বলে মনে করা উচিত।

ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন
পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্
ভাবো হি কারণম্।।

বঙ্গানুবাদ : দেবতা কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তিতে থাকেন না, পাথরের মূর্তিতেও থাকেন না, থাকেন না মাটির মূর্তিতেও। ভাব তথা তন্ময়তার দ্বারাই আমরা দেবতার অস্তিত্ব

অনুভব করতে পারি। তাই দেবপূজার সব থেকে বড়ো উপকরণ হল মনের পবিত্র ভাবনা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সর্বশক্তিমান অদৃশ্য ঈশ্বরকে চোখের সামনে দৃশ্যমান করার জন্য আমরা তাঁর মৃন্ময়ী রূপের কথা ভেবে থাকি। ককনো কখনো তাঁকে দারু নির্মিত রূপেও দেখা যায়। কখনো তিনি থাকেন শিলারূপে। কিন্তু এই দেবতার সাথে আমাদের মানসিক নৈকট্য তখনই স্থাপিত হয়, যখন মনের মধ্যে এক ধরনের পবিত্র আধ্যাত্মিক ভক্তি-ভাবনার উদয় হয়। ভক্তি-ভাবনা না থাকলে শুধুমাত্র আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবপূজা সার্থক হয় না।

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ
অতিদানে বলিবর্দ্ধঃ সর্বমত্যন্ত গর্হিতম্।।

বঙ্গানুবাদ : অত্যন্ত অহঙ্কারের ফলে দশানন রাবণের লঙ্কা রাজ্য বিনষ্ট হয়েছিল। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং অভিমানের জন্য কৌরবগণ ধ্বংস হয়েছিলেন। অতিরিক্ত দানের ফলে বলিরাজ পাতালে বন্দি হয়েছিলেন। যে কোনো জিনিস অতিরিক্ত করলে অবশ্যই অনর্থ ঘটবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে মহামন্তি চাণক্য তিনটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি লঙ্কা-রাজ্যের কথা বলেছেন। লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ ছিলেণ এক মহাবলশালী বীর। তিনি সীতাকে হরণ করে অশোকবনে বন্দিনী করেন। নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল রাবণ রাজার। তিনি মহাদেবের বর প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে স্থল-জল-অন্তরীক্ষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমরনায়ক হিসেবে ভাবতেন। অবশেষে বানর-সেনাদের সহযোগিতায় রামচন্দ্র লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হন। যুদ্ধে রাবণকে পরাস্ত এবং নিহত হতে হয়। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করেন। যদি নিজের ওপর রাবণের অতিরিক্ত বিশ্বাস না থাকত, তাহলে হয়তো লঙ্কারাজ্য এইভাবে বিনষ্ট হত না।

মহাভারত-কাহিনি অনুসারে কৌরব এবং পান্ডবদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। কৌরবরা ছিলেন অত্যন্ত অভিমানী এবং অহংকারী। পান্ডবদের তাঁরা এক সুচাগ্র জমি দিতে রাজি ছিলেন না। শুধু তাই নয়, বারে বারে তাঁরা নানা অছিলায় পাণ্ডবদের অপমান করেছেন। তার ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবরা সপরিবারে নিহত হন।

'বলি' হলেন বিষ্ণুভক্ত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম বীরোচন। 'বলি' ছিলেন অত্যন্ত দানশীল রাজা। তিনি তপস্যার দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে স্বর্গরাজ্য সহ ত্রিলোক অধিকার করেন। দেবতারা শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারের রূপ ধরে 'বলি'-র কাছে সামান্য ত্রিপাদ ভূমি দান হিসেবে প্রার্থনা করেন। 'বলি' দানবীর হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু জানতেন

যে, বলির কাছে যদি কিছু প্রার্থনা করা হয়, তাহলে দৈত্যরাজ বলি অবিলম্বে সেই প্রার্থনা পূরণ করবেন। বিষ্ণু দুই পদে স্বর্গ মর্ত্য অবরোধ করে নাভি নির্গত তৃতীয় পদ 'বলি'-র মস্তকে স্থাপন করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাতালে বন্দি করেন। অতিরিক্ত দানশীলতাই দৈত্যরাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং
দিক্‌শূন্যা চেদবান্ধকঃ।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং
সর্বশূন্যা দরিদ্রতা।।

বঙ্গানুবাদ : যার বিদ্যা নেই, তার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। যার বন্ধু-বান্ধব নেই, সে সকল দিক থেকে শূন্যতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। যার গৃহে পুত্র নেই, সে গৃহ শূন্য। আর যে দরিদ্র, তার সবকিছু শূন্য।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে দরিদ্রতাকেই জীবনের চরমতম শত্রু হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন যে, দারিদ্র্যই হল মানুষের সব থেকে বড়ো অভিশাপ। বিদ্যা, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র—এগুলির প্রয়োজন আছে, আমরা কখনো তা অস্বীকার করতে পারি না। মানুষের জীবনে এরা অপরিহার্য, কিন্তু ধনসম্পদের স্থান সবার ওপরে। তাই বলা যেতে পারে যে, অর্থোপার্জনের দিকে সর্বদা উপযুক্ত নজর রাখা উচিত।

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ
সন্তুষ্টা এব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা
নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।।

বঙ্গানুবাদ : দক্ষিণাস্বরূপ যে অর্থ হাতে এসেছে, তাতে আনন্দিত বা সন্তুষ্ট না হলে ব্রাহ্মণ বিনষ্ট হন। রাজারা যা পেয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে রাজ্যে কোনো অভ্যুত্থান হয় না। বারাঙ্গণা নারী যদি লজ্জাশীলা হয়, তাহলে সে উপার্জন করতে পারে না। আর কুলনারী লজ্জাহীনা হলে সকলে সে নিন্দার্হ হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে চারটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দিয়ে সামাজিক চারটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্রাহ্মণকে অবশ্যই অল্পে সন্তুষ্ট হতে হবে। যজমানদের কাছ থেকে তাঁরা যা দক্ষিণা পান, তাতে খুশি না হলে তাদের ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হবে। কারণ তাঁরা দেবদ্বিজে ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাবার জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন করে থাকেন। যদি অর্থোর্জন করাটাই তাঁদের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে তাঁরা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবেন।

রাজা যদি পরিমিত-পরিমাণ কর গ্রহণ করেন, তাহলে প্রজাবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় না। এবং রাজ্যে কোনো বিক্ষোভ দেখা দেয় না। আর যদি রাজা অতিরিক্ত লোভ পরবশ হয়ে বেশি অর্থ দাবি করেন, তাহলে প্রজাদের অসন্তোষ একদিন বিদ্রোহে পরিণত হয়।

বারাঙ্গনা নারীর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ছলেবলে কৌশলে পুরুষকে বশ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করা। এক্ষেত্রে প্রথমেই তাকে লাজহীনা হতে হবে। যদি সে গৃহাঙ্গনাদের মতো লাজবতী অবস্থায় দিন কাটায়, তাহলে তার মনোগ্রাহী পুরুষরা আসবে কেমন করে?

পক্ষান্তরে, কুলবধূর কাছে লজ্জা হল এমন একটি ভূষণ, যা সর্বদা সঙ্গে ধারণ করা উচিত। এই লাজশীলতাই তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌বিভাগে
বিকশিত যদি পদ্মং পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলিত যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিঃ
ন চলিত খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।।

বঙ্গানুবাদ : সূর্য হয়তো পশ্চিম দিকে উদিত হতে পারে, পর্বত শিখরে হয়তো বা পদ্মফুল ফুটতে পারে, মেরুপর্বত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে আসতে পারে, অগ্নি হয়তো তার দাহিকা শক্তি ত্যাগ করে শৈত্যকে আশ্রয় করতে পারে তা সত্ত্বেও সজ্জন ব্যক্তিদের বাক্য কখনো অন্যথা হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে চারটি অসম্ভাব্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ভৌগোলিক নিয়মানুসারে সূর্য পূর্ব-দিকে উদিত হয় এবং পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। এটি একটি চিরন্তন সত্য। সূর্যের পক্ষে এর উলটো আচরণ করা সম্ভব নয়।

পর্বতশিখরে পদ্মফুল ফোটার মতো জল বা মাটি কোনো কিছুই নেই। সেই রুক্ষ বা তুষারাবৃত অঞ্চলে ফুল ফুটতে পারে না।

মেরু পর্বত স্থানুবৎ একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। একটি মেরু পর্বতের পক্ষে অপরদিকে গমন করা অসম্ভব ঘটনা। অগ্নির বৈশিষ্ট্য তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি কি তার এই উষ্ণতাকে ত্যাগ করে শৈত্যতাকে অবলম্বন করতে পারে?

যেমন ধ্রুব সত্য এই চারটি প্রাকৃতিক ঘটনা কোনোদিন ঘটবে না, ঠিক সেইভাবেই সৎ ব্যক্তিদের বাক্য কখনো ভুল বলে প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

উত্তমৈঃ সহ সঙ্গশ্চ পন্ডিতৈঃ সহ সৎকথা।
অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্বাণো নাবসীদতি।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁরা উত্তম ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করেছেন, যাঁরা তাঁদের সান্নিধ্য লাভে উপকৃত হয়েছেন, যাঁরা বুদ্ধিজীবীদের সাথে সৎ আলোচনায় মগ্ন থাকেন এবং নির্লোভের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, তাঁরা কখনো এই কাজে অবসাদগ্রস্ত অথবা ক্লান্ত হন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উত্তম ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করলে আমাদের মানসিক, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক উন্নয়ন হয়। তাঁরা সদাসর্বদা এমন ধরনের উপদেশ দেন, যা শুনলে আমরা আরও বেশি প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠি। পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আরও উন্নত হয়। বন্ধুত্ব করতে হয় এমন এক মানুষের সাথে, যিনি কোনো বিষয়ের প্রতি অযথা লোভ প্রদর্শন করেন না। অর্থাৎ যিনি মনেপ্রাণে নির্লোভ।

এই জাতীয় সান্নিধ্য এবং সখ্য আমাদের কখনো হতাশবা নিরাশ করে না। এই ধরনের সঙ্গলাভ করে আমরা কখনো শ্রান্ত বা ক্লান্ত হই না।

ঋণশেষোহগ্নিশেষশ্চ
ব্যাধিশেষস্তদৈথব চ।
পুনশ্চ বর্ধতে যস্মাৎ তস্মাচ্ছেষৎ
ন কারয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : ঋণের অবশেষ, অগ্নির অবশেষ, ব্যধির অবশেষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই এগুলির অবশেষ রাখা কখনোই উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে কবি তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ধার, অগ্নি এবং ব্যাধির কিছু অংশ ফেলে রাখতে নেই। কারণ এরা সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী, ওই সামান্য অংশটি একদিন আবার বিরাট আকার ধারণ করবে। তখন নানাধরনের মানসিক এবং দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তাই এই তিনটি বিষয়কে একেবারে ধ্বংস করে ফেলাই উচিত।

অনাজ্ঞপ্তোহপি কুরুতে পিত্রোঃ কার্যং স উত্তমঃ।
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ ম মধ্যমঃ উদাহৃতঃ।
উক্তোহপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : আদিষ্ট না হয়েও যে পিতামাতার কাজ করে সে হল উত্তম শ্রেণির পুত্র। আর যে আদিষ্ট হয়ে পিতামাতার আজ্ঞা পালন করে সে মধ্যম শ্রেণির পুত্র। পিতামাতার দ্বারা আদিষ্ট হয়েও যে কাজ করে না, তাকে আমরা অধম শ্রেণির পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সর্বদা মাতাপিতার কাজ বিনা বাক্যব্যয়ে নিদ্ধিধায় করা উচিত। এর জন্য কোনো আদেশের অপেক্ষা করা উচিত নয়। চাণক্য এখানে আমাদের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যের কথা বলেছেন। আমরা যেন স্বতঃপ্রণোদিত

হয়ে মা-বাবার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। কারণ তাঁরাই আমাদের পৃথিবীতে এনেছেন এবং অশেষ কষ্ট সাধন করে আমাদের লালন-পালন করে বড়ো করে তুলেছেন। জীবনে চলার পথে আমরা যেন কখনো এই চরম সত্যটি এক মুহূর্তের জন্য ভুলে না যাই।

অঞ্জনস্য ক্ষয়ং দ্রষ্টা বল্মীকস্য চ সঞ্চয়ন।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্যাদ্ দানাধ্যয়ন কর্মভিঃ।।

বঙ্গানুবাদ : কাজলের ক্ষয় এবং উইপোকার সঞ্চয় দেখে দান ও অধ্যয়নের দ্বারা দিনগুলি সফল ও সার্থক করে তোলা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা যখন আঁখি পাশে কাজলরেখা টেনে দিই, তখন এই কাজলরেখার স্থায়িত্ব কতখানি তা একবারও ভেবে দেখি কি? মুহুর্তের মধ্যে সেই অঞ্জনরেখা বিলুপ্ত হতে পারে। আবার বল্মীক ঢিবি তৈরি হয় অশেষ উইকীটের অমেষ সঞ্চয়ের দ্বারা। বল্মীক বা উই দীর্ঘ পরিশ্রম-জনিত সঞ্চয়ের মাধ্যমে যদিও এই ঢিবি তৈরি করে তবুও যে কোনো মুহূর্তে তা ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। চাণক্য বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীর সবকিছু মাহুর্তিক, অর্থাৎ কোনো কিছুই চিরকালীন নয়। আমাদের বেঁচে থাকার প্রহর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তাই জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে সৎ কাজে নির্বাহ করা উচিত। আমরা যেন উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করি, এবং বিদ্যার্জনের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করি।

আত্মমাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ।।

বঙ্গানুবাদ : গর্ভধারিণী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রানি, গাভী, ধাত্রীমা এবং পৃথিবী—এই সাতজন ধর্মশাস্ত্র মতে মাতৃস্থানীয়া, প্রণম্য।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য একানে এমন সাতজন মহিলা সত্তার কথা বলেছেন, যারা আমাদের চিরপ্রণম্য। প্রথমেই তিনি গর্ভধারিণী মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মা স্বর্গের থেকেও গরিমাময়। কারণমা দশ মাস, দশ দিন গর্ভে ধারণ করে আমাদের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। এর জন্য তাঁকে অশেষ প্রসব বেদনা সহ্য করতে হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের শৈশব প্রহর মায়ের সান্নিধ্য ও সাহচর্যে অতিবাহিত হয়। তাঁর দ্বারাই প্রতি মুহুর্তে আমরা লালিত-পালিত হয়ে থাকি। সন্তানের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সব-সময় থাকে। তাই মাতা হলেন সর্বদা প্রণম্য।

এবার গুরুপত্নীর কথা বলা উচিত। যখন আমরা গুরুগৃহে থাকি, তখন তিনি তাঁর আদর-যত্নের মাধ্যমে মায়ের স্থান পুরণ করেন। তাই তিনি আমাদের কাছে মাতৃস্থানীয়া। আমরা জীবনে এমন কোনো কাজ করব না, যাতে তিনি মর্মাহত হন।

ব্রাহ্মণ পত্নী ব্রাহ্মণীকেও শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ ব্রাহ্মণী সৎ-শোভন-সুন্দর জীবনের প্রতীক।

দেশের রানির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। তাঁর পতিদেব স্বীয় বাহুবল ও বুদ্ধিবলের দ্বারা বিরাট ভূখন্ড পরিচালনা করেন।

যেহেতু গাভীর আমাদের জীবনদায়ক দুগ্ধ সরবরাহ করে, তাই গাভীকেও মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করা কর্তব্য।

যে ধাত্রীমা আমাদের শৈশব অবস্থায় নানারকম সাহায্য করেছেন, তাঁকেও কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

পরিশেষে কবি সঙ্গত কারণে পৃথিবীকেও অত্যন্ত পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই পৃথিবীতেই আমাদের জন্ম এবং এই পৃথিবী থেকে নানাদ্রব্য আহরণ করে আমরা ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হই। তাই আমাদের কাছে পৃথিবী চির প্রণম্য। আমরা এমন কোনো কাজ করব না, যা পার্থিব পরিমন্ডলকে বিষাক্ত করবে।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ॥

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাবান তিনি কখনো নিজের দরিদ্রতার কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনে কোনো দুঃখ দেখা দিলেও তা তিনি অপ্রকাশ্য রাখেন, গৃহের কলঙ্ক, নিজের বঞ্চনা ও অপমানের ঘটনাও কাউকে জানান না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যেগুলি নিয়ে সর্বজনসমক্ষে আলোচনা করা উচিত নয়। এই বিষয়গুলি বা ঘটনাগুলি বাইরে প্রকাশ করলে আত্মমর্যাদার হানি ঘটে। তাই এগুলিকে গোপন রাখা দরকার। প্রথমেই তিনি দরিদ্রতার কথা বলেছেন, যেহেতু চাণক্য মনে করেন যে, দরিদ্রতা এক অভিশাপ, তাই নিজের দীন অবস্থার কথা কাউকে বলতে নেই। কোনো ঘটনাক্রমে মনে দুঃখ জাগলে সে কথাও অন্যের কাছে বলা উচিত নয়। পারিবারিক বিবাদ বা কলঙ্কের ঘটনাকে সম্ভব মতো সঙ্গোপনে রাখা উচিত। কারো কাছে বঞ্চিত বা অপমানিত হলে সেই বঞ্চনা বা অপমানকে সহ্য করা উচিত। একজন বিদ্বান ব্যক্তি এই বিষয় গুলিকে উপলব্ধি করতে পারেন বলেই নিজের মনের মধ্যে রেখে দেন। কারণ তিনি জানেন এগুলি নিয়ে সবার সামনে আলোচনা করলে নিজের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা অনেক বেড়ে যায়।

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা বৃদ্ধস্য তরণী বিষম্।
আরোগে তু বিষং বৈদ্যঃ অজীর্ণে ভোজনং বিষম্।।

বঙ্গানুবাদঃ বিদ্যা সঠিকভাবে আত্মস্থ না করলে, তা বিষতুল্য। বৃদ্ধ ব্যক্তির যুবতী ভার্যা বিষতুল্য। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে অনর্থ ঘটার আশঙ্কা। রোগ দূরীভূত না হলে চিকিৎসককে মনে হয় বিষবৎ, আর ভোজ্য বস্তু হজম না হলে ভোজনকে বিষবৎ বলেই মনে হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। উপযুক্ত যুক্তি সহকারে সেগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথমেই তিনি বলেছেন যদি আমরা বিদ্যা অর্থাৎ শিক্ষাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গীভূত করতে না পারি, তাহলে বিদ্যা বা শিক্ষার কোনো ব্যবহারিক মূল্য থাকবে না। সাধারণত দেখা যায় বিদ্বান বা শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হন না। তাঁরা ঠান্ডা মাথায় সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে সেই বিপদ থেকে উদ্ধারের পন্থা নির্ধারণ করেন। বিদ্যা বা শিক্ষা আমাদের প্রতি মুহুর্তে এইভাবে প্রজ্ঞাবান এবং প্রাণিত করে তোলে। কিন্তু শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগবিধি জানা না থাকলে সেই শিক্ষা আমাদের কাছে নিরর্থক হয়ে যায়।

যদি কোনো বয়স্ক ব্যক্তি যুবতী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তবে তাঁকে নানা অনভিপ্রেত ঘটনার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। যেহেতু তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল তাই সব সময় তরুণী ভার্যার প্রতি সন্দেহগ্রস্ত হন। তরুণী ভার্যার চিত্ত এমন একটি পারিবেশের মধ্যে এসে নিজেকে বন্দিনী বলে মনে করে। তখন দাম্পত্য জীবন বিষবৎ বলে মনে হয়।

আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার আশায়। যদি চিকিৎসক এমন কু-চিকিৎসা করেন যার ফলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায় তখন চিকিৎসককে মৃত্যুদূত হিসেবেই মনে হয়। তাঁর উপস্থিতি আমরা সহ্য করতে পারি না।

আমরা অন্ন গ্রহণ করি শরীরের ক্রিয়া বজায় রাখার জন্য এবং শরীরের উন্নতি সাধনের জন্য। যে অন্ন আমরা গ্রহণ করি তা পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু যদি সেই গৃহীত অন্নকে আমরা ঠিকমতো হজম করতে না পারি তাহলে বমনের উদ্রেক হয় এবং অন্নকেও বিষবৎ পরিত্যজ্য বলে মনে হয়।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোহর্থকারী চ বিদ্যা
ষড্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্ ।।

বঙ্গানুবাদ : হে রাজন, যদি প্রতিদিন অর্থাগম হয়, যদি শরীর নিরোগ, স্ত্রী যদি হয় ধীর এবং মধুর ভাষিণী, পুত্র যদি পিতামাতার বশে থাকা আর বিদ্যা যদি অর্থ প্রদান করে, তাহলে এই ছটি বিষয় নিয়ে মর্তভূমিকে সুখের ভূমি বা স্বর্গরূপ বলে মনে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে জীবনের পক্ষে পরম ঈর্ষণীর এবং কাঙ্খিত বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, যদি এই ছটি বিষয় যথাযথভাবে অর্জিত হয়, তাহলে জীবন সুখের বলে মনে হবে। যেহেতু তিনি একজন অর্থনীতি বিশারদ ছিলেন, তাই প্রথমেই অর্থের ধারাবাহিক জোগানের কথা বলেছেন। জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তে অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া আমরা জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ করতে পারব না। এই অর্থের আগমনের পথে উত্থান-পতন থাকলে জীবনের যাত্রাপথ বন্ধুর হয়ে যায়। এই অর্থের আগমনের পথে উত্থান-পতন থাকলে জীবনের যাত্রাপথ বন্ধুর হয়ে যায়। অর্থের ধারাবাহিক আগমন হল জীবনকে সফল রাখার প্রথম এবং প্রধান শর্ত।

শরীরে রোগ বাসা বাঁধলে তার ফলে নানা অসন্তুষ্টির জন্ম হয়। নীরোগ শরীরের অধিকারী হওয়া ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

পুরুষের জীবনে স্ত্রীর অবদান অসীম। তাই স্ত্রীকে তার জীবন-সঙ্গিনী এবং ভার্যা বলা হয়। যদি কারো স্ত্রী তাঁর স্বামীর অনুগতা হন এবং সর্বদা মধুর বাক্য উচ্চারণ করেন তাহলে সঙ্গত কারণেই পুরুষের জীবন অত্যন্ত সুন্দর এবং সুখদায়ী বলে মনে হয়।

পিতামাতা অশেষ কষ্টসাধন করে পুত্রের লালন-পালন করে থাকেন। পুত্র যদি অবাধ্য এবং দুর্বিনীতি হয়, তাহলে পিতামাতার জীবন সুখের হবে কী করে?

আমরা কেন অনেক কষ্ট স্বীকার করে বিদ্যার্জন করি? এই কারণে যে, এই বিদ্যার্জিত জ্ঞান আমাদের র্অথ প্রদান করবে। যদি এইভাবে আমরা বিদ্যার দ্বারা অর্থ আহরণ করতে পারি, তাহলে জীবন হবে সুখের আধার।

অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সন্তুষ্টো বিচরোন্নিতাং ত্রীণি শিক্ষেত গদভাৎ।।

বঙ্গানুবাদ : গর্দভ অবিরামভাবে ভার বহন করে থাকে। শীত এবং গ্রীষ্মের কোনো ভেদাভেদ সে অনুভব করতে পারে না। যে সর্বদা সন্তুষ্ট হয়ে বিচরণ করে। এই তিনটি গুণ তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মনুষ্যেতর প্রাণী গর্দভ—এর কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। এইসব প্রাণীদের কাছে এমন কিছু গুণ আছে, যা মানুষের শিক্ষা করা উচিত। গর্দভ কী করে? দিবারাত্র পরিশ্রম করেও সে বিন্দুমাত্র শ্রান্ত হয় না। অর্থাৎ পরিশ্রমের প্রতি তার একটি সহজাত আকর্ষণ আছে। জীবনের উন্নতি করতে হলে প্রভূত পরিশ্রম করতে হবে। তাই মানুষের উচিত গর্দভের কাছ থেকে এই গুণটি আয়ত্ত করা।

গর্দুভ সব পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। শীতের প্রচন্ড শৈত্যতা অথবা গ্রীষ্মের দাবদাহ তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না। আমাদের জীবনেও

এমন নানা ধরনের বিরুদ্ধ ঘটনার সমাবেশ হয়। তখন আমরা হাঁপিয়ে উঠি। অধৈর্য হয়ে পড়ি। দর্গভের কাছ থেকে এই গুণটিও শিক্ষা করা উচিত।

সকল সময়ে মনের মধ্যে একটা আত্মসনন্তুষ্টির ভাব জাগিয়ে রাখতে হবে—এটিও হল গর্দভের কাছ থেকে প্রাপ্ত আরেকটি মহৎ শিক্ষা। সাধারণত আমরা দুঃখের সময় কাতর হয়ে আর্তনাদ করি। ঈশ্বরের কাছে দুঃখ অবসানের জন্য কাতর প্রার্থনা করি। আবার সুখের সময় অতি বিলাসী ও উল্লসিত হয়ে উঠি। এমনটি করা কখনোই উচিত নয়। তাই চাণক্যের সনির্বন্ধ অনুরোধ; সকলে যেন গর্দভের কাছ থেকে এই তিনটি গুণ আত্মস্থ করে জীবনের চলার পথকে আরও মসৃণ এবং প্রশস্ত করে।

ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্না সুনৃতেনার্জবেন চ।
বশীকুর্যাৎ জগৎ সর্বং বিনয়েন চ সেবরা।।

বঙ্গানুবাদ : ক্ষমা, দয়া, প্রেম, সত্য, সরলতা, বিনয় এবং সেবা দ্বারা সকল জগৎকে বশীভূত করা সম্ভব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মনুষ্য চরিত্রের এমন কটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলি তাকলে আমারা অনায়াসে পৃথিবীর সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি ক্ষমার কথা বলেছেন। ক্ষমা হল এমন এক মানবিক গুণ, যা সহজে অর্জিত হয় না। ক্ষমাকে অনেকে শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদ বলে থাকে। যে কোনো দোষীকে ক্ষমা করা খুব একটা সহজ নয়। কিন্তু ক্ষমা করতে পারলে এই পৃথিবী একটি সুন্দর গ্রহ রূপে পরিগণিত হবে।

জীবনে দয়া করা উচিত। বিশেষ করে যারা নির্ধন এবং দরিদ্র, তাদের প্রতি যথাসাধ্য করুণা প্রদর্শন করা উচিত।

সকলের প্রতি এক ভাগবত এবং মানবিক প্রেম জাগরিত রাখতে হবে। আমরা সবাই এই বিরাট পৃথিবীর বাসিন্দা, এ কথা মনে রাখতে হবে।

সত্যবাদিতা এবং সত্য পথে চলা জীবনের দুটি মহান আদর্শ। কখনো কোনো অবস্থাতেই আমরা যেন সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত না হই, এমন অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে।

সারল্য এবং সরলতা আমাদের কাছে অতি ঈপ্সিত একটি গুণ। আমরা আমাদের মনন, বাক্য, আবরণ অভিব্যক্তির দ্বারা সেই সারল্যই প্রকাশ করব।

বিনয় হল আমাদের একটি অত্যন্ত ঈপ্সিত বৈশিষ্ট্য। মানুষ বিনয়ী হয়ে সকলের সাথে কথা বলবে, এটাই কাম্য।

সকলের সেবা করে জীবন সার্থক করতে হবে। সেবা-পরায়ণতাকেও কবি মানুষের এক অত্যন্ত আদর্শ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

হস্তৌ দানবর্জিতৌ শ্রুতিপুটৌ সারস্বতদ্রোহিনৌ।
নেত্রে সাধুবিলোকরহিতে পাদৌ ন তীর্থগতৌ।
অন্যায়ার্জিতবিত্তপূর্ণমুদরং গর্বেণ তুঙ্গং শিরঃ
রে রে জম্বুক, মুঞ্চ মুঞ্চ সহসা নীচং
সুনিন্দ্যং বপুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যে মানুষের দুটি হাত কখনো দান করে নি, সেই হাত দুটির কোনো প্রয়োজন আছে কি? দুটি কান কখনো শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করেনি, সেই দুটি কান থাকা নিরর্থক।

যে দুটি চোখ সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন করেনি, সেই দুটি চোখ থেকে কী লাভ?

যে দুটি পা তীর্থস্থানে গমন করেনি, সেই পা দুটি অবিলম্বে বিযুক্ত করা উচিত।

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জিত বিদ্যার দ্বারা জীবনযাপন করে, তার বেঁচে থাকা উচিত নয়।

যার মাথা অহঙ্কারে উদ্ধত, তাকেও অবিলম্বে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে।

এরা হল শৃগাল সদৃশ মানব। এখনই এই হীন এবং নিন্দনীয় দেহ বর্জন করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মনুষ্য জীবনের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, আমরা দানশীল হয়ে জীবন-যাপন করব। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করব। সাধু-সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য গ্রহণ করব। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করব। সুউপায়ে অর্জিত বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করব। বিনয় পূর্বক জীবন কাটাব। এই গুণগুলি অর্জিত বা অধিকৃত না হলে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন বলে মনে হবে আমাদের কাছে।

হেলা স্যাৎ কার্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচঞা স্যাম্মাননাশায় কুলনাশায় কুক্রিয়া।।

বঙ্গানুবাদ : অবহেলায় কর্ম নষ্ট হয়, দরিদ্রতা মানুষের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করে, ভিক্ষা মান-সম্মানকে নষ্ট করে দেয়, আর অসৎ কর্ম বংশমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : চাণক্য এখানে এমন চারটি বিষয়ের কথা বলেছেন, যেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে। আমরা দেখেছি উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা না নেওয়াতে অনেক কাজ শেষ পর্যন্ত সমাপণ হচ্ছে না। আমরা আড়ম্বর করে কাজ শুরু করি, কিন্তু বহু কষ্ট স্বীকার করেও সেই কাজ শেষ করতে পারি না। এমন করা কখনোই উচিত নয়।

দরিদ্রতা জীবনের সব থেকে বড়ো অভিশাপ। দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে কত মানুষ যে জীবন যুদ্ধ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে তার বুঝি আর কোনো সংখ্যা নেই।

অপরের কাছে হাত পাতলে আমাদের মর্যাদা বা মানসম্মান বিনষ্ট হয়। কখনো অন্যের কাছে গিয়ে ভিক্ষা করা উচিত নয়।

আমাদের এমন কোনো নিন্দার্হ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত নয়, যা আমাদের বংশ পরম্পরাগত মান-মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করতে পারে।

হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা হতং সৈন্যমনায়কম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : শ্রাদ্ধকর্ম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা না করালে তো নিষ্ফল হয়। দক্ষিণা না দিয়ে কোনো যজ্ঞ কর্ম সফল হতে পারে না। নারী রূপবতী, কিন্তু যদি বন্ধ্যা হয়, তাহলে সেই নারীর জীবন বৃথা। আর সেনাপতি ছাড়া সৈন্যবাহিনীও পঙ্গু হয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ তা না হলে এর দ্বারা কোনো ফল লাভ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কাজের পক্ষে যোগ্য, তাকেই সেই কাজ সম্পাদনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত।

উপযুক্ত দক্ষিণা না দিলে কোনো যজ্ঞকর্ম সুসম্পন্ন হয় না অর্থাৎ যিনি যে পেশায় নিযুক্ত তাঁকে সেই মতো পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত।

পৃথিবীতে অনেক রূপসী রমণী দেখতে পাওযা যায়, কিন্তু সন্তানহীনা বলে তারা মনে মনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। সন্তান-ধারণই হল নারীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

উপযুক্ত সেনাপতি ছাড়া সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে লড়াই করতে পারে না। শুধু বাহুবল থাকলেই হবে না, এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য এক সুদক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সেনাপতির উপস্থিতি প্রয়োজন।

স্থাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং গন্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ।
ভোক্তব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।।

বঙ্গানুবাদ : পাঁচজনের সঙ্গে বাস করা উচিত। পাঁচজনের সঙ্গে হাঁটা উচিত। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে খাওয়া উচিত। পাঁচজনের সঙ্গে থাকলে দুঃখের লাঘব হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে নিঃসঙ্গতাকে পরিহার করার কথা বলেছেন। নিঃসঙ্গ জীবন যন্ত্রণাদায়ক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন, একথা সব সময় মনে রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বজনীন ভাবের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন। মানুষ এই পৃথিবীতে সবার সাথে মিলেমিশে কাজ করবে এবং যা অর্জন করবে, তা সকলে মিলিতভাবে ভোগ করবে। এটিকে আমরা এক আদিম সাম্যবাদ বলতে পারি। কবির অভিমত, সবাই মিলেমিশে সমাজবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করা উচিত, সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটা উচিত। যাতে যে কোনো সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলা

করা সম্ভব হয়। আহার গ্রহণের সময়েও সকলকে তা সমানভাবে বন্টিত করতে হবে। সমাজের মধ্যে থাকলে আমাদের আর একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ অবস্থায় দিন কাটাতে হয় না।

সন্তোষস্ত্রিষু কর্তব্যঃ স্বদারে ভোজনে ধনে।
ত্রিষু চৈব না কর্তব্যোহধ্যয়নে জপদানায়োঃ।

বঙ্গানুবাদ : নিজের স্ত্রী, আহার এবং ধনসম্পদ—এই তিনটি বিষয়ে যা পাওয়া গেছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কিন্তু বিদ্যা অর্জন, জপ ও ধ্যানধর্ম এই তিনটি বিষয়ে যা করা হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দুটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা সন্তুষ্ট থাকব এবং কোথায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা হবে আকাশচারী, তা ব্যক্ত করেছেন। আমরা যদি একবার বিবাহ দ্বারা আবদ্ধ হই, কোনোভাবেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো নারীকে গ্রহণ করা উচিত নয়। পরিমিত আহার করে জীবন-যাপন করা উচিত। আমরা যে পরিমাণ ধনসম্পদ পেয়েছি, তাতেই তৃপ্ত থাকা উচিত। অর্থাৎ এই তিনটির ক্ষেত্রে তৃপ্তির একটি সীমা আছে।

কিন্তু বিদা অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা কোনো সীমারেখা রাখব না। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন জ্ঞানার্জন করব। ঈশ্বরের আরাধনা করার ক্ষেত্রেও আমরা একইভাবে কোনো স্থির লক্ষ্য রাখব না। আমরা অকাতরে দান কর্মে অংশগ্রহণ করব। কবি এটি তিনটি বিষয়কে অসীম অর্থাৎ সীমারেখার বাইরে বলে মন্তব্য করেছেন।

ব্রহ্মহপি নরঃ পুজ্যো যস্যাযস্যাস্তি বিপুলং ধনম।
শমিনঃ সমবংশোহপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে।।

বঙ্গানুবাদ : যার প্রচুর ধন আছে, সে যদি কখনো ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তাহলেও জনগণের দ্বারা সম্মানিত হয়ে থাকে। আর যার ধন নেই সে কলঙ্কশূন্য বংশে জন্মালেও সমাজে কোনো সম্মান পায় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে অর্থের ব্যবহারিক উপযোগিতার ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি সামাজিক উদাহরণ তুলে ধরে বলেছেন, ধনবান ব্যক্তি যদি জীবনে অনায় এবং দুষ্কর্ম করেন, তাহলেও তাঁকে কারো দ্বারা নিন্দিত হতে হয় না। তিনি সামাজিক প্রতিপত্তি সহকারে বেঁচে থাকতে পারেন। আর যদি দরিদ্র ব্যক্তি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন ও সারাজীবন সৎকর্ম করেন তাহলেও তিনি তাঁর ঈপ্সিত সম্মান পাবেন না। কারণ তাঁর সব থেকে বড় দোষ হল যে, তিনি নির্ধন।

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈ রণ্যোন্য পশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণা রাজ্ঞো মেঘৈরির রবেঃ করাঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যারা পরস্পর শুধু পশুর মতো আচরণ করে, এমন বহু মুখের সংস্পর্শে থাকলে রাজার রাজগুণ ঢাকা পড়ে যায়। তাই রাজার উচিত এই জাতীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। ঠিক এইভাবেই নীপমালার আবরনে সূর্যের কিরণপ্রভা আচ্ছাদিত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কথায় আছে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস। আমরা আমাদের চারপাশের যে সমস্ত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলব, এবং যাদের সাথে পরিচিত হব, তাদের দ্বারা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তরণের পথে যেতে পারে। মহামতি চাণক্য রাজসভার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, রাজার উচিত, দুর্মূখ এবং দুর্বৃত্ত সভাসদদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। প্রত্যেক দিন রৌদকিরণ প্রভাব পৃথিবী আলোকিত হয়। কিন্তু বর্ষাকালে মেঘমালা যখন আকাশ আচ্ছন্ন করে তখন তা ভেদ করে সূর্যকিরণ পৃতিবীতে আসতে পারে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মেঘমালার শক্তি সামান্য হলেও তা সূর্যের কিরণকে পর্যন্ত আচ্ছাদিত করতে পারে।

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্টত্যেকেন বুদ্ধিমান।
নাসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই এক পায়ে চলেন এবং অন্য পায়ে অবস্থান করেন। পরবর্তী স্থান ভালো করে না দেখে পূর্বের স্থান কখনো ত্যাগ করেন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যাঁরা বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ, তাঁরা ভাবনা-চিন্তা না করে কোনো কাজ করেন না। তাঁরা জানেন হঠকারিতার বশে কোনো কাজ করলে সেই কাজে ফলাফল কখনো গ্রহণীয় হতে পারে না। ইংরেজিতেও এই সংক্রান্ত একটি সুন্দর প্রবাদ আছে—Look before you leap.

অবিমিশ্রকারিতা অনেক বিপদ ডেকে আনে। তাই তাঁরা যখন একটি পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দেন, তখন অপর পদটি পূর্ব অবস্থানে রাখেন। যদি কোনো কারণে সামনের বাড়িয়ে দেওয়া পা-টি ঠিক স্থানে পড়তে না পারে তাহলে যাতে তিনি আবার পেছনে ফিরে আসতে পারেন তার ব্যবস্থা রাখেন। আর যে ব্যক্তি আহাম্মক এবং যিনি অস্থির চিত্তসম্পন্ন, তিনি দুটি পা-ই সামনের দিকে এগিয়ে রাখেন, এর ফলে তার পদস্খলনের ভয় থাকে।

চিন্তনীয়া হি বিপদামাদাবেব প্রতিক্রিয়া।
ন কূপখননং কার্যং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে।।

বঙ্গানুবাদ : বিপদ আসার আগেই প্রতিকার চিন্তা করা উচিত। ঘরে আগুন লেগে যাবার পর কূপ খনন করে কী লাভ?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আগে থেকেই সম্ভাব্য বিপদের প্রতিরোধ প্রয়াসে ব্রতী হতে হবে। অগ্নি-নির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ বিপদ একবার ঘটে গেলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া খুব একটা সহজ হয় না। তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে যে পরিমাণ অর্থ এবং পরিশ্রম খরচ করতে হয়, তা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আগে থেকেই সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে অনুমান করেন এবং বিপদের বিরুদ্ধে কী কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেদিকে নজর রাখেন।

জন্ম জন্মানি চাভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন গুণো নরেণ লভ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : জন্ম-জন্মান্তর ধরে দান, অধ্যয়ন, তপস্যা অভ্যাস করলে মানুষ দানী, অধ্যয়নশীল এবং তপস্বী হয়। এই অভ্যাস থেকেই মানুষ গুণ অর্জন করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : দীর্ঘ দিন ধরে দানধ্যান করতে হয়। অধ্যয়ন এবং জ্ঞানার্জন করতে হলেও অনেক সময়ের প্রয়োজন। আর তপস্যাকে একটি নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে ব্যক্তি গভীর কর্তব্যনিষ্ঠ এবং একাগ্রতা সহকারে এই বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে থাকেন, তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব এবং গুণ অর্জন করতে পারেন।

জ্ঞাতিভিবন্ট্যতে নৈব পৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যতি বিদারত্নং মহাধনম্।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যারূপ রত্ন এমন এক মূল্যবান ধন যা কেউ কখনো নিয়ে যেতে পারে না। জ্ঞাতিরা এর ভাগ চাইতে পারে না। চোর চুরি করতে পারে না এবং দানের দ্বারা এর কোনো ক্ষয় হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে আমরা নানা ধরনের ধন দেখতে পাই। যেমন, মণি, মুক্তো, বিষয় সম্পত্তি, হিরে-জহরত ইত্যাদি। এইসব ধন যে কোনো ব্যক্তিচুরি করে নিয়ে যেতে পারে। পাড়াপড়শি, জ্ঞাতি-আত্মীয় পরিজনেরা এসব ধরনের ভাগ চাইতে পারে। নিয়মিত দান করলে এই ধন ক্ষয়িত হয়। এর পাশাপাশি যদি আমরা বিদ্যা নামক অমূল্য রত্নের কথা ভাবি, তাহলে দেখব, এটি এমন একটি রত্ন, যা কেউ কখনো হরণ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, জ্ঞাতিরাও বিদ্যারূপ রত্নের ভাগ চাইতে পারে না। এটি মানুষের মননের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। তাই কবির অভিমত, আমাদের সর্বদা বিদ্যারত্ন অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষং যদি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ে গীতং গায়তি বানরঃ।

বঙ্গানুবাদ : শিলা জলে ভাসে বা বানরে গান গায় এই জাতীয় অসম্ভব ঘটনা চোখের সামনে দেখলেও তা সকলের কাছে বলা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যা অসম্ভব তা আমরা যদি কখনো নিজ চক্ষে দেখেও থাকি, তাহলেও তা সর্বজনসমক্ষে আলোচনা করা উচিত নয়। কারণ এতে বিপত্তি ঘটে। ধনপতি সদাগর কমলেকামিনী দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সিংহলের রাজার কাছে ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা সরল মনে ব্যক্ত করায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত কারাগারে অবরুদ্ধ হতে হয়েছিল। তাই সবদিক বিচার-বিবেচনা করে বাস্তববাদী কবি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

অনবস্থিতকায়স্য ন জলে ন বনে সুখম্।
জনো বহতি সংসর্গাদ্ বনং সঙ্গতিববর্জনাৎ।।

বঙ্গানুবাদ : অস্থির মস্তিষ্ক ব্যক্তির কী জলে, কী বনে, কোথাও কোনো সুখ নেই। মানুষ অন্যের সংস্পর্শে থাকতে চায়। সঙ্গীহীন স্থানকেই আমরা অরণ্য বলতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সুখ একটি মানসিক অভিব্যক্তি। মন প্রসন্ন না হলে অসস্র অর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা শান্তি অর্জন করতে পারি না। মন যদি প্রসন্ন থাকে, তাহলে দুঃখ-দরিদ্রতার মধ্যেও শান্তি আসে। আমরা কখনো সমাজ ছাড়া একা থাকতে পারব না। কারণ সমাজবদ্ধতা মানুষের একটি ধর্ম। অপরের সংসর্গ-মনুষ্য জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ। চঞ্চলতা মনের স্বভাব, তাই সকলের সাথে মিলেমিশে বাস করে এই চঞ্চলতাকে বশে রাখতে হয়। চঞ্চল মনকে সংযত করাই হল সুখের একমাত্র নিদান।

আসনং চালয়েদ্ দৃষ্টা পথি নারী বিবর্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধো নিবার্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : আসনকে দেখে তবেই তা চালনা করে বসা উচিত, পথের মহিলাকে দিয়ে দেওয়া উচিত নয়। জেগে থাকলে চোরের ভয় থাকে না। অতিরিক্ত রাগ সংযত করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : তোমাকে যে জাতীয় কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই কাজটি সম্পর্কে পূর্বাপর বিচার করে তবেই কাজটির দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। না হলে কাজটি আমরা যথাসময়ে শেষ করতে পারব না এবং সে জন্য আমাকে যথেষ্ট তিরস্কৃত ও ভর্ৎসিত হতে হবে। আমি সেই কাজের উপযুক্ত কি না তা আগে দেখা দরকার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা তা না দেখে কাজে ব্রতী হই বলে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করতে পারি না।

সঙ্গে কোনো মহিলা থাকলে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ নারীদের সুরক্ষিত রাখাটাই পুরুষের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

যদি আমরা সব সময় জেগে থাকি তাহলে তস্কর এসে আমাদের কোনো সম্পদ চুরি করতে পারবে না। বেশি লোভ সংযম করতে না পারলে শারীরিক এবং মানসিক উভয়ের ক্ষতির শিকার হতে হবে।

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : যে দেশে ধনবান ব্যক্তি, বিগদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিবেচক রাজা, প্রবাহমানা নদী এবং সুচিকিৎসক নেই সেখানে বাস করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে উপযুক্ত বাসস্থানের কয়েকটি দিক চিহ্ন নির্দেশ করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, এমন জায়গায় বসবাস করা উচিত, যেখানে ধনবান ব্যক্তিরা বসবাস করেন। তাঁরা সেই জায়গাটিকে আরও সর্বাঙ্গ সুন্দর বাসযোগ্য করে তোলেন। এই অঞ্চলে বেদ-বিশেষজ্ঞ পন্ডিতদের থাকা দরকার, তাদের সান্নিধ্যে এলে আমাদের আত্মিক এবং বৌদ্ধিক উন্নতি হবে। সেই দেশের প্রশাসক যেন একজন সুবিবেচকে অধিপতি হন। সেই দেশের পাশের প্রবহমান নদী থাকা দরকার, কারণ, মানব-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে নদী অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাধারণত পাঁচটি মতে আমরা রোগের চিকিৎসা করে থাকি। অতএব সেই স্থানে অবশ্যই একজন একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক থাকা দরকার, এমন পাঁচটি শর্তপূরণ হলে তবে স্থানকেই সেই আমাদের বাসযোগ্য স্থান হিসেবে নির্বাচন করা উচিত।

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ বা তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।।

বঙ্গানুবাদ : কাকের ঠোঁট যদি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়, অথবা তার পা দুটি যদি মণিমাণিক্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, যদি তার এক একটি পালকে গজমতি মুক্ত থাকে, তাহলে কি কাক রাজহংস হতে পারবে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কাককে আমরা সকলেই ঘৃণা করে তাকে কি তার নোংরা স্বভাব এবং কুৎসিত চেহারার জন্য। যদি একটি কাক নিজেকে নানাভাবে সজ্জিত করার চেষ্টা করে, তাহলে তাকে কি আমরা শ্রদ্ধা করব না ভালোবাসব? একইভাবে এই পৃথিবীতে কোনো বিদ্যাহীন বা নির্মম স্বভাবের মানুষ যদি চাকচিক্যপূর্ণ পোশাক পরিধান করে তাহলে তাকে কি আমরা শুদ্ধ চিত্তের মানুষ স্বরূপ বিবেচনা করব? হয়তো তার পোশাক এবং প্রসাধন দেখে মুহূর্তের জন্য বাকরুদ্ধ হব, কিন্তু পরক্ষণেই তার প্রতি তীব্র অবহেলা এবং ঘৃণার উদ্রেক হবে।

গম্যত যদি মৃগেন্দ্রমন্দিরে লভ্যতে করিকপোলমৌক্তিকম্।
জম্বুকাশ্রয়গতং চ প্রাপ্যতে বৎসপুচ্ছাস্থি চ চর্মখন্ডম্।।

বঙ্গানুবাদ : যদি সিংহের গুহার মধ্যে প্রবেশ করা হয়, তাহলে সেখানে করি কুম্ভজাত মুক্তো পাওয়া যায়। আর শৃগালের গর্তে গেলে সেখানে গো-বৎস অর্থাৎ বাছুরের লেজ, হাড় ও চামড়ার টুকরো পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কবি এখানে শৃগাল ও সিংহের তুলনা করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। একজন মানুষের পোশাকের সাথে তার পেশার মিল আছে। মহতের কাছে গেলে আমরা রুচিকর বস্তুর সন্ধান পাব, আর অধম মানুষের কাছে গেলে কুরুচিপূর্ণ বস্তু পাব। তাই উপযুক্ত ব্যক্তির সাথেই বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।।

বঙ্গানুবাদ : তৃণনির্মিত আসন, আসন পাতার মতো স্থান, জল এবং মিষ্ট বাক্য——একজন সজ্জনের গৃহে এই চারটি বিষয়ের কখনো অভাব ঘটে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যদি আমরা কোনো সৎব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করি, তাহলে দেখব, সেখানে বসার জন্য ঘাসের তৈরি করা আসন আছে। আসনটি পাতার জন্য একটি সুন্দর স্থানের ব্যবস্থা করা আছে। সেখানে এমন সুপেয় জর আছে যা পান করে আমরা আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারব। ওই ভদ্রলোক মিষ্ট বাক্যের দ্বারা আমার সাথে আলাপ করবেন। এই চারটি বিষয় হল একজন সজ্জনের গৃহের চারটি বৈশিষ্ট্য। এইগুলি থাকলে আমরা বুঝতে পারি যে, ওই গৃহস্বামীর স্বভাব চরিত্র কেমন।

অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্।।

বঙ্গানুবাদ : সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম ছাড়া বেদপাঠ নিষ্ফল। বৈদিক বা শাস্ত্রীয় কর্ম দান ছাড়া নিষ্ফল, অভিনিবেশ অর্থাৎ অতিশয় আগ্রহ ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই পন্ডিতবর্গ বলে গেছেন যে, অনুধ্যনই সকল সিদ্ধির মুল কথা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে কোন্ কোন্ বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে? চাণক্য এখানে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র উদ্যম থাকলেই চলবে না, এর সঙ্গে প্রবল পরিশ্রম থাকা দরকার। আর থাকা দরকার অভিনিবেশ বা অনুধ্যান। ভাব হল যে কোনো কাজের সিদ্ধির মূল। ঈশ্বর আমাদের ভাবই গ্রহণ করেন। আনুষ্ঠানিকতা কিংবা কর্মপদ্ধতি নয়। তাই তন্ময়তার প্রয়োজন। এখানে ভাব অর্থে তন্ময়তা, একাগ্রতা এবং আন্তরিকতাকে বোঝানো হয়েছে। এইভাবে কবি শ্লোকটির মাধ্যমে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং সেই বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশ করেছেন, যার যথার্থতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

অপূর্বঃ কোহপি ভান্ডারস্তব ভারতি দৃশ্যতে।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াৎ।।

বঙ্গানুবাদ : হে দেবী স্বরস্বতী, তোমার ভান্ডারটি যেন চিরদিন পরিপূর্ণ দেখায়—যা ব্যয় করলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যা সঞ্চয় করলেই বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে যে কোনো বস্তু ব্যবহার করলে তা ক্ষয়িত হতে থাকে। আবার সেই বস্তু সঞ্চিত হলে ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিদ্যা হল এমন একটি সম্পদ, যা উলটো আচরণ করে, ব্যয়ের দ্বারাই বিদ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা যদি আমাদের অর্জিত জ্ঞান অন্যের হাতে সমর্পণ করি, তাহলে জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের অর্জিত জ্ঞানের বৈচিত্র ও ঐশ্বর্য বেড়ে যাবে। অপরদিকে আমরা যদি অর্জিত জ্ঞানকে মনের মধ্যে রেখে দিই, তাহলে দীর্ঘদিন চর্চা না করার ফলে সেই জ্ঞান ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে।

তাই বলা যেতে পারে যে, বিদ্যা অধ্যয়ন এবং বিদ্যা আলোচনা সকলের সঙ্গে করা উচিত। এটাই প্রকৃতির এক আশ্চর্য নিয়ম। কবি এখানে বিদ্যা, ও শিল্প সংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে তাঁর এহেন আচরণের ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। সত্যিই তো বিদ্যা এমন অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়, যা খরচ করলেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্য কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কথা বলা যায় না।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
বিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণের কুল লক্ষণ কী কী? চাণক্য মনে করেন সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, যশ, তীর্থস্থানে ভ্রমণ, নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা এবং দান, এই নটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিহ্নিত করা যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের ধর্মশাস্ত্র এং পুরাণে ব্রাহ্মণদের জন্য একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অবস্থায় নির্দিষ্ট করা আছে। যেহেতু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ পুরুষ দু'বার জন্মগ্রহণ করেন, তাই তঁদের দ্বিজ অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তাঁরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন, তারপর উপনয়নের সময় সংস্কার-সাধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেন। শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণকে অন্যান্য তিনবর্ণের মানুষের থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কয়েকটি পালনীয় গুণ বা কর্তব্য থাকা দরকার। এই গুণ বা কর্তব্যগুলি ঠিকমতো পালিত না হলে তিনি কখনোই ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হতে পারবেন না। এই প্রসঙ্গে চাণক্য প্রথমেই তাঁদের পালনীয় আচারের কথা বলেছেন। একজন ব্রাহ্মণ সাধারণত সদাচার সম্পন্ন হয়ে থাকেন। তিনি কখনোই কুআচারে নিমগ্ন হবেন না। সর্বদা বিনয় প্রকাশ করবেন। অধীত বিদ্যার বড়াই করবেন না। তিনি হবেন শিক্ষিত অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য থাকবে। তিনি আপন কর্তব্য ও আপন নিষ্ঠার দ্বারা যশ লাভ করবেন। উচ্চস্থান গ্রহণ করে মনোগত বাসনা পূরণ করবেন। এবং দেবসন্নিধানে আসবেন। তাঁর মধ্যে নিষ্ঠা থাকবে। তিনি যে কাজ করবেন সেই কাজে ধৈর্য এবং নিষ্ঠা প্রয়োগ করবেন। নিয়মিত বেদ পাঠের

মাধ্যমে পারমাত্মিক জ্ঞান লাব করবেন। তপস্যার দ্বারা মনকে সংযোগ করবেন। দান করে নিজেকে সর্বসমক্ষে উচ্চতর আসনে তুলে ধরবেন। এই নয়টি গুণ হল ব্রাহ্মণের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ।

ইঙ্গিতকারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
সময়জ্ঞঃ সাবধানঃ প্রতিহারী স উচ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : আকারে ইঙ্গিতে অথবা ভাবে ভঙ্গিতে যে কথা বুঝতে পারে, যে বলবান, সুদর্শন, সময় সম্পর্কে সচেতন এবং সাবধানী, তাকেই আমরা উপযুক্ত প্রতিহারী বা দারোয়ান বলতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রতিহারীর কাজ কী? প্রতিহারী বাইরের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে গৃহ এবং গৃহের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মানুষদের রক্ষা করে। প্রতিহারী বা দ্বাররক্ষকের কাজ খুব একটা সহজ নয়। এই কাজে নিযুক্ত হতে হলে কতগুলি গুণ থাকা দরকার। যেমন, দ্বাররক্ষক আকারে ইঙ্গিতে গৃহকর্তার মনোভাব বুঝতে পারবে এবং তদানুসারে কার্যসাধন করবে। সে হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কারণ অনেক সময় তাকে বহিঃশত্রুর সাথে দৈহিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। সে হবে সুদর্শন। তাকে দেকেই যেন আমাদের মনে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির জন্ম হয়। সময় সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হবে। কারণ সে দ্বার রক্ষার কাজ করে। তাকে সবসময় সাবধানী হতে হবে। এই জাতীয় মনোভাব না থাকলে সে কখনোই একজন উত্তম দ্বাররক্ষক হিসাবে কাজ করতে পারবে না।

ঈপ্সিত মনসঃ সর্বং কস্য সম্পদ্যতে সুখম্।
দৈবায়ত্তং যতং সর্বং তস্মাৎ সন্তোষমাশ্রয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : মনের সমুদয় ইচ্ছা পূরণ হলে কি মানসিক সুখ আসে? যেহেতু সবকিছু দৈবাধীন, তাই সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের আকাঙ্ক্ষার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো ধনী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে না, যিনি আরও বেশি ধনের জন্য আগ্রহী নন। এমন কোনো বিদ্বান কি আছেন যিনি আরও বেশি বিদ্যাচর্চা করতে ইচ্ছুক নন? তাই আমরা বলতে পারি যে, মনের সমস্ত কামনা-বাসনা পুর্ণ হলেও আমরা মানসিক দিক থেকে শান্তি পাই না। তাই সবকিছুকে ঈশ্বরের অবদান বলে মনে করতে হবে। সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাটাই হল সব থেকে বড়ো কথা। তাহলেই আমরা মানসিক শান্তি পাব।

উপার্জিতানাং বিত্তনাং ত্যাগ এব হি রক্ষণম্।
তড়াগোদরসংস্থানাং পরিবাহ ইবাম্ভসাম্।।

বঙ্গানুবাদ : জলপ্রবাহ যেমন দিঘির জলকে নির্মল অর্থাৎ পরিশুদ্ধ করে, সেভাবেই ত্যাগ বা জ্ঞান আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : অবিরাম জলপ্রবাহের দ্বারা সরোবরের জলরাশি প্রতিমুহূর্তে পরিষ্কার হয়। পরিশুদ্ধ এই জলরাশি পান করে আমরা জীবনের তৃষ্ণা মেটাতে পারি। একই রকমভাবে দানের মাধ্যমে আমরা চিত্তকে শুদ্ধ করতে পারি। তাই চাণক্যের অভিমত, আমরা যে অর্থ আয় করব বা যে অর্থ সঞ্চয় করব, তার একট অংশ সর্বদা রিক্ত, নিঃস্ব, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা উচিত।

উপদেশো হি মূর্খানং; প্রকোপায় ন শান্তয়ে।
পয়ঃপানং ভুজঙ্গানং কেবলং বিষবর্ধনম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : মূর্খকে উপদেশ দিলে তারা রেগে যায়, শান্ত হয় না। তাই সাপকে দুধ খাওয়ালে কেবল তার বিষই বাড়তে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : অপাত্রে কোনো কিছু দান করা উচিত নয়। যদি আমরা এক অজ্ঞান ব্যক্তিকে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে বলতে চাই, তাহলে সেই কেলাটি শাস্ত্রচর্চার কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে অহেতুক আমার ওপর রাগ করবে। অতএব তার কাছে শাস্ত্র বচন বলা উচিত নয়। একইভাবে কোনো বিষাক্ত সাপকে দুধ খাওয়ালে তার বিষের মাত্রা বাড়তে থাকবে। সময় ও সুযোগ মতো সে আমাকেই হয়তো দংশন করবে।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষকে আশ্রয় করে থাকেন। ভাগ্য দেবে একথা কাপুরুষেরা বলে থাকেন। দৈব তথা ভাগ্যকে দূর করে আপন পৌরুষের ওপর নির্ভর করে সব কিছু অর্জন করার চেষ্টা করে। চেষ্টা করেও সফল না হওয়া যায়, তাতে আর দোষ কী?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে নিজের পৌরুষের কথা বলেছেন। বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে তিনি ভাগ্যকেই সর্বনিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। এই শ্লোকটি পড়লে বোঝা যায় চাণক্য হয়তো ব্যক্তিগতভাবে ভাগ্যের এই বিপুল বিক্রমকে সহ্য করেননি। এখানে তিনি বলেছেন যে, কঠিন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে এবং নিরন্তর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা শেষ পর্যন্ত পৌরুষকে করায়ত্ত করতে পারি। বারবার চেষ্টা করেও যদি আমরা শেষ পর্যন্ত সফল না হই, তাহলেও কেউ আমাদের দোষী করবে না।

উদ্যমং সাহসং ধৈর্যম্ বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়েতে যত্র বর্তন্তে তত্র দেবঃ সহায়কৃত্।।

বঙ্গানুবাদ : উদ্যম, সাহস, ধৈর্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম—এই ছটি বিষয় থাকলে দেবতা আমাদের সহায় হন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : দেবতা কি সকল মানুষের প্রতি সমান করুণা ও ভালোবাসা বিতরণ করেন? তা নয়, তিনি দেখেন কোন মানুষের মধ্যে কী কী গুণ আছে? প্রথমে তিনি উদ্যম, অর্থাৎ আগ্রহের কথা ভাবেন। উদ্যম না থাকলে আমরা কোনোভাবে সফলতা অর্জন করতে পারব না। এর সঙ্গে সাহস থাকলে আমরা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে পারি। ধৈর্য সহকারে কাজ করতে না পারলে সেই কাজে আমরা কখনোই সফল হব না। যে কোনো কাজে সাফল্য পেতে গেলে তাৎক্ষণিক বুদ্ধির ব্যবহার দরকার। শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে এবং থাকবে পরাক্রম, অর্থাৎ বীরত্ব। ঈশ্বর যখন দেখেন যে, একজন মানুষের মধ্যে এই ছটি গুণের সমাহার ঘটে গেছে, তখন তিনি সেই মানুষটিকে তাঁর আশীর্বাদ ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেন।

উদ্যোগে নাস্তি দারিদ্র্যং জগতো নাস্তি পাতকম্।
মৌনে চ কলহো নাস্তি নাস্তি জাগরনে ভয়ম্।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁরা উদ্যোগী তাঁদের দরিদ্রতার ভয় থাকে না। যাঁরা ধর্ম-পরায়ণ তাঁদের কখনো পাপেরভাগী হতে হয় না। যাঁরা নির্বাক থাকেন তাঁদের কলহের ভয় থাকে না। যাঁরা জেগে থাকেন, তাঁরা চোরের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উদ্যম থাকলেই আমরা অর্থোপার্জন করতে পারব। পৃথিবীতে এমন একজন উদ্যমী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না, যাকে দরিদ্রতার অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। আর যিনি সব সময় ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেন, তাঁকে কখনো পাপ কাজে লিপ্ত হতে হবে না। ঈশ্বর তাঁকে সমস্ত রকম কলঙ্কিত কাজ থেকে রক্ষা করবেন। যাঁরা কম কথা বলেন বা নির্বাক থাকেন, তাঁরা কারো সাথে কলহে লিপ্ত হতে পারেন না। আর যিনি জেগে থাকেন তার জিনিসপত্র চোর চুরি করতে পারে না, ঘুমন্ত না থাকলে চোর কীভাবে তাঁর ঘরে ঢুকে সব কিছু চুরি করবে?

একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং পবোধয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোহনৃণী ভবেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : যদি গুরু শিষ্যকে একটিমাত্র অক্ষরও শেখান, তাহলেও পৃথিবীতে এমন কোনো দ্রব্য নেই, যা দিয়ে গুরুর ঋণমুক্ত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। চাণক্য সেই বিষয়টিকেই এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, গুরু যদি মাত্র একটি শব্দও শেখান, তাহলেও গুরুর সেই ঋণ শোধ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্বনং সর্বং সুপুত্রেণ কুলং তথা।।

বঙ্গানুবাদ : পুষ্পশোভিত একটি মাত্র উত্তম বৃক্ষ তার সুগন্ধের দ্বারা সমস্ত পরিমন্ডলকে সুবাসিত করে তোলে। আবার একটি মাত্র সুসন্তান স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা বংশ গৌরবকে দশদিক ব্যাপ্ত করে।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : সংখ্যা নয়, আসল বিচার হওয়া উচিত গুণের। বিরাট একটি অরণ্যের মধ্যে যদি একটি মাত্র সুগন্ধি বৃক্ষ থাকে, তাহলে তার সুগন্ধ চারপাশে বিস্তৃত হয়। অনেক দূর থেকেও তার অবস্থান আমরা বুঝতে পারি। এইকভাবে সংসারে যদি একটি উপযুক্ত সন্তানের জন্ম হয়, তালে সেই সন্তানের দ্বারা পিতামাতার যশ এবং খ্যাতি দশদিকে পরিব্যাপ্ত হয়।

কামধেনুগুণা বিদ্যা হ্যাকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যাকে আমরা কামধেনুর সঙ্গে তুলনা করতে পারি। অকালেও এটি ফলদান করে। বিদেশে বিদ্যাকে মাতৃতূল্য মনে করা উচিত। আবার অনেকে বিদ্যাকে গুপ্তধন বলে থাকেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিদ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি প্রথমেই কামধেনুর কথা বলেছেন। বশিষ্ট মুনির ধেনুটিকে কামধেনু বলা হয়। কামধেনুর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। যখনই দুগ্ধের প্রয়োজন হত, কামধেনু সঙ্গে সঙ্গে সেই দুগ্ধ বর্ষণ করত। এই একইরকমভাবে বিদ্যা সতত ফলদান করে, এর কোনো সময়-অসময় নেই। আবার মা যেমন শিশুপুত্রকে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে ঠিক সেইভাবে বিদ্যা বিদেশে বিদ্বানকে রক্ষা করে ও জীবিকার সুযোগ করে দেয়। বিদ্যা হল এমন একটি গুপ্তধন, যা সহজে চুরি করা যায় না।

কষ্টঞ্চ খলু মুর্খত্বং কষ্টঞ্চ মদ যৌবনম্।
কষ্টাৎ কষ্টতরঞ্চৈব পরগেহেনিবাসুনম্।।

বঙ্গানুবাদ : অজ্ঞানতা একটি কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা, উদ্দাম যৌবনকেও আমরা কষ্টের দ্যোতক বলতে পারি। কিন্তু অপরের গৃহে বাস করা হল সমস্ত কষ্টের থেকে বেশি দুঃখদায়ী।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে একটি বিষয়ের ওপর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা কখনো উচিত নয়। অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষ অনেক কিছু উপলব্দি করতে পারে না। জাগতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকে না। এমনকী পরিদৃশ্যমান। পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলি সম্পর্কেও সে যথাযথ আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে না। এর পাশাপাশি চাণক্য বিনোদনে পরিপূর্ণ বিলাসী জীবনকে দূরে

সরিয়ে রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, আমরা যৌবনের দিনগুলিকে যেন এইভাবে বিনোদনী বিলাসিতার মধ্যে কাটিয়ে নষ্ট না করি। তবে চাণক্য-এর ব্যক্তিগত অভিমত হল, মানুষের জীবনে সবথেকে কষ্টদায়ক হল অন্যের গৃহে বসবাস করা। এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যবহারি জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে।

গুণাঃ সর্বত্র পূজ্যন্তে ন মহত্যোহপি সম্পদঃ।
পূর্ণেন্দুঃ কিং তথা বন্দ্যো নিষ্কলঙ্কো যথা কুলঃ।।

বঙ্গানুবাদ : গুণী ব্যক্তি সর্বত্র অভিনন্দিত এবং পূজিত হন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও মানুষ এতখানি প্রশংসা পায় না। কলঙ্কহীন বংশ যতখানি প্রশংসিত হয়, পূর্ণচন্দ্র কি ততখানি প্রশংসিত হতে পারে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে গুণ এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে আপেক্ষিক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে গুণ এমন একটি সম্পদ যা সর্বত্র অভিনন্দিত হয়। আমরা বিদ্বান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে থাকি। অথচ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিকে সর্বত্র অভিনন্দিত হতে দেখা যায় না। তিনি কেবল তাঁর অনুগত স্তাবকবৃন্দের দ্বারাই অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হন। যে বংশে কখনো কোনো কলঙ্কের রেখা আঁকা হয়নি, সেই বংশজাত সন্তানরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। মনে হয়, পূর্ণ উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত চন্দ্র বুঝি এতখানি প্রশংসা পায় না।

জীর্ণমন্নং প্রমংসীয়াৎ ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।
রনাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহণাগতম্।।

বঙ্গানুবাদ : যে অন্ন অর্থাৎ খাদ্য সহজে পরিপাক করা যায়, সেই অন্ন প্রশংসনীয়। সৎ পথে থেকে যৌবন অতিবাহিত করেছে এমন স্ত্রীকে লাভ করার জন্য আমরা সকলেই উদ্গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা জয়ী যোদ্ধা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে থাকেন। ঘরে তোলা হয়েছে এমন শস্য অবশ্যই প্রশংসনীয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা অন্ন গ্রহণ করি কেন? অন্ন গ্রহণ করি শরীরকে সুস্থ সবল রাখতে। এছাড়া দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্মের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার পরিশোষণও অন্নের দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু যদি সেই অন্ন ঠিকমতো পুষ্টিসাধন করতে না পারে, তাহলে সেই অন্নের কী প্রয়োজন? যে অন্ন সহজপাচ্য, সেই অন্ন গ্রহণ করা উচিত।

যে স্ত্রীলোক সৎপথে জীবন কাটিয়েছে, তাকে আমরা সহধর্মিণী হিসেবে পেতে আগ্রহী হয়ে উঠি। কারণ চারিত্রিক শুদ্ধতাই এক ললনার সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

যে যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করেছে, অর্থাৎ যে পরাজয়ের গ্লানি বহন করেনি, সে সকলের কাছে প্রশংসার পাত্র।

যে শস্যকে আমরা শেষ পর্যন্ত গোলাজাত করতে পেরেছি অর্থাৎ যে শস্য পতঙ্গাদির দ্বারা ভক্ষিত হয়নি অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা নষ্ট হয়নি, সেই শস্যই আমাদের কাছে পরম কাম্য।

জনকো হি শিবঃ সাক্ষাৎ গৌরী চ জননী স্বয়ম।
তস্মাৎ পুত্তলিকাং ত্যক্তা পিতাবর্চয়েৎ সদা।।

বঙ্গানুবাদ : পিতা সাক্ষাৎ শিব, এবং মাতা স্বয়ং দুর্গাদেবী। সেই জন্য মাটির মূর্তি পরিত্যাগ করে সবসময় পিতামাতাকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য একানে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা সাধারণত পুতুল পুজো করে থাকি, কিন্তু মা-বাবার প্রতি নিরন্তর অপমান প্রদর্শন করি। চাণক্যের মতে এমনটি করা কখনোই উচিত নয়। কারণ মা এবং বাবা অশেষ কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে লালন পালন করে। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সন্তানের জন্য নানারকম বস্তু সংগ্রহ করেন। তাই চাণক্য বলছেন যে, আমরা যদি পুতুল পুজোর পরিবর্তে মা-বাবার মূর্তি গড়ে পুজো করি, তা হলেই বোধহয় তাঁদের অপরিমাপ্য ঋণের কিছুটা শোধ করার সুযোগ মিলতে পারে।

অবিদ্যঃ পুরুষঃ শোচ্যঃ শোচ্যা নারী চানপত্যা।
নিরাহারাঃ প্রজাঃ শোচ্যাঃ শোচ্যং রাষ্ট্রমরাজকম।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যাহীন পুরুষ, বন্ধ্যা নারী, অনাহারী প্রজ্জা এবং রাজাহীন রাষ্ট্রের জন্য কখনো কোনো শোক প্রকাশ করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ঃ যে পুরুষ বিদ্যার্জন করতে পারেনি, তার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। যে নারীর সন্তান হয়নি, তাকে পরিত্যাগ করা উচিত। যে প্রজা দু' বেলা দু' মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে না, সে অন্য কোনো রাজ্যে গিয়ে বসবাস করুক। যে রাষ্ট্রে উপযুক্ত এবং দক্ষ প্রশাসক নেই, সেই রাষ্ট্র কি আমাদের কাম?

চাণক্য বাস্তববাদী মনোভঙ্গি থেকে বলেছেন, এই চারটি বিষয়ের জন্য কখনো শোক করা উচিত নয়।

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যাচিৎ।
মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃদ্ধো জরদ্গবঃ।।

বঙ্গানুবাদ : অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে কখনো বাড়িতে স্থান দিতে নেই। বিড়ালের দোষে জরদ্গব নামক শকুনটি নিহত হয়েছিল।
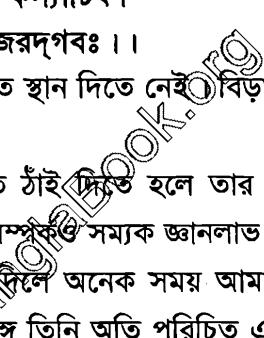
ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোনো ব্যক্তিকে বাড়িতে ঠাঁই দিতে হলে তার বংশ পরিচয় জানা দরকার। সেই ব্যক্তির স্বভাব কেমন, সেই সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞানলাভ করা উচিত। অচেনা অজানা ব্যক্তিকে বাড়িতে প্রবেশাধিকার দিলে অনেক সময় আমাদের নানা অনভিপ্রেত সমস্যার সামনে দাঁড়াতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি অতি পরিচিত একটি

গল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা জানি, বিড়ালকে স্থান দেবার ফলে এক শকুনের মৃত্যু হয়।

উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা।।

বঙ্গানুবাদ : যখন সূর্য ওঠে তখন তার বর্ণ তামাটে, আবার অস্ত যাবার সময়ও তাকে লালাভ দেখায়। যাঁরা মহান, তাঁরা সম্পদ ও বিপদের মধ্যে একইরকম থাকেন। তাঁদের রূপ অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উদয়কালীন এবং অস্তকালীন সূর্যের মধ্যে একটি সদৃশতা পরিলক্ষিত হয়। প্রভাত-সূর্য এবং গোধূলির সূর্যে একই রকম রক্তিমাভা প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি মহান এবং যিনি প্রাজ্ঞ, তিনি শোক এবং সুখকে একই রকমভাবে অনুভব করতে পারেন। তিনি শোকে দুঃখিত বা সুখে উল্লসিত হন না।

কুদেশং চ কুবৃত্তিং চ কুভার্যাং কুনদীং তথা।
কুদ্রব্যং চ কুভোজ্যং চ বর্জয়েৎ সুবিচক্ষণঃ।।

বঙ্গানুবাদ : বিচক্ষণ ব্যক্তি, বসবাসের অযোগ্য দেশ, হীনবৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা, অসৎ পত্নী, কুলপ্লাবিত নদী, অনীপ্সিত দ্রব্য এবং অবাঞ্ছিত ভোগ্যকে ত্যাগ করেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : একজন মানুষের বিচক্ষণতা কীভাবে নির্ণয় হতে পারে? চাণক্য এখানে ছটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান এবং যাঁর মধ্যে কিছুটা প্রজ্ঞা আছে, তিনি কখনো এমন জায়গায় বসবাস করবেন না, যেখানে জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধাগুলি নেই। কারণ জীবনধারণ করতে হলে কয়েকটি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য দরকার। আমরা যদি জনবিরল এবং বায়ুবর্জিত স্থানে গিয়ে বসবাস করি, তাহলে জীবিকা নির্বাহে এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

জীবন ধারণের জন্য আমরা কখনো এমন কোনো বৃত্তি অবলম্বন করব না, যাতে আমাদের আত্মার অপমান হয়, আমরা কখনোই নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দেব না। তাই এক বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনো নিন্দার্হ বৃত্তি অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদন করতে চান না।

পত্নী যদি অসৎ হয়, তাহলে দৈনন্দিন জীবনে নানা অনভিপ্রেত এবং অবাঞ্ছনীয় ঘটনার উদ্ভব ঘটে। অসৎ পত্নী যে কোনো সময় পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারে। তখনই সংসারে ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই অসৎ পত্নীকে পরিত্যাগ করাই কর্তব্য।

যে নদীতে দুকূল ছাপিয়ে বন্যা আসে, তার কাছাকাছি বাসগৃহ থাকা উচিত নয়। বিশেষত, বর্ষাকালে সেই নদী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। নদীতীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস

বা ব্যবসা-বাণিজ্য করলে যে কোনো সময় বাসগৃহ বন্যার কবলে পড়তে পারে। তাই এই জাতীয় দুকূল প্লাবিত নদীর থেকে দূরে থাকাই সমীচীন।

যে দৃব্যটি আমরা এখনও হস্তগত করতে পারিনি, অথবা যে দ্রব্যটি হস্তগত করলে নানা আইনি সমস্যা দেখা দেবে, সেই দ্রব্যটি সম্বন্ধে চিন্তা করে কী লাভ? পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তু আছে সেগুলিকে অসৎ উপায়ে অর্জন করতে হয়। এই বস্তুগলি অর্জন করলে হয়তো সাময়িক ভাবে কিছুটা আর্থিক সুরাহা হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত এগুলি থাকার ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই এসব বস্তুগলিকে পরিত্যাগ করা উচিত।

যে ভোজ্য গ্রহণ করলে আমাদের শরীরের কোনো উপকার হবে না, এবং যে ভোজ্য গৃহীত হবার ফলে আমাদের পরিপাক ক্রিয়া নানাভাবে বিঘ্নিত হবে, সেই ভোজ্য কখনো গ্রহণ করা উচিত নয়। সবসময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা বিশেষ কারণে খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। খাদ্য যেমন একদিকে আমাদের শরীরে নানা ধরনের শক্তির সঞ্চারণ ঘটায় আবার অন্যদিকে আমাদের শরীরকে মেরামত করে। তাই সেই খাদ্য গ্রহণ করার উচিত, যা সুপাচ্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুনির্দয়ঃ স্মৃতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো শত্রু হলো ক্রোধ, অর্থাৎ রাগ। ক্রোধের মতো আর অন্য কোনো ব্যাধি নেই। যিনি সকল প্রাণীর হিতসাধন করেন, তিনি হলেন সাধু। আর যিনি নির্দয়, যাঁর মধ্যে নির্মমতা বিদ্যমান, তিনি হলেন অসাধু—এসব কথা আমাদের পবিত্র শাস্ত্র গ্রন্থে লেখা আছে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে আমাদের সব থেকে বড়ো শত্রু কে? সাধারণত আমরা ক্রোধকেই আমাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করি। হয়তো ওই মানুষটির সঙ্গে আমাদের বংশ পরম্পরাগত বৈরীতা বিদ্যমান, এই শত্রুকেও আমরা হয়তো স্ববশে আনতে পারব, কিন্তু রাগ হল এমন একটি শত্রু, যাকে স্ববশে আনা সম্ভব হবে না। এই ভুবনে এমন অনেক মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা যখন তখন ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং এর ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা হারান। এই ক্রোধ বা রাগ তাঁদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের স্নায়ুপুঞ্জকে অকারণে উজ্জীবিত করে তোলে। এর ফল হয় মারাত্মক। তাই ক্রোধকেই আমরা এমন এক শত্রুস্বরূপ চিন্তা করব, যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার উপুযুক্ত অস্ত্র বা ওষুধ আমাদের হাতে নেই।

সব থেকে বড়ো ব্যাধি কী? কেউ কেউ হয়তো চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে মারাত্মক ব্যাধিগুলির কথা বলবেন। যেসব ব্যাধির ঔষধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, সেগুলির কথা বলবেন। কিন্তু চাণক্য ব্যক্তিগত অভিমত এই পৃথিবীতে লোভই হল সব থেকে বড়ো ব্যাধি। লোভকে আমরা কখনোই স্ববশে আনতে পারি না। লোভ হল

প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মতো, লোভ বাড়তে বাড়তে আকাশ স্পর্শ করে। এর ফলে মানুষকে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আমরা কাকে সাধু বা মহাত্মা ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করব? তিনি কি শুধুমাত্র আত্ম সন্তুষ্টি সাধনের জন্য তপস্যা করবেন? একজন প্রকৃত সাদুন কখনোই এমন স্বার্থপরের মতো কাজ করতে পারেন না। তাঁর কাছে এই পৃথিবীর সকল কিছুই সমানভাবে প্রিয়। তিনি পৃথিবীর সকলের আত্মিক উন্নতির জন্য তপস্যা করবেন।

আর কাকে আমরা অসাধু বা অসজ্জন ব্যক্তি বলব? যে ব্যক্তির মনের মধ্যে ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নেই, তিনিই হলেন অসাধু ব্যক্তি। তিনি সকলের প্রতি নির্দয় আচরণ করে থাকেন। তিনি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে ভাবতে ভালোবাসেন।

কুদেশমাসাদ্য কুতোহর্থসঞ্চয়ঃ
কুপুত্রমাসাদ্য কতো জলাঞ্জলিঃ।
কুপেগেহিণীং প্রাপ্য গৃহে কুতঃ সুখম্
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ।।

বঙ্গানুবাদ : অনুন্নত দেশে গিয়ে আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থ রোজগার করতে পারি না। যে পুত্র সংস্কার বিমুখ, তার কাছ থেকে শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারলৌকিক কর্মের আশা করা উচিত নয়। গৃহে কলহপ্রিয়া পত্নী থাকলে সে গৃহে সুখশান্তি থাকে না। অধম শিষ্যকে পড়িয়ে কখনোই যশ লাভ হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা যদি এমন কোনো দেশে কর্মপোলক্ষে যাই, যেখানকার নাগরিক পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিকমতো নেই, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল দূষিত—তাহলে সেখানে গিয়ে কি আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারব? যে পুত্র শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, সেই পুত্র কি পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া কর্ম ঠিকমতো সম্পাদন করতে পারে? হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে এইসব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার মানসিক যোগসূত্রতা থাকবে না।

পত্নী যদি সবসময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে, তাহলে গৃহে কি সুখ শান্তি বজায় থাকে? দাম্পত্য জীবনে পতি ও পত্নীকে সহনশীল হতে হয়। একে অন্যকে শ্রদ্ধা করবে—এটিই হল দাম্পত্য জীবনের মূল কথা। তাই এই প্রকার কলহপ্রিয়া পত্নী থাকলে বাড়ির পরিমন্ডল অত্যন্ত দূষিত হয়ে যায়।

যে শিষ্য জ্ঞানার্জন করতে আগ্রহী নয়, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র মেধা নেই, তাকে পড়িয়ে কী লাভ? সারাজীবন ধরে পড়ালেও এই শিষ্যের মাধ্যমে শিক্ষকের যশ লাভ হবে না। তাই এই শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করা কখনো উচিত নয়।

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমণিত্যতাম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জনের সংসর্গ সবসময় ত্যাগ করা উচিত। সবসময় সজ্জন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে। দিনরাত পুণ্যকর্ম করলে জীবন সুখের হবে। সদা সর্বদা একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হল জীবন অনিত্য, যে কোনো মুহূর্তে জীবনের ওপর যবনিকা পড়তে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। প্রথমেই তিনি বলেছেন যে, দুর্বৃত্তদের সংস্রব এড়িয়ে চলা উচিত। যারা দুর্জন, তাদের সংসর্গ ত্যাগ না করলে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। দুর্জনের সঙ্গে থাকলে মন নীচ হয়ে যায়, তখন আর অন্য কারো প্রতি বিন্দুমাত্র দয়ামায়া ভালোবাসা প্রদর্শনের ইচ্ছা জন্মায় না।

সবসময় সৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকা উচিত। সৎ ব্যক্তিরা যে জীবনযাপন করেন সেই প্রথা বা পদ্ধতি পালন করা উচিত। কথায় বলে— 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস এবং অসৎ সঙ্গে নরকবাস'।

দিনরাত পুণ্যকর্ম করলে চরিত্র এবং আত্মা দুই-ই শুদ্ধ হবে। পুণ্যকর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা এমন এক ঐতিহ্য ও পারস্পরিকতা অর্জন করতে পারব, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যে মানুষ পুণ্যকর্ম করে, সমাজে সে প্রতিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা লাভ করে।

কর্মচঞ্চল জীবনের প্রবাহ যে কোনো সময় স্তব্ধ হতে পারে। এই দার্শনিক সত্যটি মনে রাখতে হবে। আমরা সাধারণত দৈনন্দিন জীবনচক্রের মধ্যে আবর্তিত হতে হতে এই সত্যটি ভুলে যাই। আমরা ভাবি জীবন বোধহয় এক চিরপ্রবাহমান সত্তা। কিন্তু অনিত্যতাই হল এই পৃথিবীর সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য। আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না, পরশু তা বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলে কোনো বিষয় সম্পর্কেই আমাদের মনে অতিরিক্ত আকর্ষণ জন্মাবে না। তখন আমরা বিষয়াসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারব। এই দার্শনিক অভিজ্ঞান লাভ করলে লোকসন্তপ্ত মুহূর্তেও আমরা খুব বেশি ভেঙে পড়ব না।

তে পুত্রা যে পিতৃর্ভক্তাঃ স পিতা বস্তু পোষকঃ ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্ষা যত্র নির্বৃতিঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : যারা পিতৃভক্ত তারাই হল পুত্র। যিনি লালন করে থাকেন তিনি পিতা। যাকে বিশ্বাস করা যায় সে হল বন্ধু। আর শান্তি যে দিতে পারে তাকেই আমরা পত্নী বলব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটি চিরন্তন সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। পুত্র কাকে বলব? শুধুমাত্র জন্মসূত্রে আমরা পুত্র অর্জন করি না। ধারাবাহিক পিতৃভক্তির মাধ্যমেই একজন পুত্র তার ওপর

ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্টা হয়। যেহেতু পিতা তার কাছে অতি আদরণীয় চরিত্র, তাই পিতার মুখনিঃসৃত যে কোনো আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করা উচিত।

পিতা বলব কাকে? শুধুমাত্র জন্ম দিলেই পিতার কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি সারা জীবন ধরে পুত্রকে লালন-পালন করেন, তার সার্বিক উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তিনি হলেন সত্যিকারের পিতা। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীতে যাঁরা পিতা হয়েছেন, তাঁরা সকলেই কি তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন?

আমরা বন্ধু বলব কাকে? জীবনের চলার পথে অনেক মানুষের সাথে আমাদের সখ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু তাদের কি আমরা সত্যি সত্যি বন্ধু বলতে পারি, যিনি সদা সর্বদা আমাদের পাশে থেকে আমাদের সুউপদেশ দান করবেন, তিনি হলেন প্রকৃত বন্ধু। শুধু তাই নয়, যাকে আমরা একশো শতাংশ বিশ্বাস করতে পারব, যার কাছে আমাদের মনের যে কোনো গোপন কথা খুলে বলতে পারব, তিনিই আমাদের বান্ধব।

আর পত্নী বলব কাকে? পত্নীর কাজ হল সবসময় স্বামীকে সাহায্য করা। সুখে-দুঃখে, বিষাদে-উল্লাসে তিনি স্বামীর পার্শ্ববর্তিনী হিসেবে অবস্থান করবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর উষ্ণ আন্তরিক সান্নিধ্য গৃহে শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখবে। এই কর্তব্যগুলি যিনি করবেন, তিনিই হলেন একজন স্বামীর প্রকৃত পত্নী।

ত্যজেৎ কুলস্যার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে - আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : বংশরক্ষার জন্য বংশের একজনকে ত্যাগ করা উচিত। গ্রামের স্বার্থে একটা বংশ, জনগনের জন্য একটা গ্রাম, আর নিজেকে রক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবী ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যদি বংশে কুলাঙ্গার পুত্রের জন্ম হয়, তাহলে সেই পুত্রকে ত্যাগ করে বংশ গরিমা রক্ষা করা উচিত। কারণ বংশগরিমা অর্জিত হয় পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মাধ্যমে। অনেক মানুষের সমবেত প্রয়াসে এমন একটি সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোনো এক ব্যক্তির অবিমৃষ্যকারিতা এবং অন্যায় আচরণ যদি সেই সুনামকে কলঙ্কিত করে, তাহলে আমাদের উচিত সেই ব্যক্তির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। সে ব্যক্তি যাতে আর তার কুপ্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি করতে পারি না। অতিরিক্ত স্নেহ পরবশ হয়ে আমরা সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি দান করতে পারি না।

অনেক সময় গ্রামের স্বর্থে কোনো বংশকে পরিত্যাগ করা উচিত। যদি কোনো বংশের সকল ব্যক্তি নানা ধরনের অসৎ কাজে লিপ্ত থাকে, তাহলে গ্রামবাসীদের উচিত সেই পরিবারভুক্ত সদস্যদের গ্রামের সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। কারণ তারা থাকার ফলে গ্রামের বাতাবরণ দূষিত হয়ে যায়। এর ফলে যাঁরা নির্দোষ এবং সজ্জন ব্যক্তি, তাদের ওপরেও নানা কলঙ্ক আরোপিত হয়। একটি মাত্র পরিবারের জন্য সমগ্র গ্রামবাসীর এমন ক্ষতিসাধন করা কখনোই উচিত নয়।

সমগ্র দেশের হিতার্থের জন্য একটি গ্রামকে বিসর্জন দেওয়া যায়। যদি একটি গ্রামের পরিমন্ডল দূষিত হয় এবং সেখানে যে সব মানুষ বসবাস করে তারা অসৎ মনোভাবাপন্ন হয়, তাহলে এমন কাজ করা উচিত।

নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ত্যাগ করা উচিত। চাণক্য এখানে এই বিষয়টিকে রূপক বা প্রতীক স্বরূপ তুলে ধরেছেন। নিজের স্বার্ত রক্ষার জন্য আমরা পৃথিবীকে ত্যাগ করব কীভাবে? অর্থাৎ চাণক্য বলতে চেয়েছেন যে আমরা যদি দেখি আমাদের বাতাবরণ বা পারিপার্শ্বিকতা আমাদের প্রতিভা বিকাশের অনুকূল নয়, তাহলে আমাদের উচিত সেই বাতাবরণ বা পরিমন্ডল ত্যাগ করে অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যাওয়া।

তস্করস্য কুতো ধর্মো দুর্জনস্য
কুতঃ ক্ষমা।
ঘাতকানাং কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ
সত্যঞ্চ কামিনাম্।।

বঙ্গানুবাদ : তস্করদের ধর্মজ্ঞান থাকে না, দুর্জনের ক্ষমাগুণ নেই। জহ্লাদ মায়ামমতাহীন, আর বিষয়ী লোকেরা কখনো সত্যবাদী হতে পারে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে তস্কর, সে এক ঘৃণিত পেশার সঙ্গে যুক্ত। লোকের অগোচরে তার বাড়িতে ঢুকে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন করাই হল তস্করের একমাত্র জীবিকা। এই তস্করকে যদি আমরা ধর্মকথা শোনাই, তাহলে কি তার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন দেখা দেবে? তা কখনোই হবে না। তাই চরিত্রগতভাবে তাকে চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। এই কাজটি করতে গিয়ে কখনো তার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। সে ভাবে এটি হল তার জীবন ধারণের পক্ষে একমাত্র পেশা।

যে দুর্জন সে কাউকে ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা শব্দটির সাথে তার কোনো পরিচিতি নেই। ক্ষমা যে একটি মহৎ ধর্ম, দুর্জনরা তা ভুলে যায়। অত্যাচার করে অর্থ সংগ্রহ করাই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।

যে জহ্লাদ, তার মনের মধ্যে মায়ামমতা থাকবে কী করে? তাকে তো রাজকর্ম পালনে কিংবা আআইনের অনুশাসনে আবদ্ধ থেকে মানুষকে ফাঁসি দিতে হচ্ছে। একটির পর একট অপরাধীকে ফাঁসি দিতে সে কেমন নিষ্ঠুর মনোভাবাপন্ন হয়ে যায়। কোনো মানুষের প্রতি সে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারে না।

যারা বিষয়ী লোক, যারা পৃথিবীর নানা জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, তারা কি সব সময় সত্যি কথা বলতে পারে? সবসময় সত্যবাদী হলে তারা হয়তো ঠিকমতো উপার্জন করতে পারবে না। কারণ, এই পৃথিবী মিথ্যার ওপর আশ্রিত। আমাদের পরিমন্ডল আজ বিষাক্ত হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে এইসব মানুষদেরও মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

তৃতীয় পর্ব

দার্শনিক অনুধ্যান ও বাস্তববাদী অন্বেষণ

তৃণানি নোম্মূলয়তি প্রভঞ্জনঃ
মৃদুনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতানেবরু তরূণ প্রবাধতে
সমুচ্ছ্রিতানেবরু তরুণ প্রবাধতে
মহান মহত্ব্যেব করোতি বিক্রমম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : প্রবল বাতাস বা ঝড় সদাসর্বদা তুচ্ছ কোমল তৃণরাজিকে উৎপাদিত করতে পারে না। কেবল উদ্ধতের মতো উচ্চ শির বৃক্ষসমূহকেই তারা বিধ্বস্ত করে। পরাক্রমশালী ব্যক্তি আরেক পরাক্রমশালী ব্যক্তির কাছেই নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনাঃ জগতের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় উদাহরণ দিয়ে চাণক্য এখানে মনুষ্য চরিত্রের এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের শুনিয়েছেন। একজন বীর আরেক জন বীরের কাছে গিয়ে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করে। সে কখনো ভীরু লোকের সংস্পর্শে আসে না অথবা ভীরু লোকের সংস্পর্শে এলেও তাকে তার বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে না।

যখন প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের উদ্ভব হয়, তখন আমরা দেখি যে, আকাশচুম্বী মহীরুহগুলি এই ঝড়ের দাপটে উৎপাটিত হয়েছে। তাদের ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখে চোখে চোখে জল আসে। কত অরণ্য, এইভাবে ঝড়ের তাণ্ডবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ঝড়ো বাতাস কি তৃণরাজির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে? তৃণরাজি বা ব্রততী লতা এতই ছোটো যে, তারা ঝড়ের দাপটে পড়ে না। কবি চাণক্য এখানে বলতে চেয়েছেন যে ঝড় মহীরুহকেই তার প্রতিস্পর্ধী স্বরূপ মনে করে, তাই ঝড়ের তাণ্ডব মহীরুহকেই সব থেকে বেশি সহ্য করতে হয়। আর পথের পাশে পড়ে থাকা এইসব তৃণরাজিকে ঝড় তার প্রতিস্পর্ধী বলে ভাবতেই পারে না। বরং এইসব তৃণরাজির প্রতি সে করুণা এবং মমতা প্রকাশ করে।

পৃথিবীতেও একই ঘটনা ঘটে যায়। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আরেক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেন। কিন্তু সমাজের সব থেকে নিচু স্তরে বসবাসকারী মানুষটিকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না।

বিদ্বানের হি জানাতি বিদ্যার্জন পরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্বীং প্রসববেদনাম্ ।।

বঙ্গাবুনাদঃ বিদার্জনের জন্য যে কী পরিমাণ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়, তা শুধুমাত্র একজন সৎ বিদ্যার্থী অনুভব করতে পারে। যে নারীর সন্তান-সন্ততি হয়নি, সে কখনোই জানতে পারে না যে, কতখানি প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে মা হবার গৌরব অর্জন করা সম্ভব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিদ্যার্জনের জন্য প্রতিমুহূর্তে নানা ধরনের পরিশ্রম করতে হয়। এর জন্য চাই তীব্র একাগ্রতা, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের সমাহার। শুধু তাই নয়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সময়ে পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারি। যে ব্যক্তির সঙ্গে শিক্ষার ন্যূনতম সম্পর্ক নেই, সেই ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যার্জনের গূঢ় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তার কাছে এই বিষয়টি বললেও সে এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না।

দশমাস দশদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার পর প্রবল প্রসব যন্ত্রণার মাধ্যমে তাকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করা হয়। যে নারী মা হয়েছে, সে-ই শুধু এই প্রসব যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারবে। যে নারী সন্তানহীন অর্থাৎ বন্ধ্যা তার পক্ষে এই যন্ত্রণা উপলব্দি করা সম্ভব নয়। কারোর মুখে শুনেও সে এই যন্ত্রণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্বত্রেবং বিচারে তু ভোজনেহপ্যপ্রবর্তিততম ॥

বঙ্গাবুনাদ : বিপদ উপস্থিত হলে এক প্রবীণ বা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সব সময় উপদেশ গ্রহণ করলেও ভোজনকালে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।

বাখ্যামূলক আলোচনা : অভিজ্ঞতা প্রতিমুহূর্তে আমাদের ঋদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ করে তোলে। এই অবিজ্ঞতার ফলেই এক বৃদ্ধের অভিমত তরুণের অভিমতের থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। যে ব্যক্তির বয়স অল্প, সে এখনও পর্যন্ত জীবন সম্পর্কে সেভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। তাকে হয়তো তেমন কোনো কঠিন প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড়াতে হয়নি। আর যে ব্যক্তি জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছেন, তাঁকে জীবনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেক প্রাজ্ঞ এবং পরিণতমনস্ক করে তুলেছে। তাই এমন একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তির কাছেই আমরা উপদেশ সংগ্রহের জন্য যাব। যদি কোনো সমস্যা আমাদের সামনে আসে, তাহলে সেই সমস্যা সমাধানের মন্ত্র তাঁর কাছ থেকে শিখে নেব।

কিন্তু আহার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কখনোই এক প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করব না। কারণ বৃদ্ধদের পরিপাক করার ক্ষমতা কমে যায়। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে সীমিত আহার গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠদের অল্প আহার করার উপদেশ দেন। বৃদ্ধদের সেই উপদেশ শুনলে কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের শারীরিক উন্নতি হবে না। মানসিকভাবেও তারা ভেঙে পড়বে। তাহলে অনেক সুস্বাদু আহার থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হবে।

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধনক্ষয়ে মুর্চ্ছতি জঠরাগ্নিঃ।
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥

বঙ্গাবুনাদ : ক্ষতস্থানেই আঘাত বারবার হয়। ধন নিঃশেষিত হলে ক্ষুধার পরিমাণ বেড়ে যায়। বিপদের সময় অনর্থক শত্রুতা ঘটে যা। ছিদ্রপথে নানা অনর্থ ঘটে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে বাস্তববাদী মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। যখন আমাদের কোনো একটি অঙ্গ আহত হয়, তখন সেই অঙ্গটি আগের মতো সচল ও সক্রিয় থাকতে পারে না। তাই বারবার সেই অঙ্গটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

যখন ধন অর্থাৎ সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়, তখন আমরা আরও যেন বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি। অর্থাৎ মানুষের জীবনে যখন দুঃখ আসে তখন একের পর এক দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা এসে তাকে গ্রাস করার চেষ্টা করে।

সমুদ্রের তটভূমির মতো একটি দুঃখের ঢেউ গমন করার আগেই দ্বিতীয়টি এসে উপস্থিত হয়।

এছাড়া আরও একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। তা হল বিপদের সময় আমরা লোকের সাথে শত্রুতা বৃদ্ধি করে থাকি। কারণ তখন আমাদের মানসিক স্থিতিশীলতা থাকে না। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক বলে মনে হয়।

ছিদ্রপথে নানা অনর্থের প্রবেশ ঘটে। তাই ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করা দরকার, কারণ ছিদ্রপথে যেসব অনর্থ আসে, আমরা সেগুলি সরল উপলব্ধি করতে পারি না।

স্বম্ অর্থম্ যঃ পরিত্যজ্য পরার্থম্ অনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যঃ ব মূঢ়ঃ সঃ উচ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি নিজের কাজ ফেলে রেখে পরের কাজে লিপ্ত হয় সে হল মহামূর্খ। যে বন্ধুর জন্য মিথ্যাচরণ করে, তাকেও আমরা একই পংক্তিভুক্ত করতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বাংলায় একটি সুন্দর প্রবাদবাক্য আছে, তা হল— "ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানো।" অর্থাৎ নিজের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করে অন্যের কাজের সহায়তা করা। বেশির মানুষ এই দলভুক্ত। এইভাবে তারা সস্তায় নাম কিনতে যায়। অনেকে আবার বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। বন্ধুর জন্য মিথ্যাচরণ করে তার কী লাভ হয়? চাণক্যের অভিমত, এই ধরনের মানুষকে আমরা মহামূর্খ বলব। কোনো কোনো সময় আত্মরক্ষার্তে মিথ্যাচার করা যেতে পারে। আমরা হয়তো আংশিকভাবে সেই মিথ্যাচারকে সমর্থন করব, কিন্তু বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য যদি কেউ মিথ্যাচারের আশ্রয়

নেয়, তবে তার এহেন আচরণকে কখনোই সমর্থন করা উচিত নয়। বরং তাকে এহেন আচরণের সম্ভাব্য কার্যকারিতা সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান করা উচিত।

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্‌শুনস্ত্রীণি গর্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥

বঙ্গানুবাদ : সিংহের কাছ থেকে একটি, বকের কাছ থেকে একটি, কুকুরের কাছ থেকে ছটি, গর্দভের কাছ থেকে তিনটি, কাকের কাছ থেকে পাঁচটি এবং মোরগের কাছ থেকে চারট গুণ প্রত্যেক মানুষেরই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য নানাভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীদের কথা তাঁর বিভিন্ন শ্লোকে তুলে ধরেছেন। তখনকার দিনে যে মনুষ্যেতর প্রাণীদেরও উপযুক্ত মর্যাদা ছিল, এই শ্লোকগুলি পাঠ করলে আমরা তা বুঝতে পারি। মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যেগুলি আত্মস্থ করতে পারলে মানব জীবন উন্নত এবং সার্থক হবে। এই শ্লোকে তিনি বেশ কয়েকটি পশু-পাখির কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের কাছ থেকে আমরা কী কী বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, সে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রথমেই তিনি সিংহের কাছ থেকে একটি গুণ অর্জন করার কথা বলেছেন। সিংহ কোন্ বিষয়টির ওপর নরজ দেয়? একটি সিংহ যখন শৃগালের ওপর লাফিয়ে পড়ে, তখন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। আবার যখন সে বাঘের ওপর লাফিয়ে পড়ে তখন একইভাবে তার চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি মেলে ধরে। হরিণ বা বাঘের ক্ষেত্রে সে একইরকম বলবিক্রম প্রকাশ করে। এতেই প্রমাণিত হয়, কাজ ছোটো বা বড়ো, যাই হোক না কেন, সেটি সমাধান কল্পে একইরকম একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা দরকার।

বকের কাছ থেকে আমরা কোন গুণটি গ্রহণ কর? বক সমস্ত্র ইন্দ্রিয়কে সংযত করে লক্ষ্যে অবিচল থাকে। সে একদৃষ্টে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আহার্যের সন্ধানে এভাবেই তার তপস্যা মানুষ যদি স্বীয় কর্মসম্পাদনে বকের মতো একাগ্রনিষ্ঠ হতে পারে, তা হলে সেই কর্মে সফলতা আসবেই।

কুকুরের কাছ থেকে আমরা ছটি গুণ আয়ত্ব করার চেষ্টা করব। কুকুর বহু পরিমাণ আহার করে, কিন্তু আহারের প্রতি তার অতিরিক্ত লোভ বা লালসা দেখা যায় না। অল্পে সন্তুষ্ট হয়। খুব সহজে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘুম সজাগ। সামান্য শব্দে কুকুরের ঘুম ভেঙে যায়। কুকুরের চরিত্রের সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল আনুগত্য এবং প্রভুভক্তি। প্রভুকে কুকুর নিজের প্রাণের থেকে বেশি ভালোবাসে। প্রভুর জন্য প্রাণ দিয়েছে এমন কুকুরের গল্প আমরা জানি। অপরের প্রতি কুকুর বীরত্ব এবং পরাক্রম প্রদর্শন করে। এটিও তার কাছ থেকে শিক্ষনীয় একটি গুণ।

চাণক্য এবার গর্দভের কথা বলেছেন। গর্দভের কাছ থেকে আমরা যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করতে পারি, তার মধ্যে প্রথমেই তার সহনশীলতা এবং অবিশ্রাম ভার বহনের ক্ষমতার কথা বলা উচিত। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গর্দভকে ভারবাহী পশু হিসেবে খাটানো হয়। এজন্য বিন্দুমাত্র ক্লান্তি সে অনুভব করে না। গর্দভ শীত-গ্রীষ্মের আক্রমণ উপেক্ষা করতে পারে। মানুষ যদি দর্গভের কাছ থেকে এই সহ্যগুণকে আত্মস্থ করতে পারে, তাহলে মানুষ যে কোনো পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারবে। আমরা সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলির সাথে নিজেকে মানাতে পারি না। গ্রীষ্মকালের দিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আবার শীতের সময়ে ঘর থেকে বেরোতে চাই না। গর্দভকে দেখে এই বিষয়টি শিক্ষা করা উচিত যে, কীভাবে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। গর্দভকে এত পরিশ্রম করতে হয়, তবু সে সর্বদা সন্তোষ প্রকাশ করে। এটিও তার চরিত্রের একটি অত্যন্ত গ্রহণীয় গুণ।

কাকের কাছ থেকে আমরা পাঁচটি বিষয় শিক্ষা করব। কাক তার লক্ষ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অনেক উঁচু থেকেই সে তার আহার্য বস্তুটি দেখতে পায়, এবং কীভাবে উক্ত বস্তুর কাছে পৌঁছানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে, তারপর ওই বস্তুটিকে চোখের নিমেষে ঠোঁটে তুলে নেয়।

কাকের আচরণ নির্লজ্জ। সে যে সর্বজনসমক্ষে তার এই বিক্রম প্রদর্শন করে, এই জন্য মনে মনে কখনো সে লজ্জিত হয় না। জীবনে অনেক সময় কোনো অপ্রিয় কথা বলতে গেলে বা কোনো বিতর্কমূলক কাজ করতে গেলে এই ধরনের লাজহীনতা প্রয়োজন। বেশিরভাগ মানুষ লজ্জাশীল হওয়াতে অনেক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

কাক সময়ে আহার সংগ্রহ করে; ভবিষ্যতের জন্য বসে থাকে না। এটিও তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি কাক পরিশ্রমের মাধ্যমে খাদ্যান্বেষণ করে। কখনো অসল হয়ে অবস্থান করে না।

কাক সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে। তার আচার-আচরণে সেই সতর্কতার ভাব প্রকাশ পায়।

মোরগের কাছ থেকে আমরা যে চারটি বিদ্যা অর্জন করব, তার মধ্যে প্রথমেই ভোরে ওঠার কথা বলা উচিত। সমস্ত পশু-পাখির মধ্যে মোরগ সবার আগে ওঠে এবং কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে অন্য প্রাণীদের ঘুম ভাঙায়। তার এই নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়জ্ঞান আমাদের অবাক করে দেয়।

যুদ্ধবিদ্যাতেও মোরগ অতন্ত পটু। মাঝে মধ্যেই সে প্রতিপক্ষ মোরগকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বন্ধুদের সাথে ভাগ করে দানা খায়। এই স্বভাবটিও মানুষের আত্মস্থ

করা উচিত। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তাই মোরগের এই স্বভাবটি যদি মানুষ করায়ত্ব করতে পারে, তাহলে তার জীবন আরও আনন্দময় ভাবে অতিবাহিত হবে।

মোরগরা বিপদের সময় মুরগিকে প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করার চেষ্টা করে। নারীর প্রতি তার এই যে আনুগত্য এবং ভালোবাসা, এই গুণটিও মানুষের আত্মস্থ করা উচিত।

স্বচ্ছন্দং বনজাতের শাকেনাপি প্রপূর্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : জঙ্গলে গজিয়ে ওঠা শাকের দ্বারাই যখন স্বচ্ছন্দে উদর পূরণ করা যায়, তখন কেন আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্যায় অসৎ কাজ করব?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রকৃতির রাজ্যে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের অবাক হতে হয়। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে— "জীবন দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।" প্রকৃতির খেয়ালি খেলাঘরে মানুষের আহার্য কত বস্তুর সমাহার। আমরা একটু কায়িক পরিশ্রম করলে তা সংগ্রহ করতে পারি এবং তার দ্বারা উদর পূর্তি করতে পারি। তাহলে কেন আমরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিন্দাই কাজে অংশ নেব? আমরা কেন চুরি ডাকাতি করে পেট ভরাব? তার চেয়ে সহজ সরল জীবনযাত্রাই তো বরণীয়।

সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥

বঙ্গানুবাদ : আগত সুখকে যেভাবে গ্রহণ করা উচিত, আগত দুঃখকেও সেইরকম একইভাবে চিত্তে গ্রহণ করা উচিত। সুখ ও দুঃখ রথের চাকার মতো পরিবর্তিত হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সুখ ও দুঃখকে আমরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলতে পারি। অনেকে আবার সুখ-দুঃখের আবর্তনের সাথে রথের চাকার আবর্তনের তুলনা করেছেন। চলমান রথে দিকে তাকালে আমরা এই উপমাটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারব। রথের চাকার একটি অংশ ওপরের দিকে থাকে, ক্ষণমধ্যে সেই অংশটি নিচের দিকে চলে আসে। মানুষের জীবনেও কখনো উত্থান, আবার কখনো পতন ঘটে। সুখ-দুঃখ এইভাবে জীবনে পরিবর্তিত হয়। কেউই ধারাবাহিকভাবে সুখ বা দুঃখ ভোগ করেন না। 'After clouds cames fair weather' নামে ইংরেজিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে। মেঘাচ্ছন্ন দিনের পর রৌদ্রোকরোজ্জ্বল প্রভাতের জন্ম হয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমনভাবে দশা পরিবর্তিত হয়। তাই আমাদের উচিত সুখ ও দুঃখকে একইরকমভাবে গ্রহণ করা। যখন আমরা সফলতা অর্জন করব, তখন সেই সাফল্য যেন আমাদের অহঙ্কারী করে না তোলে। আবার যখন বিফলতা আসবে,

আমরা যেন শান্ত মনে সেই বিফলতাকে গ্রহণ করতে পারি। সুখে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা এবং দুঃখে ম্রিয়মান থাকা কখনো উচিত নয়।

স্বয়ং কর্ম করোত্যাত্মা
স্বয়ং তৎফলমন্নুতে
স্বয়ং ভ্রমতি সংসারে
স্বয়ং তস্মাদ্বিমুচ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : আত্মা নিজেই কর্ম করে, নিজেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে। নিজের কর্মফলস্বরূপ পৃথিবীতে বারবার আসা যাওয়া করে। সুকৃতি এবং পুণ্যের দ্বারা আমরা পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পেতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে জন্মান্তরবাদের একটি দার্শনিক অভিব্যক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই শ্লোকে জন্মান্তরবাদ বর্ণিত হয়েছে। আমরা জানি আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষের দেহের মৃত্যু হয়, আত্মা কিন্তু চিরজাগ্রত থাকে। আমরা পৃথিবীতে থাকাকালীন যে কাজ করছি, সেই কাজের ফলস্বরূপ আবার মনুষ্য জন্মগ্রহণ করতে হয়। এইভাবে আত্মা বারবার মর্তলোকে ফিরে আসে। তবে চরম সুকৃতির দ্বারা মানুষ মহানির্বাণ লাভ করতে পারে। তখন তাকে আর জন্মান্তরের বৃত্তে প্রবেশ করতে হয় না।

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণং।
ভার্যা ভর্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্।।

বঙ্গানুবাদ : যে কৃষকের গৃহ সর্বদা শস্যে পরিপূর্ণ, যে মানুষের রোগজ্বালা নেই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনো অসুখের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, যে স্ত্রী স্বামীর অনুরক্তা, তার গৃহে কখনো কোনো অশান্তি থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : একজন কৃষকের কৃষিকাজের উদ্দেশ্য কী? তিনি এমন পরিমাণ শস্য উৎপাদন করবেন, যার দ্বারা তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন হবে এবং অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রি করে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে পারবেন। যদি কৃষকের দুঃখ-কষ্টের দ্বারা অর্জিত ফসলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে কৃষকের মনে অনুশোচনা বা দুঃখ হয় না। কারণ তিনি আর্থিক দিক থেকে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

যে মানুষের জীবনে রোগের জ্বালা নেই, যিনি নীরোগ জীবন লাভ করেন, তিনি নিজেকে সুখীতম মানুষের ভাবতে পারেন। তাঁর সুখের কোনো শেষ নেই।

যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর প্রতি অপরিমাপ্য আনুগত্য এবং পতিব্রাত প্রকাশ করে, তাহলে স্বামী তাঁর জীবনের প্রতিটি রাতকেই উৎসবমুখর বলে মনে করবেন। সেই গৃহে কোনরকম অশান্তি থাকে না।

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিননুরক্তাঃ সুহৃদগণাঃ।
গায়ন্তি যদ্‌যশো লোকাস্তের লোকত্রয়ং জিতম্‌।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁর আচরণে মাতা-পিতা সন্তুষ্ট, তিনি ত্রিভুবন জয় করেছেন। সুহৃদ অর্থাৎ বন্ধুরা যাঁর অনুরক্ত, তিনি পৃথিবীর সুখীতম মানুষ। জনগণ যার যশগান করেন, তিনি কৃতবিদ্য পুরুষ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের মধ্যে কোন কোন গুণ থাকলে সেই মানুষকে আমরা সার্থকনামা বলব? যাঁর কার্যধারা দেখে পিতামাতা সন্তোষ বোধ করেছেন, তিনি একজন বিশিষ্ট পুরুষ। কারণ পিতামাতা সহসা সন্তানের কর্মপদ্ধতির প্রতি সন্তুষ্টি বা অনুরাগ প্রকাশ করেন না।

বন্ধুবান্ধব যাঁকে প্রাণের থেকে প্রিয় বলে ভাবেন, তিনি তাঁর পৌরুষ লাভ করেছেন বলা যায়। জনগণ যাঁর যশের কথা কীর্তন করেন, সেই মানুষটিকেই আমরা প্রণম্য এবং নমস্য বলে মনে করব।

দৃষ্টিপুতং ন্যসেৎ পাদং
বস্ত্রপুতং জলং পিবেৎ।
সত্যপুতং বদেদ্‌ বাক্যং
মনঃপুতং সমাচরেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : পথে ভালোভাবে দেখে পা ফেলা উচিত। বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা ছেঁকে জল পান করা উচিত। সদাসর্বদা সত্য বাক্য বলা উচিত। মন যা চাইবে তেমন কাজ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রথম পর্বটি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি বিখ্যাত ইংরাজি প্রবাদের আশ্রয় নেব। ইংরাজিতে বলা হয়েছে 'Look before your leap' অর্থাৎ লাফিয়ে পড়ার আগে ভালোভাবে চারপাশে পর্যবেক্ষণ করো। সামনে যে কোনো বাধা থাকতে পারে, চোখ খুলে পথ না চললে বিবরের মধ্যে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই চারপাশ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করেই পা ফেলা উচিত।

জল পান করার আগে তাকে বিশুদ্ধ করা দরকার। বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন কণা জলে পতিত হয়। পবিত্র বস্ত্র খণ্ডে ছেঁকে জল পান করা উচিত। তাহলে আর পানীয় জলের দূষণজনিত রোগের ভয় থাকে না।

সদাসর্বদা সত্য বাক্য বলা উচিত। কারণ সত্য বাক্য মনে এক ধরনের সাহসের জন্ম দেয়। হয়তো কোনো কোনো সময় সত্য বাক্য শুনতে কটু লাগে, কিন্তু এই সত্য বাক্যের একটি আলাদা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

মন যা চাইবে এমন কাজে সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়োগ করা উচিত। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ। কিন্তু এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না। তাই কাজের প্রতি

এক ধরনের ভয়ের জন্ম হয়। শুধু তাই নয়, অনিচ্ছুক চিত্তে কাজ করলে সেই কাজে একশো শতাংশ উৎকর্ষতা পাওয়া যায় না।

দুর্জনেন সমং বৈরং প্রীতিশ্চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ কৃষ্ণায়তে করম্।।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্ব কোনো কিছু করা উচিত নয়। তাকে পরিহার করে চলাই মঙ্গল। কয়লা গরম হলে হাত পুড়িয়ে দেয়। আর ঠাণ্ডা হলে হাতের বর্ণ কালো করে দেয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা অসৎ ব্যক্তির সাথে কখনোই সম্পর্ক রাখব না। তার সাথে বন্ধুত্ব করলে সে নানাভাবে আমাদের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করবে। আর যদি তার সাথে বৈরীভাবাপন্ন আচরণ করা হয়, তাহলে সে শত্রুতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে। তাই তার প্রতি নিস্পৃহ আচরণ করাই উচিত। চাণক্য এখানে কয়লার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। গরম কয়লায় হাত দিলে তৎক্ষণাৎ হাত পুড়ে যাবে। আবার ঠা-া কয়লায় হাত দিলে তার থেকে যে ভুসি কালি বেরোবে তা হাতের রং কালো করে দেবে। তাই কয়লাকে পরিহার করে চলাই উচিত।

দহ্যমানাঃ সুতীব্রেণ নীচাঃ
পরযশোঽগ্নিনা।
অশক্তাস্তৎ পদং গন্তুং
ততো নিন্দাং প্রকুর্বতে ॥

বঙ্গানুবাদ : অধার্মিক ব্যক্তিরা অপরের যশগান শুনতে পারে না। এই যশগুণ শুনলে তাদের মধ্যে একধরনের হিংসার উদ্রেক হয়। তারা সেই যশ লাভ করতে সক্ষম হয় না। তা ওই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিন্দা করতে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে যারা কোনো কাজ করে না, যারা বিলাসের মধ্যে দিন কাটায়, তারা কাজের মাধুর্য বুঝবে কেমন করে? একজন ব্যক্তি কত ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, নির্গুণ ব্যক্তির পক্ষে তা উপলব্ধি করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তাই নির্গুণ ব্যক্তি ওই যশস্বী ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করতে থাকে। অকারণে তার নিন্দা করে এবং তার চরিত্র হনন করার চেষ্টা করে।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়!
মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং
নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : হে কুন্তীনন্দন, দরিদ্রদের ভরণপোষণ করো। ধনীকে অতিরিক্ত ধন দিয়ে কী লাভ? রোগীকে ঔষধ এবং পথ্য দিতে হয়। যে ব্যক্তির রোগ হয়নি তার কাছে ঔষধের কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত থেকে একটি আখ্যায়িকা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের উচিত পাত্রে দান করা। যে মানুষ দরিদ্র, যে দু' বেলা দু' মুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারে না, তার কাছেই উপযুক্ত অন্ন ও বস্ত্র পৌঁছে দেওয়া উচিত। সাধারণত আমরা কিন্তু তা করি না। আমরা ধনবান ব্যক্তিকেই ধন দান করি। এইভাবে নিজে কৃতার্থ হবার চেষ্টা করি।

যে ব্যক্তি অসুস্থ তার রোগ উপশমের জন্য ঔষধ এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন। যার অসুখ হয়নি, যে নীরোগ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সে ওষুধ নিয়ে কী করবে?

দেশে গঙ্গান্তিকঃ শ্রেষ্ঠঃ
দুলেষু তুলসীদলম্।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ
শ্রেষ্ঠ গুরুর্মাতা গুরুস্বপি ॥

বঙ্গানুবাদ : দেশের নদীর মধ্যে গঙ্গা সবার সেরা, পত্রসমূহের মধ্যে তুলসীপত্রই শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং গুরুর মধ্যে মা হলেন শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : ভারতবর্ষ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদের মধ্যে গঙ্গাকে ভারতের জাতীয় নদী বলা হয়েছে। ভৌগোলিকরা বলে থাকেন যে, গঙ্গা না থাকলে উত্তর ভারতের ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ একেবারে অন্যরকম হত। এখন যে উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থান শস্য শ্যামল, তা হতে পারত না। শুধু তাই নয়, গঙ্গার অবর্তমানে ভারতের সামগ্রিক চিত্রটি হত একেবারে অন্যরকম। ভারতের সভ্যতা গঙ্গার তীরেই বারবার বর্ধিত হয়েছে। গঙ্গাকে আমরা স্বর্গ থেকে জাত এক নদী বলে মনে করি। গঙ্গাস্নান করলে সব পাপ হরণ হয়, এমন চিন্তা এবং উপলব্ধি আছে আমাদের মনের মধ্যে। তাই চাণ্যক ঠিকই বলেছেন যে, ভারতের সকল নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ।

তুলসী পাতাকে হিন্দুরা অত্যন্ত পবিত্র পাতার স্থান দিয়েছে। তুলসী পত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কৃষ্ণ তুলসীপত্রে সন্তুষ্ট হন। চাণক্যের অভিমত সমস্ত পাতার মধ্যে তুলসী শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

প্রাচীনকালে পেশার ভিত্তিতে মানব সমাজকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। চাণক্যের অভিমত, এদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ব্রাহ্মণরা পূজা এবং যজ্ঞ করার অধিকারী। তাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ব্রাহ্মনরা মানুষ ও দেবতার মধ্যে সেতুবন্ধন করেন।

আমাদের যত গুরু আছেন, চাণক্য তাঁদের মধ্যে গর্ভধারিণী জননীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন। মা হলেন এমন এক গুরু যিনি সারাজীবন ধরে সন্তানের সেবা করে যান। তাই মাকে সদাসর্বদা শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করা উচিত।

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষু নাস্তি
সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগাসমং দুঃখং নাস্তি
ত্যাগসমং সুখম্।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যার তুল্য অন্য কোনো চক্ষু আর নেই। সত্যের তুল্য তপস্যা জানা নেই। বিষয়াশক্তির তুল্য দুঃখ নেই। আর ত্যাগের তুল্য সুখ নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিদ্যাকে অন্য চক্ষু দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যা হল মানুষের সবথেকে বড়ো অহঙ্কার। বিদ্বান ব্যক্তি কখনো দরিদ্রতার কশাঘাতে জর্জরিত হন না। স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি একইরকম অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার লাভ করেন। শুধু তাই নয়, যে কোনো স্থানে গিয়ে তিনি বিদ্যার বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে পারেন।

সত্যের তুল্য অন্য কোনো তপস্যা ত্রিভুবনে দেখা যায় না। সত্য পথে থাকা, সত্য বাক্য উচ্চারণ করা এবং সত্য সাধনা করাই হল মানুষের জীবনের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য।

আমরা বিষয়ের প্রতি অকারণে আসক্তি প্রকাশ করি। এই জাতীয় আসক্তি আমাদের মনে দুঃখের জন্ম দেয়। কারণ এই আসক্তির কোনো শেষ নেই। আমরা পৃথিবীতে সর্বস্ব দখল করেও নিজেকে অসুখী বলে ভাবি। তাই কবির অভিমত অবিলম্বে বিষয়াসক্তি থেকে মন বিচ্ছিন্ন করতে।

ত্যাগ করলে মনের ভেতর যে আনন্দ হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যুগে যুগে মানুষ সাধ্যমতো ত্যাগ করে জীবনকে আরও সুন্দররূপে গড়ে তুরেছেন।

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং
কুর্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরত জ্যোৎস্নাং
চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি।।

বঙ্গানুবাদ : সজ্জনরা গৃহহীন প্রাণীদেরও দয়া করে থাকেন। চণ্ডালের গৃহ থেকেও চন্দ্র তার কিরণ সরিয়ে নেয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে সমস্ত ব্যক্তি সত্যিকারের সজ্জন, তাঁরা ধনী এবং দরিদ্রদের মধ্যে কোনো প্রভেদ করেন না। তাঁদের চোখে সব মানুষই একই আসনে আসীন। তাঁরা সাম্যবাদের সমর্থক। আকাশে যে চন্দ্র ওঠে, তার কিরণ কি দরিদ্রতম

ব্যক্তি কুটির প্রাঙ্গন আলোকিত করে না? চন্দ্র কি জ্যোৎস্না দানের সময় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করে? এখানে চাণক্য চন্দ্রের ভূমিকার সঙ্গে এক সজ্জন ব্যক্তির ভূমিকার তুলনা করেছেন।

নাস্তি কাসমসো ব্যাধি নাস্তি
মোহসমো রিপুঃ।
নাস্তি কোপসমো বহ্নি নাস্তি
জ্ঞানাৎ পরং সুখম্।।

বঙ্গানুবাদ : বিষয়াসক্তির মতো আর কোনো অন্য ব্যাধি নেই। আসক্তি আমাদের সর্ব ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে। মোহের তুল্য শত্রু নেই। ক্রোধকে আমরা আগুনের সমতুল্য বলতে পারি। জ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ সুখ আর কিছু নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিষয়াসক্তি হল এক মারাত্মক ব্যাধি। আমরা কোনোভাবেই সেই আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি না। এই আসক্তির কারণে আমরা আরও লোভী হয়ে উঠি। ঈশ্বর থেকে মন সরিয়ে নিই। জাগতিক বিষয়ের মধ্যে থাকতে ভালোবাসি।

মোহ হল এমন এক শত্রু, যাকে সহজে ত্যাগ কিংবা বশ করা সম্ভব নয়। মোহ গ্রস্ত হয়ে আমরা এমন অনেক কাজ করে থাকি, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তাই চাণক্যের অভিমত মোহকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে না পারলে আমরা জীবনে সফল হব না।

চাণক্য ক্রোধকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আগুন শিখা যেমন অতি দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধ্বংস ডেকে আনে, সেই ভাবে রাগও মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে হত্যা করে এবং মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। তাই রাগকে সঙ্গে সঙ্গে প্রশমন করা দরকার।

জ্ঞান হল সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। জ্ঞান অর্জিত হলে আমরাও আত্মসুখে মত্ত এবং মগ্ন হয়ে যাই। জ্ঞানের তুল্য অন্য কোনো সুখ আর জানা নেই।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষোহর্থান্ সমশ্নুতে ॥

বঙ্গানুবাদ : পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, গৃহাঙ্গন নয়, গৃহিণীই হল গৃহ। কারণ পুরুষ তারই সঙ্গে বসবাস করে সকল পুরুষত্ব উপভোগ করে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই জগতে অনেক সুন্দর এবং বিরাট প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায়। সেই প্রাসাদে যদি গৃহলক্ষ্মী স্বরূপ স্ত্রী না থাকে তাহলে সেই প্রসাদা বিষবৎ হয়। সেখানে প্রবেশ করে মনে শান্তি থাকে না। এমন বাসস্থান তাকার কী

দরকার? আবার যদি বাসস্থানটি ছোটো হয়, এবং সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণী মনের মতো হয়, তাহলে সেই বাসস্থানটিকে এক টুকরো স্বর্গ বলে মনে হয়। একজন পুরুষের জীবনের সকল সার্থকতা তার সহধর্মিণীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই সহধর্মিনী নির্বাচনের সময় চারিদিকে কঠিন কঠোর দৃষ্টি রাখা দরকার। দেখতে হবে সেই কন্যাটি যেন পুরুষের সত্যিকারের সহধর্মিণী হয়ে ওঠে।

নানার্থকং সান্ত্বয়তি প্রতিজ্ঞায় দদাতি চ।
রন্ধ্রং পরস্য জানাতি যঃ সঃ মধ্যম পুরুষ ॥

বঙ্গানুবাদ : যিনি অপরকে অনর্থক সান্তনা দেন না, তাঁকেই আমরা মধ্যম পুরুষ বলে থাকি। যিনি অন্যের দোষত্রুটি জানেন, কিন্তু কোথাও প্রকাশ করেন না, তিনি মধ্যম পুরুষ। যিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেন, তাঁকেই মধ্যম পুরুষ বলা হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই জগতে তিনি ধরনের পুরুষ দেখা যায়। উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং অধম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। সকলে ইচ্ছা করলেই উত্তম পুরুষ হতে পারবেন না। কিন্তু মধ্যম পুরুষ হওয়া খুব একটা শক্ত নয়। চাণক্য এখানে মধ্যম পুরুষের কয়েকটি অতি আবশ্যক গুণের কথা বলেছেন।

যিনি মধ্যম পুরুষ হবেন, তিনি কাউকে অনর্থক সান্ত্বনা দেবেন না, কারণ তিনি জানেন সান্ত্বনা দিলে হয়তো সাময়িক উপশম হয়, কিন্তু কোনো সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হয় না। বরং সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করে শ্রোতার মনে এক ধরনের অলীক কল্পনার জন্ম হয়। যখন বাস্তব এবং কল্পনা মেলে না, তখন সে আরও বেশি ভেঙে পড়ে। তারই একজন মেধাসম্পন্ন মানুষের উচিত আসল পরিস্থিতির কথা শ্রোতার কাছে বুঝিয়ে বলা। যাতে আগে থেকেই শ্রোতা তার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

মধ্যম মেধাসম্পন্ন মানুষ অন্যের দোষত্রুটির কথা জানেন, কিন্তু তিনি তা সর্বজনসমক্ষে কখনো প্রকাশ করেন না। এটি হল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পৃথিবীতে সকল মানুষকে কিছু নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। মধ্য মেধাসম্পন্ন মানুষ তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদনে যত্নবান হন। এই ভাবে চাণক্য কয়েকটি গুণ নির্দেশ করে বলেছেন, ইচ্ছা করলে আমরা মধ্যম মেধাসম্পন্ন মানুষ হতে পারি।

ন শ্রদ্ধদাতি কল্যাণম্
পরেভ্যঃ অপি আত্মশঙ্কিতঃ।
নিরাকরোতি মিত্রাণি যঃ বৈ
সঃ অধমপুরুষঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : যার হিতকর কাজে কোনো শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা নেই, যে পরের কাছ থেকে সর্বদাই শঙ্কিত থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি মুহূর্তে হতাশ করে সে হল অধম পুরুষ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এর আগে আমরা তিন ধরনের পুরুষের কথা বলেছি—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। কবি এখানে অধম পুরুষের চরিত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। অধম পুরুষেরা কোনো ভালো কাজে মন দিতে পারে না। হিতকর কাজের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা, উদ্যোগ বা ইচ্ছা নেই। পরের কাছ থেকে সর্বদাই শঙ্কিত হয়ে অবস্থান করে। যেহেতু তারা তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাই ভাবে, যে কোনো মুহূর্তে বুঝি তাকে ভৎসিত হতে হবে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে সে মেশে, কিন্তু তার চারিত্রিক আর্কষণে বন্ধুবান্ধবদের উদ্দীপ্ত করতে পারে না।

এমন মানুষকে সর্বদা পরিত্যাগ করতে হয়। এরা সমাজের কলঙ্কস্বরূপ বিরাজ করে।

ন হৃষ্যতি আত্মসম্মানে নাবমানে চ তপ্যতে।
গাঙ্গঃহ্রদঃ ইবাক্ষোভ্যো যঃ সঃ পন্ডিতঃ উচ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : যিনি আত্মসম্মানে অতিরিক্ত উল্লাসিত হন না বা অপমানের ব্যথা অনুভব করেন না, গঙ্গা এবং হ্রদের জলের পার্থক্য করেন না, তাঁকেই বলা হয় পন্ডিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পান্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য কী? কী কী গুণ থাকলে তবেই আমরা একজন মানুষকে পন্ডিত হিসেবে সম্বোধন করব?

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মহামতি চাণক্য মন্তব্য করেছেন যে, সত্যিকারের পণ্ডিত বিষাদ এবং উল্লাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নিরূপণ করেন না। তিনি জানেন এই জগৎ চাকার মতো পরিবর্তিত। আজ যাকে সৌভাগ্যের উচ্চস্থানে আসীন দেখা যাচ্ছে, আগামীকাল তার স্থান হবে একেবারে নিম্নভূমিতে। কাজেই অতিরিক্ত আনন্দ বা বেশি দুঃখ প্রকাশ করা কখনোই উচিত নয়। আমাদের উচিত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিশৃশ্যমান পৃথিবীর সবকিছুকে প্রত্যক্ষ করা। বেশির ভাগ মানুষ কিন্তু এই ধরনের নির্মোহ মনের অধিকারী হতে পারে না। মানুষ সাধারণত আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। অল্প সুখে সে উল্লাস প্রকাশ করে এবং সামান্য শোকে কাতর হয়। এমনটি হওয়া কখনোই উচিত নয়।

পন্ডিত ব্যক্তিরা অপমাণে ব্যথা পেলেও ভেঙে পড়েন না। কর্তব্য-কর্ম থেকে বিরত থাকেন না। তাঁরা সুখে-দুঃখে সমান অনুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

এক পন্ডিত ব্যক্তি গঙ্গা এবং হ্রদের জলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। গঙ্গাজলে স্নান করে তিনি যে বেশি আনন্দ প্রকাশ করেন, তা নয়। তাঁর কাছে পৃথিবীর

সমস্ত জলের উৎস একইরকম। এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি দেখা যায় না।

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি সন্তি
রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ
ধনা গমঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : রাজা বিজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ করলে যশ, স্বর্গলাভ এবং বিপুল ধন এই তিনটি বিষয় পেয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : রাজা কাদের ওপর নির্ভর করে রাজকার্য পরিচালনা করেন? তিনি অমাত্য এবং অধিকারিকদের ওপর নির্ভর করে তাঁর অধিকৃত সুবিশাল ভূমিখন্ড শাসন করেন। তাঁর একার পক্ষে এই জাতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলিতে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাজার উচিত, অমাত্য এবং অধিকারিকদের নির্বাচন করার সময় তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজের জন্য নিযুক্ত না করলে সে তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে। তার ফলে রাজার বদনাম হবে এবং রাজা এক দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। তখন প্রজাবৃন্দের মনে দেখা দেবে অসন্তোষ। শেষ পর্যন্ত যা বিদ্রোহে পরিণত হতে পারে।

আর যদি রাজা সত্যিকারের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেন, তাহলে তিনি প্রচুর যশ লাভ করবেন। তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি না থাকায় তিনি হয়তো মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ লাভ করতে পারেন। শুধু তাই নয়, এইসব অধিকারিকবৃন্দের সহযোগিতায় তিনি যথেষ্ট পরিমাণে কর আদায় করতে পারবেন এবং এর ফলে তাঁর প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ হবে। তাই রাজার উচিত সব সময় নির্দিষ্ট বিচার-বিবেচনা সহকারে অধিকারিক ও অমাত্যবৃন্দকে নিযুক্ত করা।

সর্পং ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ
সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ।
কেন নিবার্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : সর্প ক্রুর প্রকৃতির হয়। খল অর্থাৎ দুর্জন ব্যক্তিও সাপের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সর্প অপেক্ষা দুর্জন ব্যক্তি আরও ভয়াবহ। কারণ সর্পকে মন্ত্র এবং ঔষধির দ্বারা বশ করা যায়, কিন্তু দুর্জন বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে কোনো কিছু দ্বারা বশীভূত করা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই শ্লোকটির ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করলে সে সময়কার পারিপার্শ্বিকতার ওপর নজর দিতে হবে। মহামতি চাণক্যের সময় চিকিৎশাস্ত্র এত উন্নত ছিল না। তখন সর্পদংশন করলে তার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ছিল না। ওঝারা মন্ত্র প্রয়োগ করে এবং গাছ-গাছড়ার শিকড়ের সাহায্যে বিষ নামানোর চেষ্টা করত। এমনকী, মন্ত্র এবং ওষধি গুণে সর্প পর্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়ত।

মহামতি চাণক্য মন্তব্য করেছেন যে, সর্পকে আমরা সর্বদা দূর রাখব। সর্প দংশনে ভীত হব। কিন্তু সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর হল দুর্জন ব্যক্তি। কারণ সাপকে আমরা নানাভাবে বশীভূত করতে পারি। সর্প দংশিত ব্যক্তির সুচিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু কোনোভাবেই এক দুর্বৃত্তের মনে পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। সে সর্বদা ছিদ্র খুঁজে বেড়ায় এবং অপরের অনিষ্ট করে। তাই দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে পরিহার এবং পরিত্যাগ করাই পরম কর্তব্য।

স্বর্গেস্থিতানামিহ জীবলোকে
চত্বারি চিহ্নানি বসন্তি দেহে।
দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী
দেবার্চনং ব্রাহ্মণর্পণঞ্চ ॥

বঙ্গানুবাদ : এই মর্তলোকবাসী মানুষের দেহে স্বর্গবাসী দেবতাদের চারটি লক্ষণ দেখা যায়। মানুষ দানে আসক্তি প্রয়োগ করে, মধুর ভাষা বলে, দেব পূজা করে এবং ব্রাহ্মণের সেবা করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে সমস্ত মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে তারা দোষে গুণে মণ্ডিত। মানুষের সবটুকু ভালো বা সবটুকু খারাপ হতে পারে না। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে চারটি দেবত্ব চিহ্ন দেখা যায়। মানুষ সাধারণত দান করতে ভালোবাসে। অনেক সময় সে দানের মাধ্যমে নিজেকে জাহির করে। অন্যের সাথে কথা বলার সময় মধুর বাক্য পরিবেশন করে। মানুষ নিয়ম করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে এবং দেবপূজায় অংশ নেয়। এছাড়া মানুষ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণের সেবা করে।

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তিরেব চ।
ন চ তদ্ধনলাভার্থং যেয়াং চেতশ্চ ধাবিতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ : অমৃতকে আমরা সন্তোষের সাথে তুলনা করতে পারি। এই সন্তুষ্টি রূপ অমৃত পানে যারা তৃপ্ত হয়, তারা জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করে। আর যারা ধন লাভের জন্য অন্ধের মতো ছুটে যায়, তারা শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ অমৃতের পুত্র, কিন্তু জীবনে চলার পথে আমরা এই সরল সত্যটি প্রায়ই ভুলে যাই। আমাদের উচিত অমৃতের পানে ছুটে পাওয়া, তাহলে আমরা সুখ-শান্তি লাভ করব, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর আমরা যদি শুধু জাগতিক সুখের সন্ধানে ছুটে যাই, তাহলে আমাদের জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হবে।

সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্।
সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি
বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।।

বঙ্গানুবাদ : যে সুখ চায়, তাকে বিদ্যা ত্যাগ করতে হবে, বিদ্যার প্রতি অপরিমাপ্য আর্কষণ থাকলে সুখ ত্যাগ করতে হবে। যে সুখ চায়, তার বিদ্যার্জন হবে কী ভাবে? আর বিদ্যা থাকলে মনে সুখ থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য একটি সুন্দর দ্বৈতবোধক শ্লোক ব্যবহার করে বিদ্যা এবং সুখের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। যদি আমরা জাগতিক সুখের সন্ধানে ছুটে যাই, তাহলে বিদ্যার প্রতি আগ্রহ থাকবে না, কারণ বিদ্যানুরাগ আমাদের কষ্টসহিষ্ণু করে তোলে, যেহেতু বিদ্যার্জনের কোনো বয়স নেই এবং বিদ্যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তাই বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের সর্বদা অসন্তোষের মধ্যে থাকতে হয়। তিনি কখনো সন্তোষের পথে পরিভ্রমণ করতে পারেন না। আর যদি কোনো মানুষ সুখের সন্ধানে মত্ত থাকে, তাহলে সে বিদ্যার প্রতি বিন্দুমাত্র আর্কষণ বোধ করবে না। অর্থাৎ বিদ্যা এবং সুখকে আমরা পারস্পরিক পরিপন্থী বলতে পারি।

পন্ডিতেষু গুণাঃ সর্বে মূর্খে
দোষা হি কেবলম্।
তস্মান মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞঃ
একো বিশিষ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : পন্ডিত ব্যক্তিদের সবই গুণ আর মূর্কদের সবই দোষ। হাজার হাজার মূর্খ অপেক্ষা একজন পন্ডিত ব্যক্তি অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মূর্খ এবং পন্ডিতের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, জগৎ-সংসারের অসংখ্য মূর্খ ব্যক্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের উপস্থিতি দ্বারা কারোকে প্রভাবিত করতে পারে না। আর যদি আমাদের সমাজ বা সংসারের মধ্যে একজন পন্ডিত ব্যক্তি থাকেন, তিনি তাহলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর মাধ্যমে অনেক লোককে প্রভাবিত করেন এবং তিনি সমস্র সূর্যের আলোকশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠেন। তাই আমাদের উচিত জ্ঞান এবং বিদ্যার্জন করা, যাতে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা পেতে পারি।

পরোক্ষে কার্যহন্তারং
প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং
বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : পশ্চাতে কার্যের বিঘ্ন উৎপাদনকারী, সামনে প্রিয়ভাষী বন্ধু যার মুখে মধু, অন্তরে গরল, এমন বন্ধুকে বিষপূর্ণ কুম্ভের মতো ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে শত্রুরা অনেক সময় বন্ধুর ছদ্মবেশে আমাদের পাশে উপস্থিত হয়। তারা মুখে ভালোভালো কথা বলে কিন্তু আমাদের ক্ষতি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তার কাজই হল আমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ভুলবশত আমরা এই জাতীয় ছদ্মবেশী মানুষদের পরম সুহৃদ হিসেবে গ্রহণ করি এবং এর ফলে নানা ধরনের অসুবিধার সামনে দাঁড়াই। আমাদের উচিত তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং তাকে পরিত্যাগ করা। আমরা এমন মানুষকে কখনোই বিশ্বাস করব না, যে আমাদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছে এবং আমাদের নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছে। এমন মানুষের সঙ্গ আমাদের নানাভাবে বিরক্ত ও বিষণ্ন করবে।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরি পীড়নায়
খলস্য সাধো বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

বঙ্গানুবাদ : খল ব্যক্তির বিদ্যা বিবাদের জন্য হয়। সে ধন অর্জন করে অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য, শক্তি অর্জন করেন অপরকে পীড়ন করার জন্য। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিরা এর বিপরীত আচরণ করেন। তাঁরা বিদ্যার্জন করেন জ্ঞানের জন্য। ধন অর্জন করেন দানের জন্য এবং শক্তি অর্জন করেন অপরকে রক্ষার জন্য।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। সজ্জন ও দুর্জন মানুষ।

যে সমস্ত মানুষ দুর্জন, তাঁরা বিদ্যার্জন করেন কেন? তাঁরা বিদ্যার্জন করেন এই কারণে যে, ওই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সংসারে নানা ধরনের বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করবেন। মানুষে মানুষে অকারণে বিভেদ-বিভাজন রেখা টেনে দেবেন। তাঁরা ধন আহরণ করেন নিজের অহঙ্কার প্রকাশের জন্য। ধনী ব্যক্তিরা সাধারণত একটু বেশি প্রশংসা এবং সম্মান পেয়ে থাকেন, তাই তাঁরা ধন অর্জন করেন এবং সঞ্চয় করেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। তাঁদের শক্তি সঞ্চিত হয় দুর্বলকে অত্যাচার করার জন্য। সবল হয়ে তাঁরা দুর্বলের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

আর সজ্জন ব্যক্তিদের অবস্থান কী? চাণক্য বলেছেন, সজ্জন ব্যক্তিরা এর বিপরীত স্থানে অবস্থান করেন। তাঁরা বিদ্যার্জন করেন এই বিদ্যালব্ধ জ্ঞানকে সকলের মধ্যে বিতরণ করার জন্য। তাঁরা ধন অর্জন করেন তা দান করার জন্য। তাঁরা শক্তি সঞ্চয় করেন দুর্বলকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

যাবৎ কণ্ঠগাতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা কলস্য কুটিলা গতিঃ॥

বঙ্গানুবাদ : যতক্ষণ না প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় হয়, ততক্ষণ চিকিৎসা করানো উচিত। কারণ বলা যায় না, কালচক্রে কখন কী ঘটতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একটি ইতিবাচক দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মানুষ অসুস্থ হলে আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই। অসুখ যদি মারাত্মক আকার ধারণ করে তার জন্য দক্ষ চিকিৎসকের দরকার এবং উপযুক্ত ওষধি প্রয়োগ করতে হবে। চাণক্য বলেছেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, অর্থাৎ আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব। যদি শেষ পর্যন্ত দেখি যে, রোগীকে বাঁচানো আর সম্ভব নয়, তখন লড়াই থেকে ক্ষান্ত হব। তার আগে কোনোমতেই এতটুকু শৈথিল্য করা উচিত নয়। এইভাবে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি চিরন্তন সত্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্তাংশরীরে কুশলং তব।
কুতঃ কুশলমস্মাকমায়ুর্যাতিদিনে দিনে ॥

বঙ্গানুবাদ : লোকে আমাদের শারীরিক শুভসূচক কুশল জিজ্ঞাসা করে। আমরাও ইতিবাচক ঘাড় নাড়ি। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের শরীর কুশল? প্রতিমুহূর্তে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে বিজ্ঞানসম্মত একটি সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কারো সাথে দেখা হলে আমরা তার শারীরিক কুশল সম্পর্কে জানতে চাই। সেও হাসিমুখে নিজের কুশলের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি এই পৃথিবীতে কোনো মানুষই ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না। কারণ প্রতি মুহূর্তে তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাই তার শারীরিক কুশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই। মৃত্যুর এই অনতিক্রমনীয় আক্রমণ থেকে কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রশ্নকর্তা এবং যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তারা একইভাবে দিনে দিনে বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তার জীবনদীপ নিভে যাবে।

বন্ধনায় বিষয়াসঙ্গঃ মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।।

বঙ্গানুবাদ : বিষয়ের প্রতি আসক্তি হল বন্ধনের সেতু। যখন আমাদের মনে বিষয়ের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তখন সেই মন মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মনই হল বন্ধন বা মুক্তির কারণ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জাগতিক বিষয়ের প্রতি আর্কষণ আমাদের মনে এক ধরনের লোভ, কামনা-বাসনার জন্ম দেয়। এই আসক্তির ফলেই বন্ধনের সৃষ্টি হয়। আর যখন আমরা জাগতিক বিষয়ের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করি না, তখন মুক্তির সস্ত্রোচ্চারণ করতে পারি। মানুষের মনের ভেতরই মুক্তির আনন্দ এবং বন্ধনের দুঃখ লুকিয়ে আছে। তাই মনকে সেইভাবে পরিচালিত করা উচিত। যাতে আমরা মহামুক্তির পথে ভ্রমণ করতে পারি। সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি চ কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

বঙ্গানুবাদ : বিষের মধ্যে থেকেও অমৃত, নিকৃষ্ট স্থান থেকেও কাঞ্চন, নিচ জাতির কাছ থেকে উত্তম বিদ্যা এবং নিচ বংশ থেকে স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করার উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কখনো কখনো বিষের মধ্যেও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। বিষাক্ত আধারের মধ্যে এমন মহার্ঘ্য বস্তু থাকে, যা আমাদের কাছে অত্যন্ত আদরণীয়। আমরা মহার্ঘ্য বস্তুর সন্ধান অকিঞ্চিৎকর বস্তুর কাছে গিয়ে যাচাই করব। কারণ আমরা জানি নিকৃষ্ট স্থান থেকেও কখনো কখনো রত্নরাজি পাওয়া যেতে পারে। কোনো মানুষ নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করেছে বলেই যে সে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকবে, এমন ধারণা করা কখনোই উচিত নয়। নীচ জাতির কাছ থেকেও উত্তম বিদ্যা শিক্ষা করা যেতে পারে। আবার তথাকথিত নীচ বংশ থেকে স্ত্রীরত্ন লাভ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন ঘটনা অনেক ঘটতে দেখেছি। অতি সাধারণ বংশে জাত হয়েও একজন কন্যা আনুগত্য এবং পতিব্রত্যের দ্বারা সংসারের সকলের মন জয়ে করে।

বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকে বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে।
বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্পা বিদ্যা ভয়ংকরী।।

বঙ্গানুবাদু : একমাত্র বিদ্যার দ্বারা পৃথিবীতে মানুষ পূজিত হন, বিদ্যার দ্বারাই আমরা অনন্ত সুখ ভোগ করতে পারি। বিদ্যা মঙ্গল সাধন করে। তবে অল্প বিদ্যা নানা ধরনের অনর্থ ঘটায়। তাই স্বল্প বিদ্যানকে ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : ইংরাজিতে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে A little learning is a dangerous. এই শব্দ কটি পড়লে আমরা বুঝতে পারি যে, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো আপোস করা উচিত নয়। সেই শিক্ষা আমাদের প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে, যে শিক্ষা আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা বিদ্যার্জন করি কেন? শিক্ষিত ব্যক্তি সকলের দ্বারা পূজিত এবং অভিনন্দিত হন। বিদ্যার মাধ্যমে তিনি সৎ শোভন সুন্দরভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। বিদ্যার দ্বারা অশেষ মঙ্গল সাধন করতে পারেন। শিক্ষা না থাকলে আমরা কোনো কাজেই সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারি না। তবে অল্পশিক্ষা কিন্তু মাঝে মধ্যে মারাত্মক অনভিপ্রেত ফল ঘটায়। তাই অল্পবিদ্যাকে দূরে রেখে কোনো বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করা উচিত।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তস্মাৎ বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমাহর্জবদয়াশৌচং সত্যং পীযুষবৎ পিব ॥

বঙ্গানুবাদ : মুক্তি পেতে চাইলে বিষয় বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ক্ষমা, সরলতা, দয়া, শুচিতা এবং সত্যকে অমৃতের মতো পান করতে হবে। অর্থাৎ এগুলিকে অবলম্বন করতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিষয় বাসনা আমাদের চারদিকে বিষবৎ প্রযুক্ত থাকে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ বাসনা-কামনার দাসত্ব করেই জীবন কাটিয়ে দেয়। ভাগবত চিন্তার সময় তারা পায় না। এই পৃথিবীতে আমরা কেন জন্ম গ্রহণ করেছি? শুধু বিষয়বোধে নিজেকে আচ্ছন্ন রাখব বলে? ক্ষমা, সরলতা ইত্যাদি গুণগুলি আমাদের চরিত্রের মধ্যে কি প্রকটিতে হবে না? যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই গুণগুলিকে আত্মস্থ করতে পারব না, ততক্ষণ অমৃতের পথে পরিভ্রমণে সক্ষম হব না। আমাদের উচিত বিভিন্ন গুণকে আত্মস্থ করে শুচি সুন্দর পথের পথিক হওয়া। এর জন্য প্রথমেই বিষয়বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। বৈষয়িক দিকগুলির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করতে হবে। তবেই আমরা সত্যিকারের অমৃতের পথযাত্রী হতে পারব।

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ
কর্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং
কর্মণ্যেকং মহাত্মনাম্।।

বঙ্গানুবাদ : যারা দুরাত্মা তারা মনে মনে একরকম ভাবে, অন্য কথা মুখ দিয়ে বলে, আবার কাজে অন্যরকম করে। কিন্তু মহাত্মাদের মন, বাক্য এবং কর্ম একই রকম হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে সজ্জন ব্যক্তি এবং অসৎ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা দুরাত্মা, যারা ছল চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে, তারা কখনো তাদের মনের ভাবনার কথা মুখের কথার মাধ্যমে প্রকাশ করে না। বরং তারা মনে যা ভাবে, মুখে তার উল্টো কথা বলে মানুষকে প্রতারিত করে। আবার যখন কর্মে প্রকৃত হয়, তখন অন্য কাজ করে। এইভাবে তারা প্রতি মুহুর্তে ছলচাতুরির আশ্রয় নেয় এবং ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। যাঁরা মহাত্মা, যাঁরা সজ্জন ব্যক্তি, তাঁরা কখনো এমন করেন না। তাঁরা মনে যা ভাবেন, মুখে তা প্রকাশ করেন এবং কাজেও তা করে দেখান। এটাই তাঁদের চরিত্রের সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য।

মেধাবী বাক্ পটুঃ প্রাজ্ঞঃ পরিচিত্তোপলক্ষকঃ।
ধীরো যথোক্তবাদী চ দূত এষ প্রকীর্তিতাঃ ॥

বঙ্গানুবাদঃ কাকে আমরা উত্তম দূত বলব? যে বুদ্ধিমান এবং কুশল বাক্য প্রয়োগ করতে পারে, সে-ই সফলভাবে দৌত্যকার্য করতে পারে। যে জ্ঞানী এবং পরের মন বুঝতে পারে, তাকেই আমরা দুতের পদে নিয়োগ করব। ধীর এবং সত্যবাদী ব্যক্তিকে উত্তম দূত বলা হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : দৌত্যকার্য খুব একটা সহজ কাজ নয়। দূতের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি তাঁর মনোগত বাসনার কথা আরেকজনের কাজে ব্যক্ত করেন। শুধু তাই নয়, দূতকে অনেক সময় শত্রুভাবাপন্ন পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে হয়। স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে দূত সেই পরিবেশ থেকে বাইরে নিক্রান্ত হয়ে আসে। দূতের কার্যকারিতার ওপর যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষিত হয়। কোন ব্যক্তিকে আমরা দূত হিসেবে নির্বাচন করব? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে চাণক্য বলেছেন, দূতকে অবশ্যই গভীর প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধির অধিকারী হবে। সে ভালো ভালো কথা বলা শিখবে। কখনো কটুবাক্য প্রয়োগ করবে না। মনের উষ্মা বাইরে প্রকাশ করবে না। পরের মন বুঝতে পারবে সে। এমন ব্যক্তিকেই আমরা দূত বলব। সে ধীরে ধীরে কার্যসম্পাদন করবে এবং সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা রাখবে।

যথা স্পর্শণিং স্পৃষ্টা লৌহঃ কাঞ্চনতাং গতঃ
স্থাপিতং যত্র তত্রাপি বিকৃতি নৈব গচ্ছতি।
তথা জ্ঞানপ্রভাবেন যদা নির্মলতাং ব্রজেৎ;
শুভান্বিতো জনঃ কোহপিন পুনঃ কুলষীভবেৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : পরশমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়, তখন সেটি যেখানে সেখানে ফেলে রাখলেও তা বিকৃত হয় না। এইভাবে যখন কোনো কল্যাণকারী ব্যক্তি জ্ঞানের প্রভাবে নির্মলত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি আর পাপাচারী হবেন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : স্পর্শমণি নামে একটি অত্যাশ্চর্য রত্ন এই পৃথিবীতে আছে, যার স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহা যদি একবার সোনাত্ব প্রাপ্ত হয় তখন আর তা বিকৃত হয়ে পুনরায় লোহায় পরিণত হয় না। যেখানে সেখানে জলে-স্থলে রৌদ্রে পড়ে থাকলেও তার স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। একই রকম যখন কোনো মানুষ জ্ঞানের প্রভায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সে আর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় না। তখন আর তাকে পাপের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। জ্ঞান হল এমন এক সত্য যা আমাদের সাথে চিরন্তন একীভূত থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত জ্ঞানার্জন করা এবং জীবনকে সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ করা।

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পন্ডিতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ : জীবনে হাজার হাজার শোকের হেতু আছে। আবার ভয়ের হেতু আছে শত শত। অবশ্য এগুলি মূর্খ ব্যক্তিদেরই আচ্ছন্ন করে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত শোকের ঘটনা ঘটে চলেছে। সেদিক গিয়ে দেখতে গেলে আমাদের জীবন অন্ধকারে পরিপূর্ণ, হতাশায় ঢাকা, সেখানে আশার উদ্দীপ্ত প্রদীপ শিখা চোখে পড়ে না। শুধু তাই নয়, জীবনে প্রতি মুহূর্তে আমাদের ভয়ের বাতাবরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আমাদের মনে ত্রাসের সঞ্চারণ ঘটায়। চাণক্য বলেছেন, শুধুমাত্র মূর্খ ব্যক্তিরাই এই জাতীয় শোক ও ভয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন হন। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি কখনো এইসব ঘটনার কথা ভাবেন না। তিনি জানেন জীবনের সীমানা ক্ষণস্থায়ী, তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইতিবাচক কাজে লাগানো উচিত।

তাবদ্ ভয়স্য ভেতব্যং বাবদ্ ভয়মনাগতম্।
আপতং তু ভয়ং বীক্ষ্য প্রতিকুর্যাদ্ যথোচিতম্।।

বঙ্গানুবাদ : ভয় যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণই ভয়কে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যদি শেষ পর্যন্ত ভয় এসে যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা অবশ্যই বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করব। যাতে মূল্যবান দ্রব্য চুরি না যায় সেজন্য সংরক্ষণ এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকা দরকার। চোরের ভয়ে ভীত হব, একটা ঠিক, কিন্তু বাড়িতে একবার চুরি হয়ে গেলে তখন অযথা চোরের ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকে কোনো লাভ নেই। তখন এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিকার করা দরকার অর্থাৎ কীভাবে চোরকে ধরা যেতে পারে, সেদিকে নজর রাখা দরকার।

এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট বাস্তববাদিতা লুকিয়ে আছে। এই শ্লোকের মাধ্যমে চাণক্য আমাদের জীবনের ব্যবহারিক দিকটিকে তুলে ধরেছেন।

সমস্ত নীতিশাস্ত্রজ্ঞো বাহনে রহিতক্রমঃ।
শৌর্যনীর্যগুণোপেতঃ সেনাধ্যক্ষা বিধীয়তে ॥

বঙ্গানুবাদ : যিনি সকল প্রকার যুদ্ধনীতি জানেন এবং অশ্বারোহণে যিনি বিন্দুমাত্র ক্লান্ত হন না এবং যিনি শৌর্য-বীর্য গুণসম্পন্ন, তাঁকেই আমরা সেনাপতি পদে বরণ করব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : একজন সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বিপক্ষে বাহিনীর যোদ্ধাবৃন্দের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি তাঁর এই কাজের জন্য কোনোরকম কালক্ষেপ করতে পারেন না। তাই সেনাধক্ষ্যের নানা বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ হওয়া উচিত। তাঁকে যুদ্ধের সবরকম কৃৎ-কুশলতা জানতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি অশ্বারোহণে বিভিন্ন পথ ভ্রমণ করবেণ। তিনি হবেন এক অসীম শক্তিশালী সাহসী পুরুষ। এইভাবেই হয়তো চাণক্য সেদিনের জনসমাজের মধ্যে থেকে একজন বিশেষ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করেছিলেনন।

কিং তয়া ক্রিয়তে ধেম্বা যা না সুত্রে ন দুগ্ধদা।
কোহর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো জন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান ॥

বঙ্গানুবাদ : যে গাভী বৎস প্রসব করে না এবং দুগ্ধ প্রদান করে না, সংসারে সেই গাভীর কোনো প্রয়োজন আছে কি? যে পুত্র বিদ্বান নয় এবং যার মধ্যে পিতামাতার জন্য কোনো ভক্তি নেই, সেই পুত্র জন্মদান করে পিতামাতর কী লাভ?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ একটি ব্যবহারিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন বস্তুর সেবাযত্ন করে থাকে। আমরা পরম যত্নসহকারে গো-পালন করে থাকি কারণ গাভীর মাধ্যমে আমরা নিয়মিত দুগ্ধ পাই। পিতামাতা অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহকারে সন্তান প্রতিপালন করে। পরবর্তীকালে এই সন্তান সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়ে পিতামাতার গৌরব বৃদ্ধি করে। যদি গাভী অথবা সন্তান আমাদের কোনো প্রয়োজনে না আসত, তাহলে আমরা সেই গাভী অথবা সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করতাম কী?

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নুনং ফলতি সাধুষু।
দশাননঃ হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যাম্মহোদধেঃ।।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তিরা দুষ্কর্ম করে আর তার জন্য সজ্জন ব্যক্তিদের জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত-এর সৃষ্টি হয়। রাবণ, সীতাহরণ করেছিলেন বলে মহাসমুদ্রকে সেতু বন্ধনে বন্দী হতে হয়েছিল।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : দুষ্ট লোকেদের থেকে সর্বদা দূরে অবস্থান করাটাই শ্রেয়। কারণ তাদের সংস্পর্শে অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনে নানা অনভিপ্রেত সমস্যা দেখা দেয়। যে হেতু রাবণ সীতাহরণ করে সীতাকে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাই রামচন্দ্র তাঁর বানর সেনাদের সাহায্যে সমুদ্রের ওপর সেতু বন্ধন করে লঙ্কাপুরীতে পৌঁছে যান। এর ফলে উত্তাল-উদ্দাম তরঙ্গরাশি সমন্বিত সমুদ্রকে পর্যন্ত বন্দিনী হতে হয়।

অন্নদানাং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্যতে সর্বং জগদেতকচ্চরাচরম ॥

বঙ্গানুবাদ : অন্নদানকেই সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠদান বলে গণ্য করা যায়। কারণ এই বিশ্বচরাচর অন্নের দ্বারাই পালিত হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : অন্ন অর্থাৎ খাদ্য হল জীবদেহ সংস্থাপনের একমাত্র উপায়। যদি কেউ খাদ্য দান করে তাহলে যে পরিমাণ পুণ্য অর্জিত হয়, অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা হয় না। এই দানের মাধ্যমে মানুষ এক অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করে। অন্য যে কোনো দানকে আমরা পরে ভুলে যেতে পারি, কিন্তু অন্নদানকে কখনোই ভুলতে পারব না।

নদীকূলে স্থিতো বৃক্ষঃ
পরহস্ত গতং ধনম্।
কার্যং স্ত্রীগোচরণ যৎ স্যাৎ।
সর্বং তদং বিফলং ভবেৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : নদীর তীরে স্থির বৃক্ষ, পরের হস্তগত ধন এবং স্ত্রীলোকের গোচরীভূত কর্ম-এ সবই বিফল হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে গাছটির অবস্থান নদীর তীরে, যে কোনো মুহূর্তে সে গাছটি নদীর বিপুল তরঙ্গ প্রবাহের কারণে নদী তলে পতিত হতে পারে, অর্থাৎ এই গাছের জীবনায়ু স্বল্প। অপরের হাতে যে ধন-সম্পত্তি আছে তা নিজের হাতে আনা সহজ নয়। স্ত্রীলোকেরা যে সমস্ত বিষয়গুলিকে জ্ঞাত হয় সেগুলি অতি দ্রুত সর্বসমক্ষে প্রচারিত হয়। অর্থাৎ এইসব বিষয়গুলির গোপনীয়তা বজায় থাকে না। তাই এই তিনটি বিষয়কে আমরা বিফল এবং বর্জনীয় বলে মনে করব।

আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুৎ।
নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মীগর্জভুক্তকপিযবৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : নারকেলের ভেতর যেমন জলের আগমন ঘটে যায়, তেমনভাবেই লক্ষ্মী আসেন। আবার কীটের দ্বারা ভক্ষিত হওয়া বেলের মতো তিনি চলে যান।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃতিবীতে কোনো মানুষই চিরন্তন সুখের জগতে বাস করতে পারেন না। সুখ এবং দুঃখ বুঝি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। নিরবচ্ছিন্ন সুখ যেমন একটি মিথ্যা বিষয় অশেষ দুঃখও তেমন সারা জীবনকাল ব্যাপী থাকে না। লক্ষ্মী কখনো অচঞ্চলা অবস্থায় অধিষ্ঠান করেন না। তাই আমাদের উচিত শান্ত মনে জীবনের সকল উত্থান এবং যতনের সামনে দাঁড়ানো। অশেষ আনন্দের মুহূর্তে অতিরিক্ত উল্লাস প্রকাশ করা উচিত নয়। আবার বিষন্নকাতর মুহূর্তেও বেশি দুঃখ পাওয়া উচিত নয়।

অলসস্য কুতো বিদা অবিদ্যস্য কুতো ধনম্।
অধনস্য কুতো মিত্রম্ অমিত্রস্য কুতঃ সুখম্ ॥

বঙ্গানুবাদ : অলস ব্যক্তির বিদ্যা অর্জন সম্ভব হয় না। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনো ধনী হতে পারে না। নির্ধন ব্যক্তির বন্ধু জোটে না। বন্ধুহীন ব্যক্তির মনের ভেতর কোনো সুখ নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোকটির প্রণেতা মহামতি চাণক্য এখানে আলস্যকেই জীবনের সর্বপ্রকার অনর্থের মূল কারণ স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একজন অলস ব্যক্তি বিদ্যা, ধন, বন্ধু-বান্ধব, সুখ—সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে সমস্ত কর্মঠ মনীষীবৃন্দ আলস্যকে পরিহার করার কথা বলে গেছেন। বিভিন্ন শ্লোকে এ কথাই বার বার বলা হয়েছে। অলসতা যে শুধু আমাদের মানসিকভাবে জড় করে দেয় তা নয়, শারীরিক ক্ষমতাকেও অনেকখানি কমিয়ে আনে। আমরা খুব সংক্ষিপ্ত সময়সীমার জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করি। তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো, যাতে মনুষ্যজন্ম সফল ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

অল্পানামপি বস্তুনাংসংহতিঃ কার্যসাধিকা।
তৃনৈর্গুণত্বমাপন্নৈ বর্ধ্যন্তেমমত্তদন্তিনঃ।।

বঙ্গানুবাদ : ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ বস্তু হলেও ঐক্য সাধনে অনেক কঠিন কাজ সমাধান করা সম্ভব হয়। বহু তৃণের সমবায়ে তৈরি করা দড়ি দ্বারা মদমত্ত হাতিদেরও বেঁধে ফেলা যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : একতাই বল—একথা আমরা বিভিন্ন রচনাবলিতে পড়েছি। Unity is strenght or united we stand and divided we fall— ব্যবহারিক জীবনে এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখা যায়। চাণক্য এখানে একটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য তুচ্ছ একটি ঘটনার কতা উল্লেখ করেছেন। একটি তৃণ দিয়ে তৈরি কোনো রজ্জু দ্বারা কি হাতিকে আটকানো যায়? একাধিক তৃণ দ্বারা তৈরি রজ্জু দ্বারা অরণ্যের সর্বাধিক বলশালী পশু হাতিকে পর্যন্ত আটকে দেওয়া সম্ভব।

অবংশে পতিতো রাজামূর্খস্য পন্ডিতঃ সুতঃ।
নির্ধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : নীচ বংশীয় ব্যক্তি যদি হঠাৎ রাজা হয়, মুর্খের পুত্র যদি পন্ডিত হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি হঠাৎ বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন হাতে পায় তাহলে পৃথিবীকে সে সম্মান করে না। জগৎ তার কাছে তুচ্ছ লে মনে হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যারা বংশপরম্পরায় প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, তারা সাধারণত অহংকারী হয় না। কিন্তু কপর্দকশূন্য ব্যক্তি যদি হঠাৎ বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয় তাহলে তার মধ্যে একধরনের অহঙ্কার এবং আত্মগর্বী ভাব আসে। মূর্খ অর্থাৎ বিদ্যাহীনের পুত্র প্রভূত বিদ্যার্জন করলে নিজেকে জগতের সেরা ব্যক্তি বলে মনে করে। যার হাতে একটিও পয়সা নেই সে যদি প্রভূত অর্থ পায় তাহলে তার মাথা বিকলন দেখা দেয়।

উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে গৃমাঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : যে কোনো কাজকে শেষ পর্যন্ত সফল করতে হলে উদ্যমের দরকার। শুধুমাত্র মনোগত বাসনা থাকলেই কোনো কার্যই সিদ্ধ হবে না। এমন কী ঘুমন্ত সিংহের মুখেও পশুরা নিজেরা প্রবেশ করে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বসে বসে অলীক আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা সহজ, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে প্রচুর পরিশ্রম দরকার। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলে থাকি। পরাক্রমশালী সিহংকেও কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম এবং কৌশল করে পশু শিকার করতে হয়।

এখানে 'মৃগ' শব্দের দ্বারা শুধুমাত্র হরিণকে বোঝানো হয়নি। আসলে মৃগ শব্দটি হল বহু অর্থবোধক। 'মৃগ' শব্দের সাধারণ অর্থ হরিণ, পাশাপাশি এর আরেকটি অর্থ হল 'নক্ষত্র' ও 'অগ্রহায়ণ মাস'।

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কংপন্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাম্।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্বাণো না বিনশ্যতি ॥

বঙ্গানুবাদ : যিনি উচ্চ বংশের সাথে সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক, তিনি কৌলিনত্বের সাথেও সখ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং জ্ঞাতিদের ঐক্যসাধন করেন, তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের উচিত সর্বদাই নিজের সত্তাকে আর একটু উন্নীত করা। এর জন্য সু-মনের অধিকারী মানুষদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা প্রয়োজন। একজন ব্যক্তি যদি তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সন্ধান করেন, তাহলে তিনি কি বিনাশ প্রাপ্ত

হতে পারেন? জ্ঞাতিদের মধ্যে ঐক্যসাধন করাও এক মানুষের ওপর ন্যস্ত অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সাধারণত আমরা এক্ষেত্রে একজনকে বিফল হতে দেখি? যদি কেউ এই অত্যন্ত কঠিন কাজে সফল হন, তাহলে তাঁকে আমরা কৃতবিদ্য পুরুষ হিসেবেই মনে করব। কখনো তাঁর কোনো ক্ষতি হয় না।

অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো শান্তি বিক্রিয়াম্।
দুর্যোধনপ্রসঙ্গেন ভীষ্মো গোহরণে গতঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : অসতের সঙ্গদোষে সজ্জন ব্যক্তিরাও মাঝে মধ্যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন। দুর্যোধনের সংসর্গে থাকার সময় ধর্মপরায়ণ ভীষ্মও গরু চুরি করতে গিয়েছিলেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সবসময় কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে চলতে হয়। কারণ, মানুষের জীবনে সংসর্গের প্রভাব অপরিসীম। অনেক সময় বন্ধু অসৎ হলে আমরাও অসৎ হয়ে পড়ি। চাণক্য এখানে মহাভারতের একটি অতি বিখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ভীষ্মকে আমরা ধর্মশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মান করে থাকি। একসময় অসৎ দুর্যোধনের সংস্রবে তিনি গরু চুরি করার মতো একটি নিন্দার্হ কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অহিংসা পরমো ধর্ম
ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেবং
কবয়ো বিদুঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : ঋষিরা এমন কথা জানেন এবং মানেন যে, অহিংসাই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অহিংসাই হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং অহিংসাই হল শ্রেষ্ঠ দান।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই শ্লোকটি পড়লে মনে হয় আমরা বুঝি বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটি শুনতে পাচ্ছি। মহাত্মা গৌতমবুদ্ধ যে ধর্মের প্রচারক ছিলেন, সেই ধর্মের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল, কারো প্রতি কোনও হিংসা প্রদর্শন না করা, অর্থাৎ অহিংসা বজায় রাখা। অহিংসা জৈন ধর্মাবলম্বীদের কাছেও একটি পরমপূজ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পাছে অজ্ঞাতসারে মুখমন্ডলে পতঙ্গ প্রবেশ করলে আমরা তার মৃত্যুর কারণ হব, এই কারণে জৈনবাদীরাও মুখ-বিবরটিকে বস্ত্রখন্ডে আবৃত করেন।

অহিংসাকে আমরা জীবনের সব থেকে বড়ো ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করতে পারি। কখনোই কারো প্রতি সামান্যতম হিংসা প্রদর্শন করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, মানুষ এবং মনুষ্যেতর সকল জীবই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্ ।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমশ্চর্যমতঃ পরম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য প্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছে, তারা ভাবছে চিরকালই তাদের জীবন এমনভাবে প্রবাহিত হবে। মানুষের এই মিথ্যে ভাবনাটাই সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোক প্রণেতা মহামতি চাণক্য এখানে একটি বিজ্ঞান-সম্মত বিষয়কে ভাষা-চাতুর্য্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জন্ম এবং মৃত্যু বুঝি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যুর করাল গ্রাস এসে আমাদের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করতে পারে। প্রতি মুহূর্তে আমরা চোখের সামনে কত জীবের মৃত্যু দেখতে পাই। কত পতঙ্গ এক নিমেষে দেহ ত্যাগ করছে। তবু আমাদের মনের মধ্যে বেঁচে থাকার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সবকিছুকে আরও অনেক দিন ভোগ করব— এটি বোধ হয় আমাদের মনোগত বাসনা। অথচ আমরা কখনো ভেবে দেখি না যে, এই ধরনের বাসনা বা অঙ্গীকার কত হাস্যকর।

আয়ুঃ কর্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ ।
পঞ্চৈতানি হি সৃজ্যন্ত গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ ।

বঙ্গানুবাদ : মানুষের আয়ু, কর্ম, ধন-সম্পত্তি, বিদ্যা এবং মৃত্যু গর্ভে থাকা কালীনই নির্ধারিত হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে ভাগ্যের ওপর সব কিছু স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষ নিজের দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে না। তার জন্য ভাগ্যের হাতে সবকিছু সমর্পণ করতে হয়। প্রথমেই তিনি মানুষের বেঁচে থাকার সময়সীমার কথা বলেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা কতদিন বেঁচে থাকব, তা আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় কি? কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তার জীবনসীমা কতদিন হবে তা আগে থেকে কেউ বলতে পারেন না।

ঠিক সেইভাবে বলা যায় না, এই নবজাতকে ভবিষ্যতে কী ধরনের পেশায় নিযুক্ত হবে। সে কি সদাচারী কর্তব্যের দ্বারা মানুষের মুখ উজ্জ্বল করবে নাকি এমন কোনো কদর্য কাজের সাথে যুক্ত থাকবে যা নিন্দনীয়।

একজন মানুষ কত ধন-সম্পত্তি আয় করতে পারবে, তাও আগে থেকে অনুমান করা কোনো মতে সম্ভব নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, অতি সাধারণ রিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অশেষ ধনের অধিকারী হয়ে উঠেছে, আবার উপযুক্ত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও সে দরিদ্রতা মোচন করতে পারছে না।

কতজন কতখানি শিক্ষিত হবে তাও আগে থেকে অনুমান করা উচিত নয়। অবশেষে মৃত্যু, ঠিক কখন কোন মুহুর্তে মানুষের জীবনের অবসান হবে, তা কি আগে বলা যায়? এই সব কটি বিষয়কে কবি তাই চিরশক্তিশালী ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি পৌরুষ, ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী।

ক্ষমাশংস্ত্রং করে যস্য দুর্জনঃ কিং করিষ্যতি।
অতৃণে পতিতো বহ্ণিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : যার হাতে ক্ষমাস্বরূপ আয়ুধ বা অস্ত্র আছে, দুর্জন বা দুবৃত্ত কি তার কোনো ক্ষতি করতে পারে? যে জমিতে ঘাস নেই, সেখানে পতিত অগ্নি নিজেই নির্বাপিত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ যদি শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে, তাহলে শত্রু তার সাথে কী ধরনের বৈরিতা প্রদর্শন করবে? অর্থাৎ ক্ষমাই হল জগতের সব থেকে বড়ো অস্ত্র।

যে জমিতে বিন্দুমাত্র তৃণগুচ্ছ নেই, সেখানে অগ্নিশিখা কি দাহ্যবস্তু পায়? কাজেই সে তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হয়। অর্থাৎ তৃণগুচ্ছ থাকলেই তবে আগুন শিখা চারদিকে বিস্তৃত হতে পারে।

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রংভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্।।

বঙ্গানুবাদ : দানকে আমরা হাতের অলঙ্কার বলতে পারি। সত্য বাক্য হল আমাদের কণ্ঠের ভূষণ বা অলংকার। কানের অলংকার হল শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ। তাই অন্য অলঙ্কারের আর কোনো প্রয়োজন আছে কি?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ সাজতে ভালোবাসে। নানা দুর্মূল্য রত্ন দ্বারা তৈরি স্বর্ণঅলঙ্কারে নিজেকে বিভূষিত করে। কিন্তু এইভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠলে সে কি সত্যিকারের মানুষ হতে পারে? চাণক্য মনে করেন যে, আমাদের উচিত সদা সর্বদা সাধ্যমতো দান করা। আর হস্তের এই দানশীলতাই হল আমাদের হাতের সত্যিকারের অলঙ্কার আমরা সর্বদা মুক্ত কণ্ঠে সত্যবাক্য ঘোষণা করব। সত্য বাক্যকে আমরা আমাদের কণ্ঠের অলঙ্কার স্বরূপ ঘোষণা করতে পারি। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করাই হল আমাদের কর্ণের অলঙ্কার তাই চাণক্যের মনে হয়, এইসব জাগতিক বহুমূল্য ধাতু দ্বারা নির্মিত অলঙ্কার পরার কোনো দরকার নেই।

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।।

বঙ্গানুবাদ : সমুদ্র মন্থন করার ফলে নারায়ণ পেলেন লক্ষ্মীদেবীকে, আর মহাদেব পেলেন বিষটুকু। সুতরাং ভাগ্যই সর্বদা সবকিছু নির্ধারিত করে থাকে। বিদ্যাও নয়, আর পুরুষকারও নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য ভাগ্যে বিশ্বাসী। তিনি পুরাণের একটি বিখ্যাত কথনকে উল্লেখ করে ভাগ্যদেবীর জয়গান গেয়েছেন। আমরা জানি সমুদ্র মন্থনকালে নারায়ণ ধনৈশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীকে লাব করেছিলেন। আর সমুদ্র মন্থজাত সমস্ত বিষ কণ্ঠে ধারণ করে মহাদেব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। একই ঘটনা পরম্পরা থেকে দুই মহান দেবতা দুরকমের ফল লাভ করলেন। এর কারণ কী? এর কারণ হল ভাগ্য। তাই চাণ্যকের অভিমত যে, আমরা বিদ্যা অথবা পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্যকে অভিক্রম করতে পারি না। ভাগ্য বুঝি এক অনতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাগ্য যে কখন কার প্রতি সুপ্রসন্ন হবে, তা আমরা আগাম অনুমানের দ্বারা জানতে পারি না।

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং বণিক্ পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্যাং শঠে শাঠং সমাচরেৎ ॥

বঙ্গানুবাদ : যে দেশে সুবর্ণ মুদ্রা তামাতে পরিণত হয়, সেখানে বণিকের পুত্র বানরে পরিণত হতে পারে। সরলের সাথে সরলের ব্যবাহর করা বিধেয়, কিন্তু শাঠের সাথে শঠতাই করাই বিধেয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একটি সুন্দর গল্প উপস্থাপিত করেছেন। একবার এক প্রতারক প্রতারণামূলক কাজ করেছিল। সে বলেছিল যে, একটি দেশে সোনার মুদ্রা তামাতে পরিণত হয়, তাহলে সেখানে যে কোনো মানুষ এক মুহূর্তের মধ্যে মনুষ্যেতর বানরে রূপান্তরিত হতে পারে। এইভাবেই সেই দেশের রাজা ওই দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকটিকে জব্দ করেছিলেন। চাণক্যের অভিমত যে, আমরা দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় এই কথাগুলি মনে রাখব। আমরা যদি সহজ সত্য বাক্যের মাধ্যমে দুর্বৃত্তের মন পরিবর্তনের চেষ্টা করি, কিংবা তাকে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিতে চাই, তাহলে সফল হতে পারব না। তার জন্য উচিত শিক্ষার দরকার।

বহবাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষড়গুণাঃ শুনঃ।

বঙ্গানুবাদ : কুকুরে কাছ থেকে আমরা ছয়টি গুণ গ্রহণ করতে পারি— অনেক খাওয়ার ক্ষমতা, অল্প খেয়ে সন্তুষ্ট থাকা, সহজে ঘুমিয়ে পড়া, মৃদু শব্দে জেগে ওঠা, প্রভুর প্রতি ভক্তি এবং অসীম শক্তি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য তাঁর শ্লোকে মাঝে মধ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, কেন এইসব বৈশিষ্ট্যসমূহ মানুষের গ্রহণ করা উচিত। আমরা সাধারণত এই সব মানুষ্যেতর প্রাণীদের হেয় জ্ঞান করে থাকি। কিন্তু তারাও যে একাধিক বিশিষ্ট গুণের অধিকারী, সে কথা ভুলে যাই। কুকুর একটি প্রভুভক্ত প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কুকুর যথেষ্ট আহার করতে পারে, কিন্তু পরিমিত আহার গ্রহণ করার ফলে তার শরীরটি মেদবর্জিত হয়, সে ক্লান্তি নিরসনের জন্য অতি শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘুম এত সজাগ এবং হালকা যে, সামান্য শব্দে সেই ঘুম ভেঙে যায়। কুকুরের মতো আনুগত্য অন্য কোনো পশুর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কুকুর অতীব শক্তিসম্পন্ন চাণক্যের অভিমত, আমরা যদি এই ছয়টি গুণ কুকুরে কাছ থেকে আত্মস্থ করতে পারি, তাহলে আমরা জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারব।

ছিন্নেহপি চন্দনতরু ন জহাতি গন্ধং
বৃদ্ধোহপি বারণপতি ন জহাতি চেক্ষুঃ।
ক্ষণসপি ন ত্যজতি শীলগুণান কুলীনঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : চন্দন বৃক্ষকে কর্তৃন করার সময়েও সে তার গন্ধ পরিত্যাগ করে না। হস্তীরাজ বৃদ্ধ হলেও প্রমোদক্রীড়া ত্যাগ করে না। ইক্ষু অর্থাৎ আখকে যন্ত্রে নিষ্পেষণ করলেও সে তার মিষ্টতা ত্যাগ করতে পারে না। উচ্চকুলে জাত কোনো ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর স্বভাব এবং গুণাবলি ত্যাগ করেন না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানুষের সহজাত এবং স্বকীয়। চরম বিপদের সময়েও মানুষ তার বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করতে পারে না। কারণ এগুলি তার সত্তার সাথে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত, চাণক্য একাদিক উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা জানি চন্দন বৃক্ষ সমধিক সুগন্ধ বিতরণ করে। যদি আমরা চন্দবৃক্ষকে কর্তন করতে যাই, তাহলে সে শারীরিকভাবে আঘাত পায়, কিন্তু তখনও গন্ধ বিতরণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুমুহূর্তেও সে কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তি ত্যাগ করতে পারে না। হস্তীরা নানা ধরনের প্রমোদ ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। যদি একটি হস্তী যথেষ্ট বয়স্ক হয় এবং চলাচল করতে ঠিক মতো না পারে তাহলেও সে কিন্তু সময় ও সুযোগ পেলে এই জাতীয় বিনোদন ক্রীড়ায় অংশ নয়, অর্থাৎ এই জাতীয় খেলাধুলায় অংশ নেওয়া তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই কাজ থেকে সে নিজেকে বিরত করতে পারে না। সে ব্যক্তি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সদাসর্বদা তাঁর বংশগত মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

জীবন্তং মৃতবন্মন্যে দেহিনং ধর্মবর্জিতম্ ।
মৃতো ধর্মেণ সংযুক্তো দীর্ঘজীবী ন সংশয়ঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : ধর্মহীন বক্তি বেঁচে থাকলেও তাঁকে মৃত বলেই মনে করা উচিত। আর যে ব্যক্তি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তিনি মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য একাধিক শ্লোকে বার বার ধর্ম দর্শনের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব ধর্ম চেতন থাকা দরকার। কারণ মানুষ শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং ব্যক্তিগত বিলাস বিনোদনের জন্য পৃথিবীতে আসে না। যেহেতু মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাই তাকে আধ্যাত্মিক পথের পথিক হতেই হবে। চাণক্যের অনুমান, যদি আমরা কোনো মানুষকে ধর্মহীন অবস্থায় দেখি, অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি ধর্মপ্রদত্ত পথে বিচরণ না করে শুধু ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তা হলে সেই মানুষকে মৃতের সমতুল্য গণ্য করা উচিত। আর যে ব্যক্তি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তার পার্থিব শরীরের মৃত্যু হলেও চিরদিন তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় অক্ষয় অজয় অমর সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসঞ্চয়ঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : শরীর অনিত্য, ঐশ্বর্য কখনো চিরস্থায়ী হয় না। পৃথিবীতে মৃত্যু নিকটবর্তী অর্থাৎ আসন্ন, তাই সব সময় ধর্ম সঞ্চয় করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন, সবই ক্ষণস্থায়ী। এই সবই হল মাহুর্তিক অনুভূতি। অথচ আমরা ভুল করে ঐগুলিকে চিরকালীন সম্পদ বলে মনে করি। তাই পরিণত বয়সের জন্য অপেক্ষা না করে প্রতি মুহুর্তে কিছুটা ধর্মালোচনা করা কর্তব্য। দৈনন্দিন কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মার্জন করা বিধেয়, তাহলে ভবিষ্যতে আর অনুতাপ করতে হবে না।

অমৃতময়নিধানং নায়ক ওষধীনাং
অমৃতময়শরীরঃ কান্তিযুক্তোঽপি চন্দ্রঃ ।
ভবতি বিগতরশ্মির্মণ্ডলং প্রাপ্তো ভানোঃ
পরসদননিবিষ্টো লঘুত্বং কেন যাতি ॥

বঙ্গানুবাদ : চন্দ্র অমৃতময়তার প্রতীক, সে হল ওষধিযুক্ত এবং কান্তিযুক্ত। তার শরীর অমৃতময়। কিন্তু সূর্য কিরণের সংস্পর্শে এলে সে দীপ্তিহীন হয়ে পড়ে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পরগৃহে বাস করে কে বা লঘুতাপ্রাপ্ত হয় না?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা জানি এই পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো কাঙ্খিত ধন হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে আমরা কোনো অবস্থাতেই বিসর্জন দেব না। পরাধীনতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে এবং মহিমাকে নষ্ট করে। এই শ্লোকের মধ্যে দিয়ে কবি এই চির সত্যকে আমাদের সামনে ব্যক্ত করেছেন। চন্দ্র এক অত্যন্ত সুন্দর বস্তু হিসেবে প্রতিভাত। কিন্তু সূর্য কিরণে চন্দ্রের সেই ঔজ্জ্বল্য এবং প্রভা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তখন চন্দ্র সূর্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পরাধীন হয়ে থাকে। আবার সূর্যের অপ্রকাশে চন্দ্র তার নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, স্বাধীনতা কতখানি কাম্য।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনকশ্চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥

বঙ্গানুবাদ : পরিত্রাণকারী, অন্নদাতা, পত্নীর পিতা, জন্মদাতা পিতা, এবং উপনয়নকারী—এই পাঁচজনকে আমরা পিতা বলতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পিতা শব্দটির ব্যাখ্যা করে পাঁচটি এমন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যার সঙ্গে পিতৃত্ব বিষয়টি যুক্ত হয়ে আছে।

যিনি আমাকে নিয়মিত অন্ন দান করে থাকেন, যদি আমি তাঁর ঔরসে নাও জন্মে থাকি, তাহলেও তাঁকে পিতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারণ অন্ন ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারব না।

যিনি চতুপার্শ্বস্থ ভয় আতঙ্কের পরিবেশ থেকে আমাদের রক্ষা করেন, তিনি হলেন আমাদের কাছে পরম পূজ্য পিতার তুল্য।

যিনি কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, তিনিও আমার কাছে পিতার সমতুল্য শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি।

যিনি আমার জন্ম দিয়েছেন, তিনিও আমার কাছে শ্রদ্ধেয়। আর যিনি আমার উপনয়ন দিয়েছেন, অর্থাৎ পৈতা দিয়েছেন, তাঁকে আমরা পিতার সমগোত্রীয় বলে ভাবর।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥

বঙ্গানুবাদ : ক্রোধে অন্ধ ব্যক্তিকে শান্ত আচরণের দ্বারা বশীভূত করা উচিত। অসাধু ব্যক্তিকে স্ববশে আনতে হয় সৎ আচরণের দ্বারা। নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিকে দানের দ্বারা বা ঔদার্যের দ্বারা বশ করতে হয়। মিথ্যাকে জয় করতে হয় সত্যের দ্বারা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা বিভিন্ন মানুষকে নিজের বশে আনার জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ করব। সব ব্যক্তির জন্য একই পন্থা অনুসৃত হতে পারে না। কারণ এখানে বিভিন্ন মনোভাবাপন্ন মানুষের সাথে কার্যকারিতায় অংশ নিতে হবে। যে ব্যক্তি ক্রোধে উন্মত্ত তাকে স্ববশে আনতে হলে তার সঙ্গে শান্ত সমাহিত ব্যবহার করা দরকার। যে অসাধু এবং অসৎ, তাকে সদাচরণের দ্বারা নিজের বশীভূত করতে হবে। নীচ প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানুষকে ঔদার্যের দ্বারা ভালোবাসতে হবে। মিথ্যার আবরণকে উন্মোচিত করতে হবে সতানুসন্ধানের দ্বারা।

অমিত্রম্ কুরুতে মিত্রম্ মিত্রম্ দ্বেষ্টি হিনস্তি চ।
কর্ম চ আরভতে দুষ্টং তম্ আহুঃ মূঢ়চেতসম্।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্র বলে ভাবে, তার সাথে সংস্রব রাখা উচিত নয়। যে মিত্রকে হিংসা-দ্বেষ করে, তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। যে মন্দ কাজ শুরু করে তার সান্নিধ্যে থাকা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : চাণক্য এখানে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমরা একজন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্থাপন করে তবে তার সাথে সখ্য স্থাপন করব। মূর্খ ব্যক্তির থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। যে ব্যক্তির ভালো মন্দ বিচার করতে পারে না এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কাজে বেশি উৎসাহ দেখায়, তাকে সর্বদা ত্যাগ করে চলতে হবে।

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পাদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্।।

বঙ্গানুবাদ : ইন্দ্রিসমূহকে সংযত করতে না পারা হল বিপদের পথ। আর সেগুলি জয় করা হল সম্পদের পথ। যে পথে ইষ্টলাভ হয় সেই পথেই গমন করা শ্রেয়।

বাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানব চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। ইন্দ্রিসমূহ সর্বদা আমাদের বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। আমরা যদি ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়ে জীবনের পথে চলতে চাই, তাহলে শেষ পর্যন্ত নানা সমস্যা দেখা দেবে। যদি সব জানা সত্ত্বেও আমি স্বেচ্ছায় এই পথে গমন করি, তবে আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বকতা সৃষ্টি করা অনর্থক। কারণ তাহলে আমার দিন কাটবে নিরন্তর দুঃখ এবং যন্ত্রণার মধ্যে। আর যদি ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত লোভ-লালসাকে জয় করা যায়, তাহলে যে পথের পথিক হওয়া সম্ভব, সেটি হল সুন্দর এবং সম্পদের পথ। ব্যক্তি বিশেষের জন্য বিভিন্ন পথ পড়ে আছে। যার যেমন খুশি, সে সেই পথে ভ্রমণ করতে পারে।

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা তৃষণা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ সন্তোষা নন্দনং বনম্।।

বঙ্গানুবাদ : রোগকে আমরা মৃত্যুরাজ যমের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ভোগ বাসনা হলে যমের দ্বারস্থিত বৈতরণী নদী। বিদ্যার সঙ্গে কামধেনুর মিল আছে। আত্মসন্তোষ অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্টিকে নন্দনকাননের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে জীবনের শুভ ও অশুভ দিকগুলির ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। চাণক্যের অভিমত ক্রোধ অর্থাৎ রাগ এবং জাগতিক বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ ভোগবাসনা হল অশুভ দিক। এই দুটি বিষয়ের সাথে তিনি মৃত্যুরাজ যম এবং যমদ্বারে অবস্থিত বৈতরণী নদীর তুলনা করেছেন। আবার বিদ্যা ও আত্মসন্তুষ্টি হল স্বর্গীয় উপাদান। এই দুটি বিষয়কে মানুষের জীবনের শুভ বিষয় স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। এই দুটিকে কামুধেনু এবং নন্দন কাননের সঙ্গে তূলনা করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিত এই দুটি বিষয়কে অর্জন ও আত্মস্থ করা।

গুণৈরুত্তমতাং যান্তি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতৈঃ।
প্রাসাদ শিখরস্থোহপি কিং কাকো গরুড়ায়তে।।

বঙ্গানুবাদ : গুণাবলীর দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায়। উচ্চাসনে বসলেই আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারি না। কাক যদি প্রাসাদের শীর্ষে বসে তবুও কি তার সঙ্গে কখনো আমরা গরুড়ের তুলনা করতে পারব?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে সব থেকে ঈপ্সিত বস্তু হল স্বঅর্জিত গুণাবলী। অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরিশ্রম, কর্তব্য-পরায়ণতা, নিয়মশৃঙ্খলার মাধ্যমে এই গুণগুলিকে অর্জন করতে হয়। শুধুমাত্র বংশগরিমা থাকলেই আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি না। উঁচু বংশে জাত হয়েও অনেককে নীচ হীন অবস্থায় দিন কাটাতে দেখা যায়। কাক যদি কোনোরকমে প্রাসাদের শীর্ষে উঠে যায়, তবে তাকে কি আমরা গড়ুরের সমতুল্য পাখি বলে মনে করব?

চলা লক্ষ্মীশ্চলাঃ প্রাণশ্চলে জীবিত-মন্দিরে।
চলাচলে চ সংসারে ধর্ম একো হি নিশ্চলঃ।।

বঙ্গানুবাদ : এই পৃথিবীতে লক্ষ্মী চঞ্চলা এবং প্রাণও চঞ্চল। জীবন ও দেহ চিরকাল থাকে না। চলমান এই জগতে ধর্মই শাশ্বত সত্তা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : অনেক মনে করেন যে, লক্ষ্মী অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য চিরকাল একইরকমভাবে একই জায়গায় অবস্থান করে। এটি আমাদের স্বকল্পিত ধারণা। লক্ষ্মী বড়ো চঞ্চল, আজ যে ধনী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কাল হয়তো তাকে দীনদরিদ্রে

পরিণত হতে হবে। প্রাণও একটি চঞ্চল অর্থাৎ চলমান সত্তা। প্রাণ থাকলে তার উৎপত্তি ও বিনাশ থাকবে। জীবন সর্বদা একই খাদে প্রবাহিত হয় না। দেহ একদা বার্ধক্যে জর্জরিত হয়। তাহলে নশ্বর এই পৃথিবীতে কোনটিকে শাশ্বত সত্তা হিসেবে আমরা পরিগণিত করব? আধ্যাত্মিক চেতনা এবং ধার্মি অনুশাসনই হল শাশ্বত সত্তা, যা কখনো নিষ্প্রভ হয় না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন-যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।।

বঙ্গানুবাদ : মন, ঐশ্বর্য, জীবন যৌবন, সবকিছু চঞ্চল, জগতের সবকিছু বিনাশী। যার বুদ্ধি আছে তিনি চিরদিন তাঁর কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে কোনো কিছুকে আমরা শাশ্বত সত্য বা চিরস্থায়ী বলতে পারি না। সবকিছুর উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। তবে একজন মানুষ কীসের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেন? তাঁর কীর্তি এবং তাঁর প্রতিভাই তাঁকে অমর করে তুলবে।

প্রসঙ্গত আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক বলতে পারি। অর্জুন গীতায় শ্রীভগবানকে বলেছেন, মন কোনো কিছুতেই স্থির নয়। শ্রীকৃষ্ণ এর উত্তরে বলেছেন, জগতে কেবল কীর্তিই চিরস্থায়ী। যাঁদের কীর্তি আছে তাঁরা যুগ যুগান্তে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। তাই ধন-জীবন সব কিছুর বিনিময়ে কীর্তি অর্জন করা উচিত।

জন্মানি জ্যেষ্ঠতা নৈব জ্যেষ্ঠতা বিদ্যতে গুণে।
গুণাদ্ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধাদ্ দধি ঘৃতং যথা ॥

বঙ্গানুবাদ : আগে জন্মালেই বড়ো হওয়া যায় না। বড়ো হয় গুণের দ্বারা, গুণ থেকেই গুণী আসে। যেমনভাবে দুধ থেকে দধি এবং ঘৃত তৈরি হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য বলতে চাইছেন যে, আমাদের শারীরিক বয়সটা কিছু নয়। আসল বিষয় হল মানসিক বয়স। মানুষ কীসের দ্বারা পৃথিবীতে সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে? গুণ ও প্রতিভার দ্বারাই সে সকলের কাছে আদরণীয় হয়। গুণ থেকেই গৌরব অর্জিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রাকৃতিক কার্যকারণের কথা তুলে ধরেছেন। আমরা জানি যে, দুধ থেকে দই এবং ঘি প্রস্তুত হয়। দুধ হল দই এবং ঘি-এর জনক। দুধের জন্ম আগে, কিন্তু দুধের থেকে আমরা দই এবং ঘি কে বেশি ভালোবাসি এবং তাদের মূল্য বেশি।

দুর্বলস্য বলং রাজা
বালানং রোদনং বলম্।

বলং মুর্খস্য মৌনত্বিং
চৌরাণামনৃতং মনৃতং বলম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : দুর্বলের বল হলেন রাজা। বালক বা নারীর বল হল রোদন। মূর্খের বল মৌনতা। চোরের বল হল মিথ্যে কথা বলা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রজাবৃন্দের মধ্যে যারা দুর্বল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে হীনবল, দেশের রাজা তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেন। রাজানুগ্রহ লাভ করতে না পারলে তারা ঠিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের অসহায় জীবনে রাজাই হলেন পরম সম্পদ।

বালক বা নারীরা সাধারণত রোদন করে অর্থাৎ কান্নাকাটি করে নিজের অসহায় অবস্থা প্রকাশ করতে চায়। যেহেতু তারা পুরুষদের মতো শক্তিশালী নয় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্থিতিশীল নয়, তাই এইভাবেই অপরের দৃষ্টি আর্কষণ করার চেষ্টা করে। তাঁদের এহেন আচরণকে আমরা কখনো নিন্দাযোগ্য বলব না। কারণ ঈশ্বর তাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

যে মূর্খ সে মুখ খুলতে ভয় পায়। কারণ মুখ খুললেই তার মূর্খামি ধরা পড়ে যাবে। সে সর্বদা মৌনতা অবলম্বন করে এবং গাম্ভীর্যময় পরিবেশ বজায় রাখে। যেহেতু তার মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণের অভিজ্ঞতা শ্রোতাদের হয় না, তাই শ্রোতারা তাকে এক জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবেই মনে করে।

চোরেরা নিজেদের পিঠ বাঁচানোর জন্য অহরহ মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা কথা না বললে তারা তাদের পেশা বজায় রাখতে পারবে না। এই মিথ্যাচারই হল চোরেদের সব থেকে বড়ো সম্পদ বা আশ্রয়।

চতুর্থ পর্ব

মানুষের শুভ বোধ ও করণীয় কর্তব্য

দানেন পানি র্ন তু কাঞ্চনেন
স্নানেন শুদ্ধি র্ন তু চন্দনেন।
মানেন তৃপ্তি র্ন তু ভোজনেন
জ্ঞানেন মুক্তি র্ন তু মুণ্ডনেন।।

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণালঙ্কারকে আমরা হাতের শোভা বলব না, দানই হল হাতের প্রকৃত শোভা। চন্দনের দ্বারা পবিত্রতা আসে না, পবিত্রতা আসে অবগাহনের দ্বারা। সম্মানিত হলে পরিতৃপ্তি আসে, ভোজনের দ্বারা সেই পরিতৃপ্তি অর্জন করা যায় না। জ্ঞান হল মুক্তির সোপান, মস্তকমুন্ডন নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা সাধারণত অলঙ্কার পরে থাকি। এইভাবে ঐশ্বর্যশালী হয়ে বিচরণ করি। আমরা ভাবি, আমাকে এই আভরণভূষিত অবস্থায় দেখে সকলের মনে ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধার জন্ম হবে। আসলে এইসব হল বাইরের আভরণ। যে হাত দান করতে শেখেনি, সেই হাতকে কখনোই আমরা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করতে পারব না

অবগাহনের দ্বারা দেহের মালিন্য দূর হয়। নিয়মিত অবগাহন করলে শরীর ও মন উভয়েই সুস্থ থাকে। যদি আমরা স্নান না করে শরীরকে যদি শুধুমাত্র চন্দন দ্বারা চর্চিত করি, তাহলে কি অবগাহনের আনন্দ ও পবিত্রতা লাভ করতে পারব?

উপযুক্ত ভোজনের দ্বারা সাময়িক পরিতৃপ্তি আসে, কিন্তু এই পরিতৃপ্তির ব্যাপ্তি বেশিক্ষণের জন্য নয়। অনতিবিলম্বে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আর যদি আমরা সকলের কাছে সম্মান অর্জন করি— তার ফলে মনের ভেতর যে সন্তোষের জন্ম হয়, তা অপরিমাপ্য হয়।

জ্ঞানই হল মুক্তির সোপান। জ্ঞানী ব্যক্তি মনের মধ্যে যে ধরনের আনন্দ উপলব্ধি করেন, অজ্ঞান ব্যক্তিরা তা করতে পারেন না। যদি আমরা জ্ঞান আহরণ না করে শুধু মস্তক মুন্ডন করি, তাহলে কি সত্যিকারের মুক্তির সন্ধান পাব?

দুরাগতং পথিশ্রান্তং বৃথা চ গৃহস্বাগতম্।
অনর্চয়িত্বা যো ভুঙক্তে স বৈ চণ্ডাল উদ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : দূর থেকে আগত ক্লান্ত পথিক যদি বিনা প্রয়োজনে গৃহে আসেন, তাহলে তাঁর যথাযোগ্য আপ্যায়ন করা উচিত। যে গৃহস্থ এমন কাজ করা থেকে বিরত হন, তাঁকে আমরা চন্ডালের সমতুল্য গণ্য করতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : ভারতীয় পুরাণ এবং শাস্ত্রে অতিথিকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে গৃহে আসে তাকেই অতিথি বলা হয়। 'অতিথি দেবো

ভব'—এটি উপনিষদের শাশ্বত বাণী। তাই অতিথির সমাদরের দিকে নজর রাখা দরকার। গৃহে যা কিছু আছে, তার কিছুটা অতিথির হাতে তুলে দেওয়া উচিত। এই আতিথেয়তা চিরন্তন ভারতীয় সংস্কারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। পথক্লান্ত কোনো মানুষ গৃহে উপস্থিত হলে তাঁকে ফেরাতে নেই। যে এই ধরনের আচরণ করে তাকে আমরা নীচ চন্ডালের সম শ্রেণিভুক্ত বলে গণ্য করব।

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্‌বিশ্বাসকারণম।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।।

বঙ্গানুবাদ : দুর্জন ব্যক্তি প্রিয় কথা বললেও তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাদের জিভের আগায় থাকে মধু আর হৃদয়ে থাকে বিষ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে সব দুর্জন ব্যক্তিরা মিথ্যে কথা বলে আমাদের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে, তাদের থেকে শত হস্ত দূরে থাকাটাই বিধেয়। তারা আচার-আচরণের মাধ্যমে আমাদের পরমপ্রিয় সুহৃদ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু অন্তর থেকে তারা আমাদের কখনো ভালো চায় না। সময় ও সুযোগ পেলে তারা আমাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করবে। এটাই তাদের মনোগত বাসনা।

পরকায্‌বিহন্ত চ দাম্ভিকঃ স্বার্থসাধকঃ।
ছলী দ্বেষী তথা ক্রুরোস মার্জারো বিকথ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি পরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, যে ব্যক্তি দাম্ভিক, স্বার্থপরায়ণ, প্রতারক, হিংসাপরায়ণ এবং কুটিল, তাকে আমরা বেড়াল স্বভাব সঞ্জাত বলব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মানুষের সাথে বেড়ালের তুলনা করতে গিয়ে কয়েকটি খারাপ বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। মানুষ কেন পরের কাজে অযথা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে? এই পৃথিবীতে অনেক ছিদ্রান্বেষী মানুষের দেখা পাওয়া যায়, যারা অযথা পরের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আনন্দ পায়। তারা নেতিবাচক মনোভাবের অধিকারী, তাদের মধ্যে দম্ভ আছে, আছে স্বার্থপরায়ণতা, তারা প্রতারণা করতে ভালোবাসে। তারা অকারণে হিংসাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং কুটিল স্বভাবের। এই জাতীয় মানুষদের মার্জার অর্থাৎ বেড়ালদের সমতুল্য বলে বলে মনে করা উচিত।

পক্ষিণাং কাকশ্চন্ডালঃ
পশুনাং চৈব কুক্কুরঃ।
মন্নীনাং পাপশ্চণ্ডালঃ
সুর্বেষু নিন্দকো জনঃ।।

বঙ্গানুবাদ : পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে কুকুর, মুনিদের মধ্যে যিনি পাপাচারী এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে আমরা নিন্দুক ব্যক্তিকেই চণ্ডাল বলব।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে 'চণ্ডাল' শব্দটি 'নীচাশয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি কোনো জাতি নির্দেশক ইঙ্গিত বহন করে না। পক্ষিকুলের মধ্যে আমরা কাককে ঘৃণা করে থাকি। যদিও কাক নানাভাবে পরিমণ্ডল পরিষ্কার রাখে, কিন্তু তার স্বভাবই তাকে এহেন অপবাদ দিয়েছে। কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর এবং কুরূপ আমাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।

পশুদের মধ্যে কুকুরকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পছন্দ করি না, যদিও কুকুরের মধ্যে একাধিক সুবৈশিষ্ট্য আছে, যা মানুষ গ্রহণ করতে পারে।

মুনিঋষিরা সাধারণত সৎ শোভন সুন্দর পথের পথিক হন। কিন্তু কোনো কোনো সন্ন্যাসী আবার পথভ্রষ্ট হয়ে পাপাচারে মগ্ন থাকেন, দেবসাধনার নামে তারা নারীসম্ভোগে মেতে ওঠেন। এই জাতীয় সন্ন্যাসীদের আমরা সর্বদা বর্জন করব এবং তাঁরা হলেন সন্ন্যাসী কুলের কলঙ্ক।

সবশেষে নিন্দুক ব্যক্তির সাথে চন্ডালের তুলনা করা যেতে পারে। চণ্ডালরা যেমন সমাজের একেবারে নিচুতলার বাসিন্দা, নিন্দুক ব্যক্তিরাও তেমনভাবে সমাজের এক কোণে অবস্থান করে। কেউ তাদের ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না।

প্রাতর্দ্যূতপ্রসঙ্গেন মধ্যাহ্নে স্ত্রীপ্রসঙ্গতঃ।
রাত্রৌ চৌরপ্রসঙ্গেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।।

বঙ্গানুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রভাতে পাশা খেলার প্রসঙ্গে, মধ্যাহ্নে নারী প্রসঙ্গে এবং রাতে চোরের প্রসঙ্গে আলোচনা করে সময় কাটান।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই শ্লোকটি পাঠ করলে আমাদের মনের ভেতর একধরনের সংশয়ের জন্ম হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ কী? এবার আলোচনা করা যাক। পাশা খেলা প্রসঙ্গে মহাভারত পাঠের কথা বলা হয়েছে। কারণ মহাভারত মহাকাব্যটির কাহিনির অগ্রগতি পাশাখেলাকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হয়েছে। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকালে নিয়ম করেন মহাভারত পাঠ করেন, কারণ মহাভারত আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অঙ্গ এবং দ্যোতক হিসেবে মহাভারতকে শ্রদ্ধা করা হয়।

মধ্যাহ্নে তাঁরা নারী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এর অর্থ কী? ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণের কেন্দ্রিয় চরিত্র হল রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে কেন্দ্র করে রামায়ণের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে বলে কবি এখানে ইচ্ছে করে হেঁয়ালিপূর্ণ ভাবে 'নারী' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

'চোর' প্রসঙ্গ কথাটির অর্থ কী? এখানেও কবি একটি ধাঁধার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এই শব্দের অর্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চাতুরিমূলক কর্মজীবন সম্পর্কে আলোচনা করা।

তাহলে এই শ্লোকটির অর্থ হল জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকালে মহাভারত পাঠ করেন এবং তার ব্যাখ্যা করেন, দুপুরে রামায়ণ পাঠ করেন এবং রামায়ণের অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যেবেল তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপ এবং রহস্য সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত থাকেন। এইভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা তাঁরা আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে বাস করেন।

মাতৃপিতৃপরিত্যাক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।।

বঙ্গাবুনাদ : মা-বাবা যাদের ত্যাগ করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজনগণ যাদের ত্যাগ করেছেন, তাদের অন্য কোনো গতি নেই। একমাত্র শ্রেষ্ঠ নগরী বারাণসীতে গিয়েই তারা বসবাস করতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, মানুষ সকলের সাথে মিলেমিশে পথ চলতে ভালোবাসে। কিন্তু যদি কোনো কারণে মানুষ নির্বান্ধব হয়, এমনকী মা-বাবা যদি তাকে ত্যাগ করে, বন্ধুবান্ধব যদি তার সংস্রব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তাহলে এমন নিঃসঙ্গ মানুষ কোথায় আশ্রয় নেবে?

বারাণসী শহরকে সাধারণত স্বর্গের সমতুল্য বলা হয়। বরুণা এবং অসি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহরটির মহিমা অসাধারণ। তাই এইসব নির্বান্ধব মানুষদের উচিত মর্ত্যের স্বর্গ বারাণসীতে গিয়ে জীবন কাটানো।

লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্মণ।
মূর্খং ছন্দানুবর্তেন তথা সত্যেনপন্ডিতম্।।

বঙ্গানুবাদ : লোভীকে অর্থের দ্বারা, ক্রোধীকে কৃতাঞ্জলি হয়ে, অর্থাৎ খোসামোদ করে, মূর্খকে মনের মতো কথা বলে, আর পন্ডিতকে জ্ঞানের দ্বারা বশ করতে হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা লোভীকে কীভাবে বশ করব? জাগতিক সকল কিছুর প্রতি তার অপরিমাপ্য লোভ বিদ্যমান। তাকে অতিরিক্ত অর্থ উৎকোচ দিয়ে বশ করতে হবে।

যে ব্যক্তি রেগে গেছে তার সামনে কি আমরা উদ্ধত আচরণ করব? কখনোই তা করব না। আমরা বিনয়-প্রকাশ করে তার ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করব।

যে মূর্খ ব্যক্তি, তাকে শান্ত করতে হলে তার মনের মতো মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে হয়। সে ব্যক্তি ওই মিথ্যা কথাগুলোকেই সত্য বলে ভাবে।

আর পন্ডিতকে আমরা জ্ঞানের দ্বারা বশ করতে পারব। পন্ডিতেরা জ্ঞানাভিলাসী হয়ে থাকেন। তাঁর কাছে যদি আমরা জ্ঞানের কথা আলোচনা করি তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পন্ডিতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি পরস্ত্রীকে মাতার মতো শ্রদ্ধা করেন, তিনি হলেন প্রকৃত পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি অপরের দ্রব্যকে মাটির ঢেলার মতো মনে করেন। তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণীকেই তাঁর আত্মার আত্মীয় বলে মনে করেন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পরস্ত্রীর প্রতি আমরা কীরূপ ব্যবহার করব? যেহেতু তিনি পরস্ত্রী তাই তাঁকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা উচিত। যে ব্যক্তি ওই জাতীয় আচরণ করেন, তাঁকে আমরা এক মহান ব্যক্তি বলতে পারি। অপরের দ্রব্য কখনো আত্মসাৎ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তির কাছে অন্যের দ্রব্য মাটির ঢেলার মতো মূল্যহীন, সেই ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী। তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে নিজের আত্মার আত্মীয় স্বরূপ মনে করেন। তাঁকে নমস্কার। এই জাতীয় মনোভাবাপন্ন মানুষরাই জগৎ সংসারের অহংকার। তাঁরা জ্ঞান এবং পান্ডিত্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন।

মাতা চ কমলা দেবী পিতা দেবো জনার্দনঃ।

বান্ধব বিষ্ণুভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁর মাতা লক্ষ্মীতুল্য, পিতা বিষ্ণুতুল্য এবং বন্ধুবান্ধব বিষ্ণুভক্ত, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিভুবনই তার স্বদেশ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এই শ্লোকে এক ভাগ্যবান ব্যক্তির পরিমন্ডল সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। মাতা পিতাকে আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ হিসেবে ঘোষণা করে থাকি। যে ব্যক্তির মাতা লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনীয়, অর্থাৎ যাঁর মাতা লক্ষ্মী দেবীর মতো অশেষ ধনদায়িণী, যাঁর পিতার সাথে ত্রিভুবনের প্রতিপালক বিষ্ণুর তুলনা করা যেতে পারে, এবং যাঁর সুহৃদবর্গের সাথে বিষ্ণুভক্তদের তুলনা করা সম্ভব, তিনি স্থল-জল-অন্তরীক্ষকে তাঁর স্বদেশ স্বরূপ বিচার-বিবেচনা করতে পারেন। কোনো জায়গাতে গেলে তাঁকে বিন্দুমাত্র অনাদর বা অশ্রদ্ধার সম্মুখীন হতে হবে না।

যথা খনিত্বা খনিত্রেণ ভূতলে বারি বিন্দতি।

তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষারধিগচ্ছতি ॥

বঙ্গানুবাদ : খনন যন্ত্রের দ্বারা খনন করলে আমরা মাটির গভীর থেকে জল পাই। একই রকমভাবে সেবার দ্বারা গুরুর কাছ থেকে এমন বিদ্যা লাভ করা যেতে পারে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মাটির নিচে জল আছে, কিন্তু সেই জল আমরা কীভাবে সংগ্রহ করব? এর জন্য নির্দিষ্ট খনন যন্ত্রের প্রয়োজন। খনন যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে ছিদ্র করে জল আনা হয়। একইরকমভাবে আমরা যদি দীর্ঘ সেবা শুশ্রূষার দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করতে পারি, তাহলে গুরু তাঁর জ্ঞানের কিছুটা আমাদের অর্পণ করবেন। শুধুমাত্র উপস্থিতির দ্বারাই এটি সম্ভব নয়, এর জন্য ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন।

ধর্মস্থানে শ্মশানে চ রোগিনাং যা মতির্ভবেৎ।
সা সর্বদৈব তিষ্ঠেচ্চ তেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ।।

বঙ্গানুবাদ : কোনো ধর্মস্থানে বা শ্মশানে গেলে কিংবা রোগ্রস্ত অবস্থায় মানুষের মধ্যে যে মনোবৃত্তি জন্মায়, যদি সেই মনোভাব সদা সর্বদা স্থায়ী হয়, তাহলে জন্মবন্ধন থেকে চিরমুক্তি পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোনো ধর্মস্থানে গেলে আমাদের মনে এক ধরনের ধর্মভাবের উদয় হয়, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আমরা পার্থিব জগতের আর্কষণ ভুলে যেতে বাধ্য হই। তখন আমাদের মন অধ্যাত্ম চিন্তায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের অসারতা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি।

শ্মশানে গেলে চোখের সামনে দাহকার্য দেখে মনে এক ধরনের বৈরাগ্যের জন্ম হয়। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এ জগতে কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়। জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য, সেই মুহূর্তে এমন একটি বোধের সঞ্চরণ ঘটে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে।

রোগগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের মনে নানা নেতিবাচক চিন্তার স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়। তখন জগতের সব কিছুতে আসার বলে মনে হয়।

চাণক্যের অভিমত হল, যদি সদাসর্বদা আমাদের মনে এই ধরনের বৈরাগ্যমূলক ভাবনার উদয় হয়, তবেই আমরা যথার্থ মুক্তি পেতে পারি। তাহলে আর জগৎ-সংসারের প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকে না।

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।।

বঙ্গানুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তির ধন এবং জীবন পরের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। যখন এ দুটির বিনাশ অনিবার্য, তখন এগুলি অবশ্যই সৎ কাজে ত্যাগ করাই উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : ধন এবং জীবন দুই-ই ক্ষণস্থায়ী। সুখী ব্যক্তি মনে করে থাকেন যে, ধন কখনো ফুরোবে না এবং জীব চির প্রবহমান থাকবে। অথচ জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন, এই দুটি হল অত্যন্ত চঞ্চল। যেহেতু এদের বিনাশ অনিবার্য, তাই এই দুটি বিষয়কে সৎ কাজে লাগাতে হবে। আমরা জানি বিত্তসুখ, জীবন, যৌবন সবই নশ্বর। তাই এই দুটিকে আঁকড়ে ধরে থেকে কী লাভ? যাকে আমরা চিরদিন ধরে রাখতে পারব না, তাকে তো অপরের হিতার্থে জন্য উৎসর্গ করা উচিত।

ধনধান্যপ্রয়োগেষু বিদ্যাসংগ্রহণেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : ধন এবং ধান্য আদান-প্রদানের সময়, বিদ্যার্জন করার সময়, ভোজনের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারে, বিশেষত রাজার বিচার সভায় ও আইনকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে লজ্জা বিসর্জ্জন দিতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যখন আমরা ধনের আদান-প্রদান করি, তখন তার আইনগত দিকটি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। না হলে এক পক্ষকে প্রতারিত হতে হয়। ধান্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও একই কথা মনে রাখতে হবে। বিদ্যার্জন করার সময় গুরুর নিকট সবকথা খুলে বলা দরকার। তা না হলে আমরা ঠিকমতো বিদ্যার্জন করতে পারব না। যদি কোনো একটি বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয়, সেটিও জানানো উচিত। ভোজনের ক্ষেত্রে লজ্জা করলে পরিপূর্ণ ভোজন করা সম্ভব হবে না। তখন অর্ধাহারে থাকতে হবে। রাজার বিচারসভায় নিজের মতামত পরিষ্কার ভাবে জানানো উচিত। সেখানে লজ্জা করলে বিচারের রায় আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। আইনকানুন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তার্কিক মনোভাবাসম্পন্ন হওয়া উচিত। না হলে ঠকতে হতে পারে।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে।
দম্পত্যোং কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।।

বঙ্গানুবাদ : ছাগলের সঙ্গে ছাগলের যুদ্ধে, ঋষিদের দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধে, সকাল বেলা মেঘের আড়ম্বরপূর্ব গর্জনে এবং স্বামী-স্ত্রী বিবাদের শুরুতে যে পরিমাণ আড়ম্বর থাকে, পরিনামে সেই পরিমাণ ফলপ্রদান করে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বাংলাতে একটি প্রবাদ আছে— "যত গর্জে তত বর্ষে না" চাণক্যএহে প্রবাদটিকেই শ্লোকের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শ্লোক প্রণেতা সচারাচর ঘটমান এমন চারটি ঘটনার কথা বলেছেন। প্রথমেই তিনি একটি ছাগলের সাথে অন্য একটি ছাগলের ঝগড়ার উল্লেখ করেছে। দুটি ছাগল যখন শিং-এ শিং লাগিয়ে লড়াই করে তখন মনে হয় এখনই বুঝি রক্তারক্তি কান্ড শুরু হবে। মেস পর্যন্ত তারা দু'জনেই রণে ভঙ্গ দেয়।

ঋষিদের দ্বারা কৃত শ্রাদ্ধ সম্পাদনে একই ঘটনা ঘটে যায়। 'ঋষি শ্রাদ্ধ' বলে একটি প্রবাদ আছে। সেখানে কাজের থেকে আড়ম্বর বেশি। সকালবেলা মেঘের শুরু র্গজনে মনে হয় এখনই বুঝি বৃষ্টি শুরু হবে। একটু রোদ উঠলে মেঘেদের সেই প্রভাব কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

সংসারের প্রাত্যহিকতায় স্বামী-স্ত্রী মাঝে মধ্যে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, তাদের মধ্যে বোধহয় দৈহিক সংঘাত দেখা দেবে। পরে আবার বিবাদ অভিমান ভুলে তারা হাসিমুখে সংসার জীবনযাপনে ব্রতী হয়।

কামং ক্রোধং তথা লোভং স্বাদং শৃঙ্গারকৌতুকম্।
অতিনিদ্রাতি সেবাঞ্চ বিদ্যার্থী হ্যষ্ট বর্জয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : শিক্ষার্থীর কাম, লোভ, ক্রোধ, স্বাদ, শৃঙ্গার, কৌতুক, অতিনিদ্রা এবং অতিভোজন—এই আটটি বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত। না হলে সে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে একজন বিদ্যার্থীর উপযুক্ত কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি ব্রহ্মচর্য হল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় শিক্ষার্থী যে পড়াশোনা করে, তার দ্বারা ভবিষ্যতে অর্থোপার্জন করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব হয়। তাই এই সময় আমাদের বিশেষ নজর দেওয়া উচিত চরিত্র গঠনের দিকে। চাণক্য এই সময় আটটি বিষয় থেকে দূরে থাকার বিষয়ে সচেতন করেছেন। কারণ এই আটটি বিষয় বিদ্যার্থীকে ইন্দ্রিয়াসক্ত করে তোলে। শিক্ষার্থীর মনে যেন কামের উদ্রেক না হয়, কামের উদ্রেক হলে তার মন চঞ্চল হবে, সে তখন আর পড়াশোনার দিকে নজর দিতে পারবে না। তার মনে ক্রোধের জন্ম হলেও সে ঠিকমতো বিদ্যাভ্যাস করতে পারবে না। কোনো বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত লোভ তাকে স্বকর্ম থেকে বিচ্যুত করবে। সুস্বাদু আহার গ্রহণ করলে সে আরও বেশি লোভী হবে। কাজেই তখন তাকে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। শৃঙ্গারে অংশ নিলেও তার চারিত্রিক অবনতি ঘটে যাবে। মানসিক ধৈর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

অতিরিক্ত কৌতুক তার চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট করবে। অতিনিদ্রা তাকে বিলাসী করে তুলবে। অধিক ভোজন করলে তার স্বাস্থ্যের অপকার হবে। তাই মহামতি চাণক্যের অভিমত, একজন বিদ্যার্থী যেন সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

গুরোর্যত্র পরিবাদো নিন্দা কপি প্রবর্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যেখানে গুরুর নিন্দা অথবা অপবাদ হতে থাকে, সেখানে কানে আঙুল দিয়ে থাকতে হয়, অথবা অচিরেই সেই স্থান পরিত্যাগ করতে হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের শাস্ত্রে গুরুকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন করা হয়েছে। গুরুবাক্য কখনো আমরা অস্বীকার বা অমান্য করতে পারি না। জীবনে চলার পথে গুরু হলেন চলমান ঈশ্বর। যদি কোনো জায়গায় গিয়ে আমরা দেখি যে, আমাদেব গুরুর বিরুদ্ধে কেউ কুকথা বলছে, অথবা গুরুর নিন্দা করা হচ্ছে তাহলে সেখানে গিয়ে কানে আঙুল দিয়ে থাকা উচিত। যাতে এসব বাক্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ না করে, সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। সব থেকে ভালো হল অতি দ্রুত সেই স্থান পরিত্যাগ করা।

গুরুরগ্নি দ্বির্জাতীনাং বর্ণনং ব্রহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীনাং সর্বেষামতিথি গুরুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই দ্বিজাতির গুরু হলে অগ্নি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই তিনবর্ণের গুরুত হল ব্রাহ্মণ। স্ত্রীলোকের একমাত্র গুরু তার স্বামী। অতিথি সকলের গুরু।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে শ্লোকপ্রণেতা চাণক্য জাতিভেদতত্ত্বের একটি বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি দ্বিজাতি অর্থে বলেছেন, যে জাতি দু'বার জন্মগ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের উপনয়ন হয়। মাতৃগর্ভ থেকে সে একবার জন্ম নেয়, আবার উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা তার পুনর্জম্ম হয়ে থাকে। এখন অবশ্য এই তিনবর্গের উপনয়ন হয় না। আগেকার দিনে এই তিনবর্ণের উপনয়ন হত এবং সেক্ষেত্রে অগ্নিকেই এই তিন বর্ণভুক্ত মানুষ গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। আর ব্রাহ্মণ হলেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণের গুরু। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে স্বামী হলেন একমাত্র গুরু, অর্থাৎ পতি সেবা ছাড়া তিনি অন্য কোনো বিষয়ের দিকে নজর দেবেন না। অতিথি কিন্তু সকলের কাছেই গুরুর সম্মান পাবার যোগ্য। কারণ অতিথিকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আসনে বসিয়েছি।

তাদৃশী জায়তে বুদ্ধি র্ব্যবসায়োঽপি তাদৃশঃ।
সহায়াস্তাদৃশ এব যাদৃশী ভবিতব্যতা।।

বঙ্গানুবাদ : যার যেমন ভাগ্য, তার তেমনি বুদ্ধির উদয় হয়, চেষ্টাও হয় ভাগ্যানুসারে এবং সেইরকম আত্মীয় পরিজনদের সন্ধান পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য তাঁর বিভিন্ন শ্লোকে বারবার ভাগ্যের কথা বলেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই পৃথিবীতে ভাগ্য হলো সব থেকে বড়ো নিয়ন্ত্রক শক্তি। আমরা কোনো ভাবেই ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। এই শ্লোকের মাধ্যমে তিনি ভাগ্যের এই প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষ কোন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবে? সুবুদ্ধি, নাকি কুবুদ্দি? এই বিষয়টি নির্ধারণ করে তার ভাগ্য। সৌবাগ্যপূর্ণ মানুষের মনে সুবুদ্ধির উদয় হয়, আর দুর্ভাগ্যপুর্ণ মানুষের মনে কুবুদ্ধির জন্ম হয়। একজন মানুষকে দেখা যায়, যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে তার ভাগ্যের চাকা ঘোরাবার চেষ্টা করছে। আবার অন্য একজন মানুষ কর্মহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। চাণক্যের অভিমত, এই বিষয়টির অন্তরালেও আছে ভাগ্য। ভাগ্যানুসারেই কেউ ভালো বন্ধুর সন্ধান পায়, আবার কেউ অসৎ সঙ্গে পতিত হতে বাধ্য হয়।

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ চ মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁরা অধম, তারা কেবল অর্থ সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করে। মধ্যম শ্রেণির ব্যক্তিরা ধন এবং মান—এই দুটিকেই কামনা করে। উত্তমেরা কেবল মান চায়। তারা জানে, মানই হল মহতের ধন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জগতে আমরা তিন শ্রেণির মানুষ দেখতে পাই। অধম, মধ্যম এবং উত্তম। এখন অবশ্য অধম শ্রেণির মানুষরাই জগতের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। তাদের কাছে জাগতিক সুখ ছাড়া অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তারা অর্থের সাহায্যে সমস্ত কিছুকেই পদানত করতে চায়। তারা ভাবে ধনই হল জীবনে বেঁচে থাকার একমাত্র উপজীব্য বিষয়। অবশ্য বর্তমান যুগের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার দিকে তাকিয়ে আমরা তাদের এই মনোগত বাসনাকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারি না। সভ্যসমাজে যে কোনো জিনিস কিনতে গেলেই অর্থের প্রয়োজন। জীবনে সুখ, শান্তি, সম্পত্তি—সব কিছুই হয়তো অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায়।

মধ্যম মানুষরা আবার অর্থের পাশাপাশি ব্যক্তিগত মান-সম্মানের দিকে নজর রাখতে ভালোবাসে। তারা ধনোপার্জনের জন্য মান-সম্মান বিসর্জন দিতে পারে না।

তাই তারা মধ্যম পন্থার মানুষ হিসেবেই চিহ্নিত। তারা খুব বেশি ধন প্রার্থনা করে না, আবার ধনহীন জীবন-যাপনে তাদের প্রবল অনীহা।

সমাজে যারা উত্তম শ্রেণির মানুষ, তারা কিন্তু ধনকে তৃণজ্ঞান করে থাকে। তাদের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত সম্মান হল সবথেকে বড়ো বিচার্য বিষয়।

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে ন মিত্রে হ্যপ্যতি বিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্বদোষং প্রকাশয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : অবিশ্বাসীকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। পরম বন্ধুকেও বেশি বিশ্বাস করলে পরিণামে ঠকতে হবে। কারণ বন্ধু কোনো কারণে রেগে গেলে তোমার জীবনের সব গোপন দুঃখের সকলের সামনে প্রকাশ করতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে মানুষ একবার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, কেন তাকে আমরা পুনরায় বিশ্বাস করব? তার চারিত্রিক নীচতার কথা ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, তাই তার থেকে দূরে থাকাটাই উচিত।

বন্ধুকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলতে নেই। হয়তো আগামীকাল তার সঙ্গে বন্ধুত্বের এই বাঁধন আর থাকবে না। তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করে সকলের সামনে তোমার জীবনের গোপন কথা ঘোষণা করতে পারে।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্কং কাষ্ঠঞ্চ মুর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : বৃক্ষ ফলভারে নত হয়, ধনী ব্যক্তিরাও চরিত্রগুণে নত হয়। কিন্তু শুকনো কাঠ আর মূর্খ ব্যক্তি ভেঙে যায়, তবু নত হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রকৃতি থেকে উদাহরণ নিয়ে চাণক্য একটি সুন্দর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আমরা পথের দুপাশে অনেক ফলন্ত বৃক্ষ দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, ফলভাবে সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি মাটির দিকে নেমে এসেছে, তবু তারা মূল বৃক্ষ থেকে উৎপাটিত হচ্ছে না। ঠিক তেমনিভাবেই একে পন্ডিত ব্যক্তি তাঁর অর্জিত জ্ঞানভারে নত হন, তবুও তাঁকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখা যায় না।

এর বিপরীত দিকটিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শুকনো কাঠ সহজেই ভেঙে যায়। অর্থাৎ যে কাঠের মধ্যে কোনো দৃঢ়তা থাকে না। এইভাবে অন্তঃসারশূন্য মানুষও তর্ক সভায় গেলে ভেঙে পড়তে বাধ্য হয়। তাই চাণক্যের অভিমত আমাদের জীবন যেন ওই ফলন্ত বৃক্ষের মতো হয়। আমরা যেন ফলভারে অবনত হই, কিন্তু ভেঙে না পড়ি।

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
জন্ম-জন্মানি মর্ত্যেষু মরনং তস্য কেবলম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চারটিকে চতুর্বর্গ বলা হয়। এই চতুর্বর্গের মধ্যে যার একটিও নেই, সে শুধুমাত্র মৃত্যুর জন্যই বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমাদের শাস্ত্রে চারটি বিষয়কে পরমাকাঙ্খিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই চারটি বিষয়কে চতুর্বর্গ বলা হয়। এর মধ্যে প্রথমেই আছে ধর্ম। শাস্ত্রকাররা ধর্মাচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বারবার বলেছেন যে, শুধুমাত্র জীবন ধারণ করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের সব থেকে বড়ো তফাত হল যে, মানুষের মধ্যে একটি সংবেদনশীল মন এবং মনন আছে। আমাদের উচিত সদাসর্বদা ধর্মচিন্তায় মগ্ন থাকা।

অর্থকে দ্বিতীয় বর্গ হিসেবে ধরা হয়েছে। জীবনে চলার পথে প্রতি মুহূর্তে অর্থের প্রয়োজন। উপযুক্ত থর্অ না থাকলে আমাদের অশেষ দুঃখ-কষ্টের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। এমনকী, তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক ব্যকিত্ব হারিয়ে ফেলি। বিবেকের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। রোগগ্রস্ত হলে তার চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। যথার্থ কারণেই প্রাচীন শাস্ত্রকাররা অর্থকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কামনাকে ভারতীয় শাস্ত্রকাররা তৃতীয় বর্গে স্থান দিয়েছেন। সাধারণত আমরা বাসনা কামনার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে থাকি এবং আমরা বলে থাকি যে, কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ এ দুটি বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াসক্তি যুক্ত আছে। কিন্তু ভালোভাবে দেখতে গেলে আমরা বুঝতে পারব, বাসনার উদ্রেক না হলে প্রজনন সম্ভব নয় এবং প্রজনন সম্ভব না হলে পৃথিবীতে সভ্যতার শেষ প্রহর উপস্থিত হবে। তাই কামনাকেও একটি অতি প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় বর্গ বলা উচিত।

মোক্ষকে সর্বশেষ বর্গ বলা হয়েছে। মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি। প্রথম তিনটি বর্গের সার্থক সম্পাদনের পর আমরা চতুর্বর্গের মধ্যে সর্বশেষ বর্গের সন্ধান পাই।

শ্লোক প্রণেতা চাণক্য বলেছেন, যে মানুষের মধ্যে এই চারটি বর্গের একটিও নেই। তার জন্মগ্রহণ করা বৃথা। শুধুমাত্র মৃত্যুর জন্যই বারবার সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

ধর্মাদর্থঃ প্রভাবতি ধর্মাৎ প্রভাবতি সুখম্।
ধর্মেণ লভ্যতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ ।।

বঙ্গানুবাদ : ধর্ম থেকেই আসে অর্থ, ধর্ম থেকেই আস সুখ, ধর্মের দ্বারাই সবকিছু পাওয়া যায় বলে এই জগতে ধর্মই সারবস্তু।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোক প্রণেতা চাণক্য এই অভিমত পোষন করেছেন যে, আমাদের সকল ইপ্সিতবস্তুর সাথে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। ধর্ম চিন্তা থেকেই আমরা অর্থোপার্জনে ব্রতী হই। আবার এই ধর্মচিন্তা থেকেই আমরা সুখ লাভ করতে পারি। কোনো কিছুকেই তাই বোধ হয় ধর্ম থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। প্রাচীনকালে ভারতীয় ঋষিরা এমনভাবেই আমাদের জীবনের চলার পথে ধর্মকে সংযুক্ত করেছিলেন। তাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধার্মিক মনোভাব ছাড়া কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়।

ধনং ক্ষীণং ভবেদ্দানাদ্ বিদ্যা দানদ্বিবর্ধতে।
তস্মাম্মন্যে ধ্রুবং বিদ্যা ধনাদপি গরীয়সী।।

বঙ্গানুবাদ : ধন দান করলে ধন হ্রাস পায়, বিদ্যা দান করলে বিদ্যা বর্ধিত হয়। সেজন্য এটা নিশ্চিত মনে করা যায় যে, ধনের অপেক্ষা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সঞ্চিত ধন ব্যয় অথবা দানের ফলে ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসে। যদি বা সমান্তরালভাবে ধনের আয় ও ব্যয় এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়। তাই এই ধনের সাথে জলপূর্ণ কলসীর তুলনা করা যায়। জলপূর্ণ কলসী থেকে বিন্দু বিন্দু জল নিঃশেষিত হলে একসময় কলসীটি জলশূন্য হয়ে যায়। একইভাবে বিপুল ধনরাশির ব্যায়িত হতে হতে তার কোনো অবশেষ থাকে না। অথচ বিদ্যার ক্ষেত্রে ঠিক তার উলটো ঘটনা ঘটে। বিদ্যা অপরকে দান করলে যে চর্চা হয়, তার দ্বারা নিজের বিদ্যা আরও উন্নত হয়ে ওঠে। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, ধনের থেকে বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, কারণ বিদ্যারয় কোনো ক্ষয় নেই।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো না কন্যাচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধর্থেশ্চ কৌরবৈঃ।।

বঙ্গানুবাদ : মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারো দাসনয়। হে মহারাজ, এটা সত্য যে, কৌরবরা আমাকে অর্থে দ্বারাই বশীভূত করেছে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে সবথেকে শক্তিশালী বিষয় হল অর্থ। অর্তের দ্বারা আমরা সবকিছু কিনতে পারি। অর্থ কিন্তু স্বাধীন রাজার মতো বিচরণ করে, সে কখনো কারো আনুগত্য স্বীকার করে না।

এই শ্লোকটির সাথে মহাভারতের গভীর সম্পর্ক আছে। মহামতি চাণক্য ভীষ্মের উদাহরণ দিয়ে এই শ্লোকটি রচনা করেছিলেন। এটি হল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি

ভীষ্মের উক্তি। ভীষ্মকে আমরা পরম ন্যায়পরায়ণ পুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে থাকি। শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পক্ষ ত্যাগ করে শঠ, নীচ, প্রবঞ্চক কৌরবদের পক্ষ অবলম্বন করে। কেন তিনি এমন একটি হীন কাজ করেছেন, তা জানাতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন যে, তিনি অর্থের দাস। অর্থের জন্যই আজ তিনি কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছেন। যেহেতু কৌরব পক্ষে অনন্ত অর্থের সমাহার, তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে এই কাজ করতে হয়েছে।

কৃপণের সমো দাতা ভুবি কোহপি ন বিদ্যতে।
অনশ্নন্নেব বিত্তানি যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।।

বঙ্গানুবাদ : পৃথিবীতে কৃপণের তুল্য দাতা কেউ নেই। যে ধনসম্পদ নিজে ভোগ না করে অপরকে দিয়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এটি হল কৃপণদের প্রতি এক ধরনের শ্লেষাত্মক উক্তি। কৃপণ নিজে জীবনকে উপবোগ না করে অর্থ সঞ্চয় করে। কিন্তু মৃত্যুর সময় সে কি সেই সঞ্চিত অর্থ সঙ্গে নিয়ে পরলোকে যেতে পারে? এই বিপুল অর্থ তাঁর পুত্র-পৌত্রই ভোগ করে। পুত্র বা পৌত্র কেউ তার নিজের নয়। সুতরাং সে এই অর্থ অন্যকে দিয়ে যায়। এতে তার কী বা লাভ হয়?

পঞ্চম পর্ব

তার্কিক অনুসন্ধান

তক্ষকস্য বিষ; দন্তে মক্ষিকায়া মুখে বিষম্ ।

বঙ্গানুবাদু : তক্ষক ইত্যাদি সর্পের বিষ থাকে তা দাঁতে, মৌমাছির বিষ তাকে তার মুখে, বিছার বিষ থাকে তার লেজে, আর দুর্জনের বিষ থাকে তার সর্বাঙ্গে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা বেশ কিছু বিষধর প্রাণীদের কথা জানি, যাদের থেকে সাবধানে থাকতে হয়। যেমন— তক্ষক, মৌমাছি, আর বিছে। কিন্তু এই তিনটি প্রাণীর বিষ শরীরের একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গের মধ্যে থাকে। অন্যান্যরা এই ওই প্রত্যঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে, তখনই তারা দংশিত হয়। আর দুর্জন ব্যক্তির বিষ থাকে সর্বাঙ্গে। তাই তাকে সর্বদা ত্যাগ করাই উচিত। কারণ তার সাথে সাক্ষাৎ হলে বা তার সান্নিধ্য লাভ করলে আমরাও বাধ্য হই সেই বিষ গ্রহণ করতে।

অজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি ত্রয়ো দোষা-মহীপতেঃ
অযশশ্চচার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা।।

বঙ্গানুবাদ : মূর্খ ব্যক্তির ওপর যদি আমরা কোনো কাজের দায়িত্ব অর্পণ করি, তাহলে আমাদের তিন রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়— অর্থনাশ, আর্থিক ক্ষতি এবং নরকগমন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করা উচিত। কোন ব্যক্তি কোন কাজের জন্য উপযুক্ত, সে বিষয়টি আগে থেকে নির্বাচন করা দরকার। বিষয়টি বিবেচনা না করে আমরা যদি কোনো কাজের দায়িত্ব যে কোনো অনুপযুক্ত মানুষের ওপর অর্পণ করে, তাহলে আমাদের নানা ধরনের অনর্থের সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমত, উক্ত অযোগ্য ব্যক্তি কিছুতেই কাজটি সম্পাদন করতে পারবে না। এর ফলে প্রচুর অর্থ নাশ হবে এবং কাজটি সমাপ্ত না হওয়াতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। শুধু তাই নয়, এর ফলে অনেকে আমাদের নিন্দা করবে। আর অবশেষে আমরা নরকে গমন করতে বাধ্য হবে।

অতিক্লেশেন যে চার্থা ধর্মস্যাতিক্রমেণ তু।
শত্রুনাং প্রণিপাতেন তে হ্যর্থা ন ভবন্তু মে।।

বঙ্গানুবাদ : অতি কষ্টার্জিত যে অর্থ, বা শত্রুদের বিনাশ করে প্রাপ্ত যে অর্থ —ধর্মনাথ লঙঘন করে আমি যেন সেরূপ অর্থের অধিকালী না হই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে অর্থ সংগ্রহের একটি ব্যবহারিক দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধন মানুষের জীবনে অপরিহার্য বিষয়। নির্ধনের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। ধর্নাজর্ন করতে গেলেও পরিমিত পরিমাণ ধনের প্রয়োজন। কিন্তু ধন উৎপাদনের জন্য অথবা ধন সংগ্রহের জন্য আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কখনো যেন এমন কাজ না করি, যাতে আমাদের নৈতিক অধঃপতন হয়, ধর্মের জন্য আমরা সবকিছুকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু অন্য কোনো

কিছুর জন্য ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। তাই চাণক্য বার বার বলেছেন যে, ধর্ম নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন হল মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। এর জন্য যদি কিছু পরিমাণ অর্থ কম উপার্জিত হয়, তাহলেও হাসিমুখে সেই অবস্থা মেনে নেওয়া উচিত।

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গন্ডুষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।।

বঙ্গানুবাদ : রুই মাছ গভীর জলে বাস করে, কিন্তু তার মনের মধ্যে কোনো অহঙ্কার প্রকাশিত হয় না। আর পুঁটি মাছ সামান্য জলেও আত্মম্ভরিতা দেখায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে আমরা দুই ধরনের মানুষ দেখতে পাই। যারা সত্যিকারের বিদ্বান, দীর্ঘ অধ্যবসায় 'ত্যাগ' তিতিক্ষা সহকারে জ্ঞানার্জন করেছেন, তাঁরা কখনো সর্বজনসমক্ষে নিজের পান্ডিত্যের জন্য গর্ব প্রদর্শন করেন না। বরং তাঁরা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশি উন্নতি সাধনে মগ্ন থাকেন। আর যাঁদের অর্জিত বিদ্যার মধ্যে সেই গভীরতা ও মহত্ব নেই, তাঁরা সকলের সামনে নিজের জ্ঞান প্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁরা আত্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কীভাবে তাঁর নাম, খ্যাতি এবং যশ সবদিকে বিভূষিত হবে সেই কথাই ভাবতে থাকেন। এই ভাবনার ফলে তাঁদের অর্জিত বিদ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

চাণক্য এখানে দু'ধরনের মাছের উদাহরণ দিয়ে সহজ সরলভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন।

নির্গুনস্য হতং রনাং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা হ্যভোগেন হতং ধনম্।।

বঙ্গানুবাদ : গুণহীনের রূপ থেকে কী লাভ? দুশ্চরিত্রের বংশমর্যাদা থেকে কোনো লাভ আছে কি? যে কুকর্মে রত, তার বিদ্যা বিফল, আর যে ধন ভোগ করা সম্ভব হয় না, তাকে আমরা ধন — স্বরূপা চিন্তাই করব না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : রূপ এবং গুণের মধ্যে কে শ্রেয়, এটি এক চিরন্তন বিতর্ক। অনেক ভেবেচিন্তে চাণক্য বলেছেন যে, রূপ ঈশ্বরের অবদান, আর গুণ আমাদের দ্বারা অর্জিত ধন, তাই গুণকেই বেশি ওপরে স্থান দেওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে এমন অনেক রূপবান মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে গুণের কোনো বিকাশ নেই। যদি কেউ দুশ্চরিত্র সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার বংশ মর্যাদা থেকে কী লাভ? যে মানুষ কুকর্মে লিপ্ত থাকে, তার অর্জিত বিদ্যায়—কোনো লাভ হয় কি? আমরা কেন অর্থোপার্জন করি বা অর্থ সংগ্রহ করি? অর্থ সঞ্চয় করি, যাতে তা আমাদের বিপদের সময় কাজে লাগে। যে অর্থকে আমরা ঠিকমতো বিনিয়োগ করছে যাদের না, অথবা যে অর্থকে আমরা বিপদের সময় ব্যবহার করতে পারব না। সেই অর্থ সংগ্রহ করে কী লাভ?

পিতৃপ্যধিকা মাত্য গর্ভধারণপোষনাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : গর্ভধারণ এবং প্রতিপালনের জন্য আমরা যাকে বাবার থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, সব দিক বিচার বিবেচনা করে বলা যায় যে, ত্রিভুবনে যাদের তুল্য গুরু আর কেউ নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহান চাণক্য এখানে একটি শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের জীবনে যাঁর অবদান সব থেকে বেশি, তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করে গর্ভধারণ করেন। সন্তান লালনপালনে সর্বস্ব দান করেন। তাই চাণক্যের অভিমত এই পৃথিবীতে মায়ের তুল্য গুরুজন বলে আর কেউ নেই। তাই সবসময় মাতৃ আজ্ঞা পালন করা উচিত। এবং মায়ের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করা উচিত।

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্মো মিত্রং মৃতস্য চ।।

বঙ্গানুবাদ : বিদেশে বিদ্যাই হল বন্ধু, গৃহে মা হলেন বন্ধু, পীড়িত ব্যক্তির কাছে ওষুধ বন্ধু, আর ধর্ম হল মৃতের বন্ধু।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বিদেশে গেলে আমরা কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর নির্ভর করে পথ চলব? সেখানে বিদ্যাই আমাদের কাছে এক মহার্ঘ আয়ুধ স্বরূপ বিবেচিত হতে পারে। বিদ্যার বিনিময়ে আমরা অর্থোপার্জন করতে যদি। তাই বিদেশে গিয়ে আর কপর্দক শূন্য অবস্থায় থাকতে হবে না। শুধু তাই নয়, বিদ্বান এবং পন্ডিত ব্যক্তি যে কোনো অনভিপ্রেত অবস্থায় মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁদের মনের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তির জন্ম হয়।

গৃহে মার তুল্য বন্ধু আর কেউ নেই, যিনি সর্বদা আমাদের পাশে থেকে আমাদের সকলপ্রকার বিষাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি আমাদের সবথেকে সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করেণ।

পীড়িত ব্যক্তির কাছে ওষুধ হল সব থেকে বড়ো সুহৃদ। নিয়মিত ওষুধ সেবন করলে আর পীড়া থাকবে না, তাই পীড়িত ব্যক্তি ওষুধকে প্রিয়াপেক্ষা প্রিয় বলে মনে করে।

যখন আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই তখন ধর্মালোচনা করা উচিত। এইভাবে ধর্মালোচনা করলে হয়তো আমরা কাঙ্খিত মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করতে পারব।

বরং প্রাণপরিত্যাগো মানভঙ্গাচ্চ জীবনাৎ।
প্রাণত্যাগে ক্ষণং দুঃখং মানভঙ্গাদ্ দিনে দিনে ॥

বঙ্গাবুবাদ : মান সম্মানহীন জীবনযাপন করার থেকে প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়। কারণ প্রাণত্যাগের দুঃখ ক্ষণিকের, আর মানহানির দুঃখ প্রতিমুহূর্তের আমাদের দহন দগ্ধ করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের জীবনে সম্মান হল সবথেকে বড়ো ইপ্সিত বস্তু। কোনো কারণেই সম্মানের বিনিময়ে অন্য কিছু অর্জন করা উচিত নয়। যদি একবার সম্মান হানি হয়, তাহলে সেই হৃত সম্মান আমরা কখনো ফিরে পাব না। আর যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে যে শোক হবে, সেই শোক ক্ষণস্থায়ী। কালান্তরে সেই শোকের প্রশমন ঘটবে। অথচ সম্মান হানি হলে সেই শোকে আর প্রশমিত হবে না। তাই কবির অভিমত যে, সম্মানহীন জীবন মৃত্যুর থেকেও নিন্দনীয়।

আত্মবুদ্ধিঃ শুভকারী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলংকারী।

বঙ্গানুবাদ : নিজের বুদ্ধি কল্যাণকারী, গুরুত্ব বুদ্ধি আরও বেশি কল্যাণসাধন করে, অপরের বুদ্ধি বিনাশ ঘটায়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি প্রলয়-কারিণী।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সব সময় নিজের বুদ্ধিকে অপর নির্ভর করে পথ চলতে হয়। বিপদে পড়লে বুদ্ধি নাশ হতে নেই। মনে রাখতে হবে, মানুষ কী ভাবে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে লড়াই করবে, সেটা সে-ই সব থেকে ভালো বোঝে। গুরুর কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া দরকার। গুরু আমাদের থেকে আরও বেশি জ্ঞানী এবং বিদ্বান একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। অপরের বুদ্ধিতে কোনো কাজ করা উচিত নয়। আর স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো শলা পরামর্শ করতে যেতে নেই। স্ত্রী লোকেরা সাধারণত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

সুলভাঃ পুরুষা লোকে সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।।

বঙ্গানুবাদ : এমন মানুষ সহজেই পাওয়া যায় সবসময় প্রিয় গল্প বলে মনকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু অপ্রিয় অথচ উপকারী বাক্য বলতে থাকে, এমন মানুষ পাওয়া যায় না, এমন বাক্য শোনার মতো শ্রোতাও দুর্লভ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে এমন কিছু স্তাবক আছে যারা মিথ্যে কথা বলে মানুষের মন ভুলিয়ে দেয়, তার কথার চাতুর্যে এমন একটি স্বপ্নময় জগৎ সৃষ্টি করে, যার দ্বারা আমরা মানসিক ভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এই সব চাটুকার স্তাবকদের সঙ্গ এবং সান্নিধ্য আমাদের সকলেরই ভালো লাগে। কারণ তারা কখনো সত্য কথা বলতে সাহস করে না। আবার এই পৃথিবীতে সত্য কথা বলতে পারে, এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কারণ সত্য বেশির ভাগ সময় অপ্রিয় হয়। অথচ, এই সত্য বাক্য শ্রবণ করলে তা অনেক ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ভালো কথা অর্থাৎ বাস্তব ভিত্তিসম্মত কথা শোনায় শ্রোতা পাওয়াও দুর্লভ।

সকৃদ পুনঃ দুষ্টং সখায়ং যঃ সন্দ্যাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্নাতি হস্তেন ভুজগং যথা।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি একবার শত্রুতা করেছে এমন বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছা করা হল বিষাক্ত সর্পকে ডেকে এনে নিজে মৃত্যুকে বরণ করা।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের সাথে মানুষের বন্ধুত্বের ভিত্তি হল বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যদি কেউ একবার ভেঙে দেয়, তাহলে তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। যে বন্ধু একবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে, তাকে আমরা শত্রু হিসাবেই চিহ্নিত করব। পরবর্তীকালে সে যদি ছদ্ম-অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে আবার আমাদের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে, অথবা তাকে বর্জন করা উচিত। আর যদি সব কিছু ভুলে তার মধুর বাক্যে প্ররোচিত হয়ে আমরা তার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলে বিষাক্ত সর্পকে বাড়িতে ডেকে এনে তার দ্বারা দংশিত হয়ে মৃত্যুকে আহ্বান করার সমান দোষণীয় হবে। চাণক্য এক্ষেত্রে সতর্ক সজাগ আচরণ করার কথাই বলেছেন।

সৎসঙ্গতের্ভবতি হি সাধুতাসতলাং
সাধুনাং ন হি খলমঙ্গতেঃ খলত্বম্।
আমোদকুসুমভবং মৃদেব ধত্তে
মৃদগন্ধং ন হি কুসুমানি ধারয়ন্তি।।

বঙ্গানুবাদ : সৎসঙ্গ গেলে দুর্জনের চিত্তেও সততা জাগে, অর্থাৎ দুর্জন সজ্জন হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু অসৎ সঙ্গে এলেও সজ্জনরা অসৎ হন না। পৃথিবীর মন মাতানো ফুলের গন্ধ ধারণ করে, অথচ ফুল মাটির গন্ধ ধারণ করে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সৎসঙ্গে এলে দুর্জন ব্যক্তির চিত্তে ও এক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেও ভাবে, এখন থেকে আর অসৎ কাজে লিপ্ত থাকবে না। জীবনটাকে পবিত্র সুন্দর করতে হবে। অথচ অসৎ সঙ্গে এলে সৎ ব্যক্তিগণ কিন্তু তাঁদের সততা হারান না। তাঁরা কোনোভাবেই ওই দুর্জনদের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কারণ তাঁরা জানেন, এই পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো পাথেয় হল সততা। পৃথিবী ফুলের গন্ধ ধারণ করে, ফুল কি পৃথিবীর গন্ধ ধারণ করতে পারে?

চুম্বকের সংস্পর্শে এলে লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু লোহার সংস্পর্শে এসে চুম্বক কি তার চুম্বকত্ব হারায়? বরং আদর করে সে লৌহ টুকরোকে তার বুকে টেনে নেয়।

দূরত শোভতে মুর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন না ভাষতে।।

বঙ্গানুবাদ : লম্বা বস্ত্রাদি পরিহিত মূর্খ দূর থেকেই শোভা পায়। সে যতক্ষণ মুখ না খোলে ততক্ষণ মঙ্গল, কারণ মুখ খোলার সঙ্গে তার সমস্ত মূর্খানি ধরা পড়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বোকা ব্যক্তিরা নানাভাবে নিজেদের সুসজ্জিত করার চেষ্টা করে। যেহেতু তারা অন্তঃসারশূন্য তাই ভালো ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে

মনের এই ক্লিন্নতা ঢেকে রাখে। তারা সাধারণত কোনো কথা বলে না। নির্বাক অবস্থার সময় কাটিয়ে দেয়। কারণ তারা যদি একবার মুখ খোলে তাহলে সবার সামনে তাদের নীচতা এবং বোকামি ধরা পড়ে যাবে।

ন মাতা শপতে পুত্রং ন
দোষো লভতে মহীম।
ন হিংসাং কুরুতে সাধু র্ন
দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ।।

বঙ্গানুবাদ : মা কখনো পুত্রকে অভিশাপ দেন না। মাটি অর্থাৎ ধরিত্রী কখনো অপবিত্র হয় না। সজ্জন ব্যক্তি কখনো হিংসা করেন না। দেবতারা রেগে গেলেও সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন না।

ব্যাখ্যামুলক আলোচনা : পুত্রের শত অপরাধও মা ক্ষমা করে দেন। এটাই তাঁর সবথেকে বড়ো চারিত্রিক মাধুর্য। এমনকী তিনি কখনো রেগে গিয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন না। মার চোখে পুত্র এক অসহায় প্রাণী ছাড়া আর কেউ নয়। শয়নে স্বপনে-নিশি জাগরণে তিনি শুধু পুত্র কল্যাণের কথাই চিন্তা করেন।

পৃথিবীর মাটিতে নানা ধরনের অসাধু কর্ম সম্পাদিত হয়। কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, হানাহানিতে মাতা বসুধার হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, তাই বলে মাটি কি অপবিত্র হয়? তা কখনোই সম্ভব নয়।

সজ্জন ব্যক্তিরা কখনো কারো প্রতি হিংসা প্রদর্শন করেন না। কেউ ধনলাভ করেছে দেখলেও তার মনে কোনো রকম নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয় না। দেবতারা হয়তো মানুষের কাজকর্মে রেগে যান, সেই রাগের প্রকাশ ঘটে নানা ভাবে। তবে কখনোই রেগে গিয়ে তাঁরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করেন না। এটাই হল দেবতাদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ন ভোজনে বিলম্ব স্যাৎ ন চ
স্যাৎ স্ত্রীষু সেবকঃ।
সুদূরমপি বিদ্যার্থী ব্রজেদ্
গরুড়বেগবৎ।।

বঙ্গানুবাদ : খাওয়ার ব্যাপারে কখনো বিলম্ব করা উচিত নয়। নারীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি প্রদর্শন করা অথবা তাদের দাসানুদাস হয়ে থাকা উচিত নয়। বিদ্যার্জনের জন্য বিদ্যার্থীকে গুরুড়ের মতো বেগবান হয়ে ছুটোছুটি করতে হবে, তবেই সে বিদ্যার্জন করতে পারবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আহার গ্রহণের ব্যাপারে কখনো বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে অন্ন নাও জুটতে পারে। তাই চাণক্যের উপদেশ, উপযুক্ত খাদ্য

পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করা উচিত। কারণ অন্নই হল আমাদের দেহের শক্তির আধার। অন্নধারণ করেই আমরা নতুন কর্ম প্রবাহের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি।

নারীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা অন্যায় নয়। কিন্তু নারীকে বেশি ভালোবেসে তার পদলেহন করা উচিত হবে না। তাহলে পৌরুষ এবং ব্যক্তিত্বের জলাঞ্জলি ঘটবে।

বিদ্যার্জন করা সহজ নয়। এজন্য বিদ্যার্থীকে সদাসর্বদা সচেষ্ট এবং কর্মচঞ্চল হতে হয়। বিদ্যার্জনের জন্য সে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে যাবে। সে অনেকটা বেগবান গরুড় পাখির মতো আচরণ করবে।

সংসারকুড়বৃক্ষস্য দ্বে ফলে হ্যমৃতোপমে।
সুভাষিতঞ্চ সুস্বাদু সঙ্গতিঃ সজ্জনজনে।।

বঙ্গানুবাদঃ সংসার স্বরূপ বৃক্ষে দুটি অমৃত ফল আছে। মধুর ও প্রীতিজনক বাক্য এবং সজ্জন ব্যক্তিদের সঙ্গ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে মহামতি চাণক্য সংসারকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংসার জীবন যেমন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, যদিও সেইভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। সংসার বৃক্ষে দুটি অমৃতময় ফল আছে—একটি হল সকলের সাথে ভালো কথা বলা অর্থাৎ মধুর সম্ভাষণের দ্বারা অন্যের হৃদয় জয় করা, আর দ্বিতীয়টি হল সৎসঙ্গ যাপন করা। সৎসঙ্গে বাস করলে আমাদের মন এক ধরনের পবিত্র আলোকশিখায় আলোকিত হয়ে ওঠে তখন আমরা আর হীন কাজে মন দিতে পারি না।

এই উপমাটি চমৎকারভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, একথা অনায়াসে বলা যায়। চাণক্য তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় এইভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

শ্রূয়তাং ধর্মসর্বস্বং শ্রুত্বা।
চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন
পরেষাং সমাচরেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : সকল ধর্মের সার কথা শুনে শান্ত মনে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। যে আচরণে আমরা নিজেরা কষ্ট পাই, অন্যের প্রতি তেমন আচরণ করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোক প্রণেতা চাণক্য এই শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী আমাদের কাছে উচ্চারণ করেছেন। তিনি কোনো একটি ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে ঘোষনা করেননি। এটি তাঁর উদার মনের পরিচয়। তিনি বলেছেন আমাদের উচিত শান্ত মনে সব ধর্মের কথা শ্রবণ করা। প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই কিছু অন্তর্নিহিত থাকে সত্য লুকিয়ে আছে। এই সত্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে না থাকলে আমরা সত্যিকারের জ্ঞানী মানুষ হব কী করে?

এই শ্লোকের দ্বিতীয় অংশে কবি বলেছেন আমরা সদা সর্বদা লোকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করব। তার প্রতি এমন কটু বাক্য বর্ষণ করব না, যা আমরা নিজেরাই সহ্য করতে পারি না।

পুস্তকাদধীতা বিদ্যা নাধীতা গুরুসন্নিধৌ
সভামধ্যে ন শোভন্তে জাদগর্ভা ইবস্ত্রিয়ঃ।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যা গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ না করে যদি কেবল বই থেকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে বিদ্যার কোনো লাভ হয় না। সেই বিদ্যা উপপতির দ্বারা লব্ধগর্ভা নারীদের মতো সভামধ্যে শোভা পায় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা কেবল বই পড়ে বিদ্যার্জন করতে পারি না। এজন্য একজন সৎগুরুর প্রয়োজন। সেই গুরু হবেন ব্যবহারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি হবেন তত্ত্বজ্ঞানী। বিভিন্ন পুস্তকের সারাংশ তাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করলেই আমরা সুশিক্ষিত হতে পারব। পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। পুঁথিগত বিদ্যাকে কীভাবে ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিবর্তিত করা যায়, সেই শিক্ষাই হল আসল শিক্ষা।

যদি আমরা সদ্ গুরুর কাছে গিয়ে শুধুমাত্র বই পড়া বিদ্যার ওপর নির্ভর করি, তাহলে আমাদের অবস্থা হবে গর্ভবতী উপপত্নীদের মতো। এই উপপত্নীরা তাদের উপপতিদের দ্বারা গর্ভস্থ হয়, কিন্তু সর্বজনসমক্ষে সন্তানকে প্রদর্শন করতে পারে না। সর্বদা তাদের মধ্যে এক ধরনের অনুশোচনা এবং নানা অভাববোধ ক্রিয়াশীল থাকে।

যেষাৎ ন বিদ্যা ন তপো ন দানং
ন চাপি শীলং ন গুণো ন ধর্মঃ।
তে মর্ত্যলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি।।

বঙ্গানুবাদ : যাদের বিদ্যা, তপস্যা, দান, ধর্ম কিছু নেই, নেই সচ্চরিত্র, গুণ বা ধর্ম, তারা পৃথিবীতে ভারস্বরূপ বিরাজ করে। মনে হয়, তারা বুঝি মানুষের বেশধারী পশু।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে মানুষ কেন আসে? শুধুমাত্র জীবিকার্জন এবং বিনোদনের মধ্যে সময় কাটানোর জন্য নয়। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবনযাপন করাই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মনুষ্য জীবনের একটি গভীর প্রতীতি আছে। বিশ্বের সকলের প্রতি সমান ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হবে, আত্মজ্ঞানী হতে হবে, সজ্জন ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকতে হবে, ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন হতে হবে এসবই হল মনুষ্যজীবনের অন্যতম লক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সব মানুষের মধ্যে লক্ষণগুলি কি প্রকটিত হয়? যে মানুষের মধ্যে বিদ্যা, তপস্যা, চরিত্র কিছু নেই, তারা এই পৃথিবীতে পশুস্বরূপ বিরাজ করে। মাতা বসুন্ধরা বোধ হয় তাদের

ভার সহ্য করতে পারেন না। এই সব ব্যক্তিদের সর্বংশে পরিত্যাগ করা উচিত। এদের সান্নিধ্য থেকে শত হাত দূরে থাকতে হবে।

কিং তয়া ক্রিয়তে লক্ষ্ম্যা যা বধূরিব কেবলা।
যা তু বেশ্যেব সামান্য-পথিকৈরপি ভুজ্যতে ॥

বঙ্গানুবাদ : যে লক্ষ্মী বা ধনসম্পদ কেবলমাত্র কূলবধূর মতো রক্ষিত হয়, সে লক্ষ্মী ধন নয়। যে লক্ষ্মী কাঙ্খিত নির্ধন সর্বসাধারণের দ্বারা ব্যবহার করা যায় সে-ই হল আসল লক্ষ্মী।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যদি আমরা ধন-সম্পদকে সিন্দুকের মধ্যে তুলে রেখে ভাবি যে, আমি পৃথিবীর সুখীতম মানুষ, তাহলে সেই ভাবনাকে কি সঠিক বলা যায়? যদি আমরা প্রয়োজনে ওই অর্থ ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে এই অর্থ রেখে কী লাভ? এই ধরনের ধন সম্পদের কোনো গৌরব থাকে না। আর যে ধনসম্পদ বা ঐশ্বর্য সর্বসাধারণ ভোগ করতে পারে, সে-ই হল প্রকৃত ধন। এই কথাটি মনে রেখে ধনসম্পদের সার্থক ব্যবহার করা দরকার।

অন্তঃসারবিহীনানামুপদেশো ন জায়তে।
মলয়াচলবসন্ত ন বেণুশ্চন্দনায়তে।।

বঙ্গানুবাদ : অন্তঃসার শূন্য ব্যক্তি যদি কোনো উপদেশ দেন, তাহলে সেই উপদেশ গ্রহণ করলেও কোনো লাভ হয় না। বাঁশগাছ মলয় পর্বতে জন্মালেও তা কখনই চন্দনের ন্যায় সুগন্ধ বিতরণ করতে পারে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : উপযুক্ত পাত্রেই উপযুক্ত বস্তু দান করা উচিত। আবার উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উপযুক্ত দান গ্রহণ করা উচিত। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যদি এমন একটি সম্পর্ক না থাকে তাহলে ওই দান গ্রহণ করে কোনো লাভ হয় না। যে ব্যক্তির কাছ থেকে আমি জীবন দর্শন সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করব, প্রথমেই দেখতে হবে ওই ব্যক্তি ওই ধরনের উপদেশ দেবার অধিকারী কি না। অর্থাৎ তিনি তাঁর জীবন কীভাবে নির্বাহ করেছেন, তিনি কি সত্যিই সৎ চরিত্রের মানুষ? তিনি কি শিক্ষিত এবং প্রজ্ঞাবান?

চাণক্য একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা সকলেই জানি যে চন্দন থেকে অপূর্ব সৌরভ নির্গত হয়। এই গন্ধ হল চন্দনের স্বভাবগত গুণ। কিন্তু বাঁশ গাছ যদি মলয় পর্বতে উৎপন্ন হলেও বাঁশ গাছ থেকে এমন সুবাস কখনই নির্গত হবে না।

অতিথির্নৃপতিশ্চৈব ভার্যাভৃত্যস্তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।

বঙ্গানুবাদ : আগন্তুক, যাচক, রাজা, স্ত্রী এবং ভৃত্য এরা আছে কি নেই, তা কখনো বোঝে না, সর্বদা আমাদের কাছ থেকে কিছু না কিছু প্রার্থনা করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা ঘটনা পরম্পরা পর্যবেক্ষণ করতে চায় না। নিজেদের উদর পূর্তির জন্য অথবা বিনোদনের জন্য সব সময় কিছু না কিছু যাচ্ঞা করে। মহামতি চাণক্য এদের মধ্যে চার শ্রেণিকে আলাদা ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রথমেই তিনি আগন্তুকদের কথা, যারা নিঃস্ব হাতে উপস্থিত হয় এবং পার্থিব সুখ সন্তুষ্টি লাভের জন্য অর্থ প্রার্থনা করে।

এরপর আছেন রাজা। তিনি নানা উপায়ে প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠেন। এর জন্য ছল বল কৌশলের আশ্রয় নেন। তবে এইভাবে সংগৃহীত করের সবটাই যে দেশের উন্নয়ন কল্পে ব্যবহৃত হয় এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। ব্যক্তিগত বিনোদনের জন্য এই করের বেশ কিছুটা অংশ ব্যয়িত হয়।

আর আছে সহধর্মিনী। তারা সাধারণত অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে, স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা চিন্তা না করে অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্য দাবী করে।

পরিচারকদের যে শ্রমমূল্য দেওয়া হোক না কেন, কখনো তারা সেই অর্থে সন্তুষ্ট হয় না। তাদের মনে প্রতি মুহূর্তে একটি ভাবনার জন্ম হয়, যে তারা হয়তো সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। তাই প্রতি দিন তারা অতিরিক্ত অর্থের জন্য দাবি পেশ করে থাকে।

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা।

বঙ্গানুবাদ : কেউ কারো শত্রু নয়, কেউ কারো বন্ধু নয়, ব্যবহারের দ্বারাই বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার জন্ম হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে আমরা জন্ম থেকে একে অপরের সুহৃদ বা বৈরী হিসাবে অবতীর্ণ হইনি। ধীরে ধীরে পারস্পরিক মতের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শত্রুতা বা সখ্যের জন্ম হয়। তাই শ্লোক প্রণেতা চাণক্যের অভিমত, আমরা এমন ব্যবহার কখনো করব না, যাতে মানুষে মানুষে বিভাজন রেখা সৃষ্টি হতে থাকে এবং পৃথিবী মানুষের একটি আবাসযোগ্য গ্রহে পরিণত হয়। আমরা সর্বদাবন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য সাধনের চেষ্টা করব। তাহলেই এই বসুন্ধরা আমাদের কাছে এক গ্রহণীয় বাসস্থান হিসাবে পরিগণিত হবে।

ষষ্ঠ পর্ব

মানব মনের রহস্য

প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষত নরশ্চরিতাত্মনঃ।
কিং নুম পশুভিস্তুল্যং কিং নু সৎপুরুষৈরিতি।।

বঙ্গানুবাদ : যখন মানুষ তার নিজের চরিত্রের বিচার করবে, তখন সে এইভাবে ভাববে—আমার চরিত্র পশুদের সঙ্গে তুলনীয়। না, কি তা সৎ শোভন সুন্দর মানুষদের সাথে তুলনীয়?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সব থেকে বড়ো দোষ হল সে নিজেকে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করে। তার চরিত্রের মধ্যে যে অনেক অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি রয়ে গেছে, সে বিষয়ে সে জানতে পর্যন্ত চায় না। যদি বা জানে তবুও সে মানতে চায় না। যদি বা জানে তবুও তা সকলের সামনে প্রকাশ করতে তার তীব্র কুণ্ঠা। মানুষ কীভাবে কোন বিচারের নিরিখে নিজেকে পরীক্ষা করবে? সে নিজেকে পশুর সমান বলে ভাববে, নাকি জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তির সমতুল্য বলে মনে করবে? যদি নিজের চরিত্র বিশ্লেষণে তার মনে হয় যে, যে মনুষ্যেতর জীবের সমান, তাহলে তার উচিত, অবিলম্বে সেই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা। আর যদি সে নিজেকে বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সমতুল্য বলে মনে করে তাহলেও তাকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। চরিত্রের এই প্রবাহমানতা যাতে বজায় থাকে, সেদিকে তাকে প্রখর নজর দিতে হবে।

বহুনামপ্যসারাণ্যাং সমবায়ো রিপুঞ্জয়ঃ।
বর্ষাধারাধরো মেঘস্তৃণৈরপি নিবার্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : বহু অসাড় বস্তুও একসঙ্গে মিলিত হলে শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখতে পারে। তুচ্ছ তৃণ তথা খড়ের দ্বারা ঘর ছাওয়া হলে সে ঘরের ছাদ বর্ষার অবিরাম প্রবল বর্ষণকে প্রতিহত করতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে ঐক্যের কথায় তুলে ধরেছেন। তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, একতাই হল সবথেকে বড়ো বল। একখন্ড তৃণকে আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু সেই খড়গুলি দিয়ে যখন ঘর ছাওয়া হয়, তখন সেই খড়ের ছাদ এমন দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় যে, বর্ষার অবিশ্রাম বৃষ্টিধারা তাকে ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। মনুষ্য জীবনে একতার অবদান সম্পর্কে জানা উচিত। আমরা একক শক্তিতে কোনো কিছু করতে পারি না, কিন্তু সমবেত শক্তির দ্বারা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারি। তাই একতার সাধনাও মানবজীবনে এক অন্যতম বৃহৎ সাধনা।

আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ।
কুলাচাররতে চৈব এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।

বঙ্গানুবাদ : রোগগ্রস্ত অবস্থায় কোনো নিয়ম পালন করা উচিত নয়। বালক এবং বৃদ্ধরা নিয়ম-নীতি থেকে দুরে থাকবে। আবার যারা কুলাচার নিষ্ঠ তাদের নিয়ম পালন না করলেও কোনো দোষ হয় না। এটি হর শাশ্বত ধর্মের অনুশাসন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন রোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাটাই হল আমাদের সব থেকে বড়ো কর্তব্য। তখন যদি আমরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই, তাহলে অসুস্থ শরীরে সেটি সম্ভব নয়। এজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, অসুস্থ রোগীরা কোনো নিয়ম মানবে না। একজন শিশু এবং একজন বৃদ্ধকেও আমরা নিয়মের বাইরে রাখব। যৌবনে আমরা যেসব নিয়মনীতির শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারি, অশক্ত বৃদ্ধ অবস্থায় আমরা তা কখনোই করতে পারব না। যিনি সারাজীবন ধরে সৎ শোভন সুন্দর দিন যাপন করেছেন, তিনি নিয়ম নীতি না মানলেও তাঁর কোনো দোষ হবে না।

কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্।।

বঙ্গানুবাদ : যিনি সক্ষম ব্যক্তি, তাঁর কাছে অতি ভার বলে কিছু নেই। উদ্যোগী পুরুষের কাছে দূর বলে কিছু নেই। বিদ্বান ব্যক্তিদের কাছে স্বদেশ এবং বিদেশের মধ্যে কোনো তফাত নেই। যারা প্রিয়ভাষী তাদের কাছে কেউই পর নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যে ব্যক্তি সক্ষম, তিনি যে কোনো কাজ অতি অনায়াসে সম্পাদন করতে পারেন। কোনো কাজই তাঁর কাছে অতিরিক্ত ভারবাহী বলে মনে হয় না। উদ্যোগী পুরুষ যে কোনো জায়গাতে গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। বিদ্বান ব্যক্তিরা বিদেশে গেলেও যথেষ্ট যশ এবং সম্মান লাভ করেন। প্রিয়ভাষী মানুষের কাছে কেউই শত্রু নয়। চাণক্য এই কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, কোন্ বিষয়গুলিকে আমরা শ্রেয় বলে গ্রহণ করব।

কোকিলানাং স্বরো রূপং নারীরূপং পতিব্রতম্।
বিদ্যা রূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্।।

বঙ্গানুবাদ : কোকিলের কণ্ঠস্বর হল তার রূপ, নারীদের রূপ তার পতিব্রত্য, রূপহীনের বিদ্যাই হল রূপ, তার ক্ষমা হল তপস্বীদের রূপ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কোকিলকে কেন আমরা এত প্রিয় পাখি বলে থাকি? কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে। চাণক্য বলতে চেয়েছেন, দৈহিক সৌন্দর্যই আমাদের সম্মানের মাপকাঠি হবে না। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলী সব থেকে বড়ো বিচার্য বিষয়।

এখানে 'রূপ' শব্দটিকে 'আদব' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন নারীর রূপ কি শুধু তার ঐশ্বর্যশালিনী তনুবাহার? কখনো নয়। সেই নারী তার পতির প্রতি

কতখানি অনুগত, ওই নারীর পতিব্রত্য কতখানি, তার ওপরেই তার রূপ নির্ভর করে। আর যদি সেই কুরূপসম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে বিদ্যাই তাকে রূপদান করে তুলতে পারে। তপস্বীরা জাগতিক সব বিষয়ের প্রতি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন, তাঁরা ক্ষমা করেন, এই ক্ষমাশীলতা তপস্বীদের সব থেকে বড়ো গুণ।

সর্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পন্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপগন্নানি সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : জ্ঞানী ব্যক্তি বকের মতো সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন। তিনি পারিপার্শ্বিকতার ওপর যথাযথ বিচার বিবেচনা বর্ষণ করেন। এইভাবেই একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ হল ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক নিষ্কাম কর্ম করা। একটি কাজের জন্য কী ফল পাওয়া যেতে পারে আমরা কখনো সেদিকে দৃষ্টিপাত করব না। আমরা আমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে সদাসর্বদা সচেষ্ট হব। রূপ-রসাদির আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়গণ জ্ঞানকে আবৃত করে। তারা দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। তাই শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় সংযমের সাধনা শিখতে হবে। এইভাবে একাগ্রচিত্ত হয়ে কর্মে নিয়োজিত হতে হবে। এর নামাপদশ কবি পারিপার্শ্বিকতার ওপর ধীর স্থীর সংযত নজর রাখতে বলেছেন। যেহেতু পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর সঙ্গে কর্মের যোগসূত্রতা আছে। তাই বাতাবরণের দিকে নজর না দিলে আমরা ঠিকমতো কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব না।

সকৃদুক্ত গৃহতির্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো লেখকঃ স্মৃতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : একবার মাত্র বললেই যিনি মর্মার্থ বুঝতে পারেন, তাকেই আমরা উত্তম লেখক বলে জানব। যিনি অতি দ্রুত লিখতে পারেন এবং যাঁর হাতের লেখা সুন্দর, তিনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তিনিই হলেন উত্তম লেখক।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র-এ উত্তম লেখকের গুণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অমাত্যের গুণসম্পদ বিশিষ্ট, সকল প্রকার আচার বিষয়ে অভিজ্ঞ, শীঘ্র বাক্য রচনায় নিপুণ সুন্দর হস্তাক্ষর বিশিষ্ট, সুন্দর ও স্পষ্টভাবে লেখা পর্ব করতে সমর্থ —এমন মানুষকে আমরা লেখক হবার যোগ্য বলতে পারি।

এই ঘটনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, লেকক হলে কী ধরনের গুণাবলী থাকা দরকার।

পাঠককেও ধীশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। যে কোনো বাক্য একবার নিঃসৃত হলে তার মর্মার্থ বুঝতে হবে। তিনি অতি দ্রুত লিখতে পারবেন, তাঁর হাতের লেখাটি সুন্দর হওয়া দরকার। কারণ সুন্দর হস্তাক্ষর না হলে তাঁর লেখা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। সমস্ত শাস্ত্রে তাঁকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কারণ, বক্তা যে কোনো বিষয়ের ওপর তার বক্তব্য রাখতে পারেন। এতগুলি গুণের সমাবেশ হলে তবেই একজন ব্যক্তিকে আমরা উত্তম লেখক বলতে পারব।

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং
ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো
মৃত্যুরেব না সংশয়ঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যাঁর দুশ্চরিত্র স্ত্রী হয়, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। বন্ধু যদি প্রতারণা করে, তাহলেও একজন মানুষ জীবন পথে ভালোভাবে পথ চলতে পারে না। ভৃত্য যদি অবিনয়ী হয়, এবং সাপ আছে এমন গৃহে যদি কেউ বাস করে, তাহলে তার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে এমন চারটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যে বিষয় গুলি অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে নিয়ে সংসার জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। স্ত্রী যদি পরপুরুষের প্রতি আসক্তি বোদ করে, তাহলে তার পতিব্রত্যে ফাটল ধরে। তখন সেই সংসারে আর সুখ শান্তি বজায় থাকে না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের উদ্রেক হয়। একজন মানুষ তাঁর বন্ধু বা সুহৃদয়কে যথেষ্ট বিশ্বাস করে। কোনো কারণে বন্ধু যদি প্রতারণামূলক আচরণ করে, তাহলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ভৃত্য বা পরিচারকদের ওপর আমরা অনেকাংশে নির্ভর করি। পরিচাবক যদি তার ওপর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয় এবং অবিনয়ী হয় তাহলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। বিষাক্ত সর্প আছে এমন গৃহে বসবাস করলে মৃত্যু অনিবার্য।

নাস্তি সত্যাৎ পারো ধর্মো
নানৃতাৎ পাতকং মহৎ।
স্থিতিহি সত্যে ধর্মস্য তস্মাৎ
সত্যং ন লোপয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নেই। মিথ্যা অপেক্ষা আর কোনো মহাপাপ নেই। সত্যকে আশ্রয় করে ধর্মের অবস্থিতি। তাই সত্যকে কখনো বিলুপ্ত করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সত্য পথে থাকা এবং সত্য বাক্য উচ্চারণ করাকে আমরা জীবনের দুটি অভীষ্ট স্বরূপ ঘোষণা করব। জীবনে সদাসর্বদা সৎ পথে থাকতে হয়। যদিও বর্তমান যুগের পরিমন্ডলে সততা অবলম্বন করে থাকা খুব একটা সহজ নয়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের নানা অভিপ্রেত ঘটনার সামনে দাঁড়াতে হয়। এবং প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। শক্তিশালী প্রতিস্পর্ধার বিরুদ্ধে অসম লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয়। এই সঙ্কটজনক পরিমন্ডলের মধ্যে সত্যকে অবলম্বন করা কি সম্ভব? মহান চাণক্য এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন। প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার জন্ম হলেও সত্য পথে থাকা শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে এক অসুবিধার আনন্দ এনে দেয়।

তিনি মিথ্যাকে মহাপাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা আচরণ করা, প্রবঞ্চনা এবং প্রতারণা করার মতো পাপ আর নেই।

সত্যকে অবলম্বন করলেই আমরা ধর্মপথে এগিয়ে যেতে পারব। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আত্মানুসন্ধান আছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, সে এমনভাবে মিথ্যের জালে সত্য আবর্ত হয়ে যায় যে, এই পথের পথিক হতে পারে না। এই পথের সাথে সত্যবাদিতার দৃঢ় এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। তাই সত্যকে কখনো ভুলতে নেই।

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি।

বঙ্গানুবাদ : একশো তিরের দ্বারা বিদ্ধ হলেও মৃত্যুকাল না এলে কেউ মারা যায় না। আবার কারোও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে কুশের দ্বারা আবৃত হলেও বাঁচে না। যার যখন মৃত্যুর ক্ষণ উপস্থিত হবে, তাকে তখনই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহান চাণক্য এখানে একটি চরম সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা এমন অনেক মানুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যারা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও আবার জীবনের উপত্যাকায় ফিরে এসেছে। অলৌকিক উপায়ে তারা শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে। চাণক্য তাই বলেছেন, কাউকে হয়তো একশোটি বিষাক্ত তির দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়নি। আবার কোনো ব্যক্তি হয়ত সামান্যতম দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চাণক্য এখানে কুশের উদাহরণ দিয়েছেন। কুশ অর্থাৎ তৃণকে আমরা হেয় জ্ঞান করে থাকি। এই তৃণের আঘাতে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে।

পরিশেষে চাণক্য যথার্থ মন্তব্য করেছেন যে, এই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার সময়সীমা একেবারে সুনির্দিষ্ট। জগৎস্রষ্টা আগে থেকেই সেই সময় সীমাটি নির্ধারণ করে দেন। আমরা বৃথা জীবনটাকে দীর্ঘায়িত করার কথা ভাবি। যখন সত্যি ডাক আসে, তখন সব কিছু ফেলে দিয়ে সেই ডাকে সাড়া আমাদের দিতেই হবে।

প্রিয়বাক্যপ্রদানেন সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাত্তদেব বক্তব্যং বচনে কা দরিদ্রতা।।

বঙ্গানুবাদ : প্রিয় বাক্য বললে সকল মানুষ সন্তুষ্ট হয়। তাহলে সেরূপ বাক্যই বলা উচিত। বাক্য বলতে তো অর্থ খরচ হয় না, তাহলে বৃথা কার্পণ্য করে বিরূপতা বাড়ানো উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের উচিত ভালো কথা বলে অন্য মানুষের মন জয় করা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এমন কথা বলি না। আমরা ইচ্ছে করে অন্য মানুষকে অপমান করার চেষ্টা করি। হয়তো কেউ অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল, তাকে সেই দিক থেকে অপমান করি। কেন আমরা এমন করি? চাণক্য বলছেন, সুবাক্য উচ্চারণ করার জন্য অধিকতর পরিশ্রম করতে হয় না, এমনকী, এর জন্য কোনো অর্থ খরচও হয় না। তাহলে কেন আমরা প্রিয়বাক্য বলে অন্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করব না? কেন আমরা সর্বদা এমন বাক্য উচ্চারণ করব, যা আমাদের মনের মধ্যে নেতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি করে।

রংকং করোতি রাজানাং রাজানাং রংকমের চ।
ধনিনং নির্ধনং চৈব নির্ধনং ধনিনং বিধিঃ।।

বঙ্গানুবাদ : ভাগ্যই রাজাকে ভিখারি করে আর ভিখারিকে রাজা করে। ভাগ্যই ধনীকে নির্ধন এবং নির্ধনকে ধনী করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য বিভিন্ন শ্লোকে ভাগ্যের অপ্রতিরোধ্য অবদানের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি পৌরুষের থেকে ভাগ্যকে বেশি শ্রদ্ধা করেন। এই শ্লোকটি পাঠ করলে আমরা তাঁর এই জাতীয় মনোভাবের পরিচয় পেয়ে থাকি। তিনি বলেছেন, ভাগ্যদোষে এক ধনী ব্যক্তি ভিখারিতে পরিণত হতে পারে, আবার ভাগ্য ভালো থাকলে রাস্তার ভিখারিও রাজসিংহাসনে আসীন হতে পারে। ভাগ্য হল সর্বনিয়ন্ত্রক সত্তা। ভাগ্যের দ্বারাই পৃথিবীর সব কিছু প্রতি মুহূর্তে আবর্তিত হচ্ছে, আমরা কখনোই ভাগ্যের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারব না।

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকঃ।।

বঙ্গানুবাদ : রূপ এবং যৌবন সম্পন্ন হলেও, উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাহীন পুরুষ, গন্ধহীন কিংশুক অর্থাৎ পলাশ ফুলের মতন, তারা কখনোই সমাজে আদৃত হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : হয়তো একজন ব্যক্তি অত্যন্ত সুপুরুষ, সে উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছে, তা সত্ত্বেও সে যদি অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে, তাহলে তার প্রতি কেউ কি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করবে? সমাজ এবং

সংসারে সে কি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে? সকলে তাকে অবজ্ঞা করবে, কেউ তার সুকুমার কান্তির কথা ভেবে দেখবে না, সে যে উচ্চবংশজাত, এই কথাটিও সকলে ভুলে যাবে। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে হলে এবং নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হওয়া দরকার।

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন
সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধি
র্ন চ ধর্মো দয়াসমঃ।।

বঙ্গানুবাদ : শান্তি হল জগতের শ্রেষ্ঠ তপস্যা। সন্তোষ হল সব থেকে বড়ো সুখ। বিষয় বাসনাকে পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ এটি এক মারাত্মক ব্যাধি। দয়ার মতো আর ধর্ম নেই।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোক প্রণেতা চাণক্য বলেছেন যে, আমরা সকলে শান্তির সন্ধানে ছুটে বেড়াই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিত শান্তি লাভ করতে পারি না। অনেকে ভেবে থাকেন, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এলেই হয়তো শান্তির জগতে পবেশ করা যায়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ অর্থনৈতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে। সন্তুষ্ট হওয়াকেই আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বলব। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া সহজ নয়। বিষয় বাসনার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ আমাদের শরীর এবং মনকে ক্ষয়গ্রস্ত করে। এই আকর্ষণ থেকে আমরা কখনো বেরিয়ে আসতে পারি না। দয়া হল এমন এক ধর্ম, যাকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলব।

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ
শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চদসাধ্যং বৈ লোকে
শীলবতাং ভবেৎ।।

বঙ্গানুবাদ : সৎ চরিত্রের দ্বারা বিশ্বকে জয় করা যায়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চরিত্রবান লোকেরা অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তাদের কাছে অজেয় বলে কোনো কিছু থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই শ্লোকের মাধ্যমে মহামতি চাণক্য মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধতার কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করেন যে, চরিত্র উন্নত না হলে আমরা কখনোই কোনো কাজে সফল হতে পারব না। চারিত্রিক পবিত্রতা এবং শুদ্ধতা আমাদের মধ্যে এমন এক ঐশী শক্তির জন্ম দেয়, যা আমাদের কর্মকুশল এবং কর্মবীর করে তোলে। জীবনে জয়যুক্ত হতে হলে তাই চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে এবং যে কোনো নিন্দনীয় কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

প্রদোষে নিহতঃ পন্থাঃ পতিতা নিহতা স্ত্রীষু।

অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষাদ্ধতঃ প্রভুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোয় পথ হারিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে পতিতা নারীর জীবন ব্যর্থ। ক্ষেতে অল্প বীজ বপন করলে বা অল্প বীজ অঙ্কুরিত হলে আশানুরূপে ফসল মেলে না, ভৃত্যের দোষে প্রভু বিনষ্ট হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হলে আমরা কি আর পথে চলতে পারি? তখন পথের দিশা কোথায় হারিয়ে যায়। তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। সূর্য উঠলে আবার পথ পরিষ্কার হয়।

যে নারীর জীবন কলঙ্কে ভরে গেছে যিনি একাধিক পুরুষের প্রতি নিজের আকর্ষণ প্রকাশ করেছেন, তাকে আমরা পতিতা বলে থাকি। এই সমাজে তাঁর স্থান হল অন্ধকারে।

যদি আমরা শস্য ক্ষেত্রে সামান্য বীজ বপন করি তাহলে আশানুরূপ ফসল কখনোই পাব না। আশানুরূপ ফসল পেতে হলে ক্ষেতে যথেষ্ট বীজ বপন করা দরকার।

পরিচারকের ওপর প্রভুর গুরুত্ব এবং যশ নির্ভর করে। যদি আমরা ভালো পরিচারকের সন্ধান না পাই, তা হলে কোনো কাজে সফল হতে পারব না।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী

যাভ্যাং বালো ন পঠিতঃ।

ন শোভতে সভামধ্যে

হংস মধ্যে বকো যথা।।

বঙ্গানুবাদ : যেসকল পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে বিদ্যাভ্যাস করার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ না করান, সেরূপ মাতা ও পিতা সমাজে শত্রুস্বরূপ বিবেচিত হবেন। হাঁসেদের মধ্যে যেমন বক শোভা পায় না, তেমনই সেই মূর্খ বালক মানবসমাজে শোভা পায় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কথায় বলে, একজন পুত্র কেমন আচরণ করবে, তা তার পিতা মাতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। শিশুকে আমরা মাটির ঢেলার সঙ্গে তুলনা করে থাকি। পিতামাতার স্নেহ সান্নিধ্য এবং সাহচর্যে এই শিশুটি ধীরে ধীরে এক সুনাগরিক হয়ে ওঠে। পিতা-মতো যদি তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন না হন এবং এই ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, তাহলে তাঁদের পুত্র কখনোই সুসন্তান হিসাবে গড়ে উঠবে না। এই জাতীয় পিতা-মাতাকে শত্রুস্বরূপ বিবেচনা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে চাণক্য প্রকৃতির মধ্য থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টিকে প্রমাণিত করেছেন। হাঁসেদের মধ্যে বক কি শোভা পায়? পন্ডিত সমাজে যদি এক মূর্খ ব্যক্তি অবস্থান করে, তবে তাকে নানাধরনের কটুবাক্য শুনতে

হয়। এইভাবে তার মনের মধ্যে একধরনের হীনমন্যতার জন্ম হয়। সে আর সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।।

বঙ্গানুবাদ : এই মানব সমাজে বিশ্বাসই হল প্রকৃত সম্পদ মন্ত্র বিষয়ে, তীর্থ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের প্রতি, দেবতার প্রতি, দৈবজ্ঞ, এবং গুরুর প্রতি যার যেমন বিশ্বাস তার তেমন ফললাভ হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে বিশ্বাসই আসল বন্ধু। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর—এমন একটি প্রবাদ আমরা সকলেই জানি। একটি বস্তুতে দু'জন মানুষ দু'ধরনের বিশ্বাস করতে পারে। আমরা মন্ত্র উচ্চারণ করি, কিন্তু এই মন্ত্রোচ্চারণের ফলে আমাদের শরীর ও মনে কী ধরনের পরিবর্তন হয় যে সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেন। এই বিভিন্নতাই স্বাভাবিক। যে মানুষ মনে করে যে, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা তার শরীর ও মনে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুরণন দেখা দেয়, তার কাছে মন্ত্রের একটি অন্য তাৎপর্য আছে। আবার যে মনে করে, মন্ত্রোচ্চারণ শুধু কয়েকটি শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি মাত্র, তার কাছে মন্ত্র এত শক্তিশালী ভাবে প্রতিভাত হয় না।

প্রাণান্তেহপি গুরোরাজ্ঞা নাবমান্যা কদাচন।
শিষ্যাণাং পরমো ধর্মো গুরোরাজ্ঞানুবর্তনম।।

বঙ্গানুবাদ : প্রাণের বিনিময়েও গুরুর আদেশ শিরোধার্য করা উচিত। গুরুর আজ্ঞা অনুসরণ করাই হল শিষ্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। এই দিকটিকে বলা হয় গুরু শিষ্য পরম্পরা। আমাদের সভ্যতা বরাবর গুরুবাদকে প্রভূত প্রাধান্য দিয়েছে। জগতে যাকে আমরা গুরু বলে স্বীকার করব, তাঁর মুখনিঃসৃত এক একটি আজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে পালন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আমাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। মানসিকভাবে হয়তো আমরা বিপর্যস্ত হয় পড়ব, তবুও কখনো কর্তব্য কাজে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রদর্শন করব না। শিষ্যের কর্ম হল গুরুর আজ্ঞা পালন।

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্বানের সঙ্গে কখনো আমরা রাজার তুলনা করতে পারি না। কারণ রাজা কেবল মাত্র তাঁর রাজ্যে অভিনন্দিত এবং পূজিত হন, আর বিদ্বান পৃথিবীর সর্বত্র পূজা পান।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : রাজা ও বিদ্বানের মধ্যে একটি কাল্পনিক তুলনা করে মহামতি চাণক্য বলেছেন, যে রাজার আধিপত্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাঁর অধিকৃত ভূখন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। যদি কখনো তিনি সেই ভূখন্ডের সীমা না অতিক্রম করে অন্য কোথাও যান, তাহলে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন সহকারে গ্রহণ নাও করতে পারে। পক্ষান্তরে, এক বিদ্বান ব্যক্তি দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠেন। তিনি যে দেশেই যাবেন, সেখানকার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তি ভালোবাসা প্রদান করবে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, বিদ্বানের স্থান পৃথিবীর সর্বত্র আর রাজার স্থান শুধুমাত্র তাঁর রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আজীবনান্তাৎ প্রণয়াঃ কোপাস্তু ক্ষণভঙ্গুরাঃ।
পরিত্যাগাস্তু নিঃসঙ্গে ভবন্তি হি মহাত্মাম্।।

বঙ্গানুবাদ : জীবের প্রতি মহাত্মাদের প্রেম আজীবন বজায় থাকে, কিন্তু ক্রোধ হল ক্ষণস্থায়ী। আবার তাদের ত্যাগ রূপ ধর্ম নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যাঁরা মহান ব্যক্তি, তাঁরা সর্বজীবে প্রেম এবং ভালোবাসা বিতরণ করে থাকেন। এই প্রেম এবং ভালোবাসার কোনো ঘাটতি কখনো চোখে পড়ে না। যদি কোনো কারণে তাঁরা কোনো জীবের প্রতি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে সেই ক্রোধ অচিরেই প্রশমিত হয়। তাঁরা সারাজীবন ধরে যে ত্যাগ করে থাকেন, সেই ত্যাগের মধ্যে কোনো স্বার্থ নেই। তাকে আমরা নিঃস্বার্থ ত্যাগ বরতে পারি।

আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো নিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিম্।।

বঙ্গানুবাদ : যদি কন্যাদায়গ্রস্ত কোনো পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে প্রথমেই তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যেন পাত্রের গুণাগুণ বিচার করেন। প্রথমেই তিনি পাত্রের ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করবেন, তারপর ধনসম্পদ এবং বংশমর্যাদার প্রতি নজর দেবেন। যদি পাত্রের মধ্যে স্বভাবগত দোষ বা চারিত্রিক অশুদ্ধতা থেকে থাকে, তাহলে বিপুল ধন দৌলত বা উচ্চ বংশগৌরব অর্থহীন হয়ে যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষের সব থেকে বড়ো পরিচয় হল তার চারিত্রিক মাধুর্য এবং বৈশিষ্ট্য। যদি সে সৎ শোভন সুন্দর না হয়, তাহলে বিপুল ধনরত্ন ভান্ডার নিয়ে তার কোনোই লাভ হবে না। এমন কি উচ্চ বংশগৌরবও তার কাছে একটি অহঙ্কারিক প্রতীক স্বরূপ বিবেচিত হবে না।

আহার নিদ্রা-ভয়-মৈথুনানি
সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্ ।
জ্ঞানী নরাণামধিকো বিশেষো ।
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সামানাঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন, এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষ এবং পশুদের মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান আছে। কিন্তু মানুষ জ্ঞানী, এটাই বোধহয় তার সব থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য। যারা জ্ঞানহীন তাদের আমরা পশুর সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীর সমস্ত জীবজগতের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, জীবন আহার গ্রহণ না করলে বাঁচে না, আহারের মাধ্যমেই সে কর্মপ্রবাহের জন্য উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করে। আবার আহারের মাধ্যমেই তার দেহের ক্ষয় পূরণ হয়। মানুষ অথবা মনুষ্যতর প্রাণীকে নিদ্রিত অবস্থায় থাকতে হয়। নিদ্রা একদিকে যেমন কালান্তি অপনোদন করে। তেমনই আমাদের মানসিক ও শারীরিক প্রশান্তির জগতে নিয়ে যায়। নিদ্রা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে একইভাবে বিদ্যমান। মানুষ এবং জীব-জন্তু ভয় পায়। ভয় একটি স্বাভাবিক মানসিক প্রক্ষোভ। জীবজগতের সবাই মৈথুনে অংশগ্রহণ করে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আর্কষণ অনুভব করে। এই আকর্ষণ না থাকলে জীবজগতে প্রজনন সম্ভব হত না।

চাণক্য বলেছেন, কিন্তু মানুষের সাথে মনুষ্যেতর প্রাণীদের সব থেকে বড়ো তফাত হল যে, মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান আছে। এই প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানই মানুষকে জীবজন্তুদের থেকে পৃথক করেছে।

আত্মাপরাধবৃক্ষষ্য ফলোন্যেতানি দেহিনাম্ ।
দারিদ্র্যরোগদুঃখানি বন্ধনব্যাসনানি চ ।।

বঙ্গানুবাদ : দারিদ্র, রোগ, দুঃখ, বন্ধন এবং ব্যসন—এগুলি মানুষের নিজের অপরাধরূপ বৃক্ষরেই ফলাফল।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে এমন পাঁচটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলির উৎপত্তি মানুষের নিজের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমেই তিনি দারিদ্রতার কথা বলেছেন, আমরা যদি উদ্যমশীল এবং কর্ম চঞ্চল না হই, তাহলে অর্থোপার্জন করতে পারি না। সেক্ষেত্রে নিদারুণ দারিদ্রতা অভিশাপ স্বরূপ আমাদের জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলবে।

শরীরের সুস্থতার প্রতি উপযুক্ত নজর না দিলে রোগ শরীরকে আক্রমণ করবে। শেষ পর্যন্ত সেই রোগ হয়তো আমাদের মৃতপ্রায় করে তুলবে।

জীবনে চলার পথে নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে দুঃখ পেতে হয়। আগে থেকে সাবধানতা অবলম্বন করলে এই দুঃখের পরিমাণকে অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত করা যায়।

সাংসারিক জীবনের প্রতি আমরা বন্ধন অনুভব করি। বন্ধন এমন একটা মানসিক প্রক্ষোভ, যার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করলে আমরা বন্ধন মুক্তির সাধনা করতে পারি।

ব্যসন, অর্থাৎ আকর্ষণ, এই আকর্ষণ দু'ধরনের হতে পারে— কামজ এবং ক্রোধজ। ভগবান মনু তাঁর 'মনু সংহিতা' নামক ধর্মগ্রন্থে এই দু'ধরনের আকর্ষণের কথা বলেছেন।

দশটি বিষয়কে তিনি কামজ বাসনা বলে চিহ্নিত করেছেন। মৃগয়া, পাশা খেলা, দিবানিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রী সম্ভোগ, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং অহেতুক ভ্রমণ।

আর ক্রোধজ ব্যসন হিসাবে আটটি ব্যসনের কথা বলেছেন অপরের দোষ আবিষ্কার, সাধুব্যক্তির নিগ্রহ, গোপনে হত্যা, ঈর্ষা, অপরের গুণে অসহিষ্ণুতা, অর্থের অসৎ ব্যবহার, বাকপুরুষ্য এবং কঠোর দণ্ডবিধান।

আতুরে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুসংকটে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।

বঙ্গানুবাদ : রোগাক্রান্ত অবস্থায়, বিপদে, দুর্ভিক্ষের সময়, শত্রু কর্তৃক বিপন্ন হলে, বিচারালয়ে এবং মৃত্যুকালে যে বন্ধু সঙ্গী হয়, সে-ই হল প্রকৃত বন্ধু।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা বন্ধুত্বের বিচার করব কীভাবে? আমরা ভাবি যে ব্যক্তি আমাদের বিনোদন এবং বিলাস ভ্রমণে অংশ নেয়, সে-ই বুঝি পরম বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্বের আসল পরিচয় হয় জীবনের দুঃসহ মুহূর্তে। যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন যে পাশে থেকে সেবা-শুশ্রূষা করে তাকেই আমরা সত্যিকারের সুহৃদ রূপে বিবেচনা করব। বিপদে পড়লে যার হাত ধরে বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হই, সে হল আমার প্রকৃত মিত্র। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নের সংস্থান করা সম্ভব হয় না। তখন যে দু'মুঠো অন্ন দিয়ে সাহায্য করে; সে-ই প্রকৃত বন্ধু। শত্রুপুরীতে প্রবেশ করলে আমাদের চক্রব্যূহের মধ্যেও বন্দি হতে হয়। তখন যে এগিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করে সে-ই বন্ধু। বিচারালয়ে গিয়ে আমরা যখন দাঁড়াই, তখন এক ভয় ও আশঙ্কা আমাদের সর্ব-সত্তাকে গ্রাস করে। এই বিচার সভায় যে আমার পাশে থেকে সাহসদান করে সে-ই হল আসল বান্ধব। মৃত্যুর সময় যে পাশে থাকে, তাকেও আমরা প্রকৃত বন্ধু বলতে পারি।

সপ্তম পর্ব

তর্কশাস্ত্র ও নীতিকথা

কিং করিষ্যন্তি বক্তারঃ শ্রোতা যত্র না বিদ্যতে।
নগ্নক্ষপণকে দেশে রজকঃ কিং করিষ্যতি ॥

বঙ্গানুবাদ : যেখানে শ্রোতা নেই সেখানে বক্তারা কী করবেন? যে দেশে শুধুমাত্র নগ্ন সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন সেখানে ধোপার কোনো প্রয়োজন আছে কি?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্রোতৃবৃন্দের জন্যই জ্ঞানগর্ভ আলোচনার আয়োজন করা হয়। বক্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়ের ওপর স্বীয় মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দাবলি শ্রোতৃবৃন্দকে নানাভাবে উজ্জীবিত এবং প্রাণিত করে। যদি কোনো আলোচনা সভায় একজনও শ্রোতা উপস্থিত না থাকে, তাহলে সেখানে বক্তারা কার উদ্দেশ্যে তাঁদের সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করবেন? অথচ সাধারণত আমরা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর খুব একটা নজর দিই না। আমরা জ্ঞানবান পন্ডিতদের বক্তা রূপে আমন্ত্রণ জানাই, কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতৃমন্ডলী যাতে সেই আলোচনা সভায় যোগ দিতে পারে, তেমন ব্যবস্থা করি না।

কোনো অঞ্চলে যদি শুধুমাত্র নাগা সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন, অর্থাৎ যে সন্ন্যাসীরা সবরকম আবরণ পরিত্যাগ করেছেন, তাহলে সেই স্থানে রজকের কোনো প্রয়োজন আছে কি? রজক ময়লা জামাকাপড় কেচে পরিষ্কার করে গৃহস্থের কাছে পৌছে দেয়। যেখানে জামাকাপড়ের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, সেখানে রজকেরও কোনো কাজ নেই।

তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং
শূরস্য জীবনম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী
নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রহ্মজ্ঞের কাছে স্বর্গ তুচ্ছ, প্রকৃত বীরের কাছে জীবন তুচ্ছ, সংযমীর কাছে রমণী তুচ্ছ, আর বাসনাহীন ত্যাগীর কাছে এ জগৎ তুচ্ছ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : যিনি সত্যিকারের ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁর কাছে স্বর্গ-নরক বলে কোনো ভেদাভেদ নেই। তিনি বিশ্বজগতকে এই ভূত সত্তার প্রতীক স্বরূপ বিবেচনা করেন। যিনি পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর কাছে এইসব ভেদাভেদ রহিত হয়ে যায়। তিনি মনোজগতের এমন এক স্তরে উপনীত হয়েছেন, যে স্তরটিকে আমরা ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি না। পৃথিবীতে এই জাতীয় মনোভাবাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। যাঁরা চিন্তনের এই স্তরে উন্নীত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাঁদের কাছে সব কিছু তুচ্ছ বলে মনে হয়।

যিনি প্রকৃত বীর, তিনি রণক্ষেত্রে হাসতে হাসতে নিজের জীবনোৎসর্গ করতে পারেন। তবেই তো তাঁকে আমরা সত্যিকারের বীর বলব। তিনি জানেন, তাঁর

বীরসত্তার ওপর অনেক অসহায় মানুষের জীবন নির্ভর করছে। তিনি কখনো নিজ স্বার্থ সিদ্ধির কথা ভাবেন না। প্রাণ বাঁচানোর জন্য রণক্ষেত্র থেকে অন্য কোথাও পলায়ণ করেন না। বীরের মতো দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অনেক সময় হয়তো মৃত্যুই হয় তাঁর একমাত্র ভবিতব্য, তবু তিনি মৃত্যুভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত হন না।

যে ব্যক্তি সংযমী অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাসনা, কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন নন, তাঁর কাছে রমণীর আলাদা কোনো মূল্য নেই। তিনি জানেন পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ। তাই তাঁর কাছে রমণী অন্য কোনো বিনোদনী সংকেত আনে না। তিনি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু পর্যালোচনা করতে পারেন।

যে ব্যক্তি বাসনাহীন ত্যাগী তাঁর কাছে বিশ্বজগতের আলাদা কোনো মাধুর্য বা উপযোগিতা নেই। তিনি তো তৃতীয় নয়নের অধিকারী হয়েছেন। তিনি এমন এক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন যার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে, এই মহাপৃথিবী তুচ্ছ এবং অনিত্য। যে কোনো মুহূর্তে এই মহাপৃথিবী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, মহাপ্রলয়ের কাল ঘনিয়ে আসবে। অযথা বিষয়ের প্রতি আসক্তি এনে কী লাভ? বরং বিষয়াসক্তি আমাকে আমার পথ থেকে বিচ্যুত করবে। আমি যখন মানুষ হয়ে জন্মেছি, এবং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যখন আমার মনন ও মানসিকতার সঞ্চারণ করেছেন, তখন উচিত পরমাত্মার সন্ধান করা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
তদর্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।।

বঙ্গানুবাদ : ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষ্মীলাভ হয়ে থাকে। কৃষিকর্মের দ্বারা এর অর্ধেক লাভ করা যায়। আবার এর অর্ধেক পাওয়া যায় রাজসেবা বা চাকুরি বৃত্তির দ্বারা। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কখনো কিছু লাভ করা যায় না বলে সর্বদা ভিক্ষাবৃত্তিকে পরিহার করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে জীবন নির্বাহ ও জীবিকার্জনের যতগুলি পন্থা আছে, তার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হল সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যবসার মাধ্যমে আমরা প্রভূত ধনসম্পদ আহরণ করতে পারি। কারণ ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে অপরিমেয় রোজগার হয়।

কেউ যদি কৃষিকর্মের দিকে মনোনিবেশ করে তাহলেও তার জীবন ও জীবিকা সচ্ছলভাবে অর্জিত হতে পারে। কৃষিকর্ম করাও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা।

রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরিবৃত্তির মাধ্যমে মানুষ গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারে। কিন্তু এর ফলে সে ধনী হতে পারবে না। কারণ এর দ্বারা অধিক পরিমাণ অর্থ আয় করা সম্ভব নয়।

কখনোই জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তির সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। কারণ ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে থাকি। সমাজে ভিখারির কোনো মানসম্মান নেই। তার পরিবারের সদস্যরাও নত মুখে বাস করতে বাধ্য হয়। তাই ভিক্ষাবৃত্তি সর্বদা পরিত্যাগ করে চলা উচিত। আমরা পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত অর্থে জীবন কাটাব। অপরের কাছে হাত পাতব না—এমন একটি মনোভাব থাকা উচিত।

বরং রামশরো গ্রাহ্যো ন চ বৈভীষনং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতি দুর্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ।।

বঙ্গানুবাদ : রামের তীর বরং সহ্য করা যায়, তবু বিভীষণের কটু বাক্য সহ্য করা যায় না। মেঘমুক্ত রৌদ্র যেমন অসহনীয়, জ্ঞাতিবর্গের দুর্বাক্য তেমনই অসহ্য।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : রাম ছিলেন এক বিখ্যাত তিরন্দাজ। তিনি একটির পর একটি বাণ ছুড়ে শত্রুপক্ষকে একেবারে ধরাশায়ী করতেন। রামচন্দ্রের এই বাণের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা কারো থাকে না। বাণটি আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। তবু চাণক্যের অভিমত যে, আমরা হয়তো এই বাণের আঘাত সহ্য করতে পারব, কিন্তু বিভীষণের মুখনিঃসৃত কটুবাক্য কখনো সহ্য করতে পারব না। বিভীষণ সৎ সুন্দর শোভন জীবনের প্রতীক। তাঁর দুর্ভাগ্য যে, তাঁকে রাক্ষস বংশে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি বার বার তাঁর উদ্ধত লোভী দাদা রাবণের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। রাবণকে সাবধান করেছেন। শাস্ত্র থেকে বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করে রাবণকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মাঝে মধ্যে তিনি রাবণের বংশ মর্যাদায় আঘাত করেছেন। তাঁর মুখ-নিঃসৃত এক একটি কটু বাক্য রাবণের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়েছে। চাণক্য সঙ্গত কারণেই বলেছেন যে, আমরা বরং রামের বাণের আঘাত সহ্য করতে পারব, কিন্তু বিভীষণের ধারাবাহিক কটুবাক্য জনিত আঘাত সহ্য করতে পারব না। বিভীষণ কিন্তু কাউকে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করেননি, তাঁর আয়ুধ হল তাঁর মুখের কটুবাক্য।

যখন আকাশে মেঘ থাকে না, তখন রৌদ্র সরাসরি এসে পৃথিবীকে পরিপ্লাবিত করে। এই খর রৌদ্রের দহন জ্বালা সহ্য করা খুব একটা সহজ নয়। আবার যখন আত্মীয় পরিজনেরা নানা কুবাক্য বলেন, তখন সেই বাক্যগুলি আমাদের অপমানিত করে। মনে হয়, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বোধহয় ঝড় উঠেছে। আমরা কখনো শান্ত সমাহিত চিত্তে এই সব অপমানজনক বাক্য সহ্য করতে পারি না।

সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্যত্বাদনর্ঘত্বাদক্ষয়ত্বাচ্ছ সর্বদা।।

বঙ্গানুবাদ : সকল বিষয়ের মধ্যে বিদ্যাই হল এমন এক বিষয় যাকে আমরা সর্বোত্তম বলতে পারি। বিদ্যাকে কেউ কখনো হরণ করে নিয়ে যেতে পারে না। বিদ্যা অমূল্য, বিদ্যার কোনো ক্ষয়হীনতা নেই, তাই বিদ্যাকে আমরা বলি সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে যত মণিমুক্তা রত্নরাজি আছে, তার মধ্যে বিদ্যা বা শিক্ষার স্থান সবার ওপরে। কারণ যে কোনো মণিমুক্তা যে কোনো সময় চোরের হস্তগত হতে পারে। ব্যবহার করলে তা ক্ষয় হতে পারে। কিন্তু বিদ্যা হল এমন এক অমূল্য রতন, যা কোনো চোর কখনো কেড়ে নিতে পারে না। শুধু তাই নয়, বারবার ব্যবহৃত হলে বিদ্যা বাড়তে থাকে। আলোচনার মাধ্যমেই বিদ্যার উৎকর্ষ বেড়ে যায়। তাই বিদ্যা বা শিক্ষাকেই আমরা এই জগতের সবথেকে মহার্ঘ্য বিষয় হিসেবে মনে করব।

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং
নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্বত্র নূতনং শস্তং সেবাকান্তে পুরাতনে।

বঙ্গানুবাদ : নতুন বস্ত্র, নতুন ছাতা, সদ্য পরিণীতা স্ত্রী এবং নতুন বাড়ি নতুন হলে সব কিছুই ভালো লাগে, কিন্তু ভৃত্য পুরাতনই ভালো। আর চাল যত পুরানো হয়, ততই সুপাচ্য হয়, অর্থাৎ এ দুটি নতুন না হওয়াই ভালো।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে মানব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের কথা আলোচনা করছেন। আমরা নতুনের পূজারী। তাই সব সময় নতুন কাপড় পড়তে ভালোবাসি। প্রতি বছর দুর্গোৎসব উপলক্ষে নতুন বস্ত্র পরিধান করা হয়। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানেও নতুন বস্ত্র পরিধান করা কর্তব্য। বর্ষাকালে নতুন কেনা ছাতা ব্যবহার করতেও আমাদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি আমরা অশেষ সেবাযত্ন ভালোবাসা উপহার দিই। নতুন বাড়িতে থাকতে ভালোবাসি। এই দ্রব্যগুলি পুরানো হলে এদের কদর এবং জনপ্রিয়তা কমে যায়। কিন্তু নতুন গৃহ পরিচারকের ওপর নির্ভর করা সম্ভব হয় না। পরিচারক তার কর্তব্যবোধের দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করে। যতই তার বয়স বাড়ে এবং যতই সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ততই মনিবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। নতুন চাল খাওয়া উচিত নয়। এতে পেটে নানা গোলমাল দেখা দেয়। সবচেয়ে ভালো পুরানো চালের ভাত খাওয়া উচিত। অর্থাৎ পরিচারক ও চালের ক্ষেত্রে নতুনের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়।

নাস্তি ভার্যাসমং মিত্রং নাস্তি
পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ।
ন ভগিনীসমা মান্যা নাস্তি
মাতৃসমো গুরু ॥

বঙ্গানুবাদ : স্ত্রীর সমান বন্ধু বা আপনজন হয় না। পুত্রের সমান প্রিয়জন হয় না। ভগিনীর সমান সম্মানীয় হয় না, আর মায়ের সমান গুরু হয় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : প্রত্যেক গৃহস্থেরই তাঁর পত্নীকে একটি পৃথক স্থানে বসানো উচিত। পত্নী হল এই পৃথিবীতে তাঁর সব থেকে বড়ো বন্ধু। তিনি পতির সুখে দুঃখে, শোকে-উল্লাসে পাশে থেকে, নানাভাবে তাঁকে সাহায্য করেন। পতিকে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন, তাই পত্নীর সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত।

পিতামাতার নিকট পুত্রই হল এই পৃথিবীতে সব থেকে প্রিয়। পুত্র পিতামাতার ওপর কর্তব্য পালন করে। পুত্র ভালো হলে পিতামাতার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই পুত্রের সাথে অন্য কোনো প্রিয়জনের তুলনা করা কখনো উচিত নয়।

ভাগিনীরা এই পৃথিবীতে এক পৃথক আসনে আসীন। তাদের সাথে অন্য কোনো মহিলার তুলনা করা উচিত নয়। ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে যে স্বর্গীয় সম্পর্ক বিদ্যমান তা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

এই পৃথিবীতে সব থেকে বড়ো গুরু হলেন আমাদের জন্মদাত্রী মা। তিনি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে, বহু পরিশ্রম করে তাঁর শিশুটিকে বড়ো করে তোলেন। তাই মাকে সর্বাগ্রে প্রণাম জানানো উচিত।

ন জাতু কামঃ
কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়
এবাভিবর্দ্ধতে।।

বঙ্গানুবাদ : কাম্য বস্তুসমূহের উপভোগের দ্বারা কামনার প্রশমন কখনোই হয় না। বরং অগ্নিতে ঘৃত প্রয়োগ করলে যেমন তা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, উপভোগ তেমন ভাবেই কামনাকে আরও উজ্জীবিত করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সাধারণ মানুষ কামনা-বাসনার দাসত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ইন্দ্রিয়সঞ্জাত নানা লোভ তাকে প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত করে। আমরা ভেবে থাকি, বাসনার প্রজ্জ্বলন দ্বারাই বোধ হয় এর প্রশমন সম্ভব। অনেকে মনীষী বলেছেন, ভোগের মাধ্যমেই ত্যাগের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু মহামতি চাণক্য এখানে বলছেন যে, ভোগের মাধ্যমে আমরা আরও বেশি ভোগী হয়ে উঠি। যেমন ভাবে জ্বলন্ত অগ্নির কুণ্ডে ঘৃত প্রদান করলে তা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, সেইভাবে অতিরিক্ত ভোগ বাসনা আমাদের কামনাকে আরও জাগিয়ে তোলে। তাই ভোগের মাধ্যমে কামনার প্রশমন কখনই সম্ভব নয়। এর জন্য ত্যাগের পন্থা গ্রহণ করা উচিত।

সুখ আর শান্তি না থাকলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায়। যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও তখন জীবনের অন্য কোনো মানে থাকে না। সুখ-শান্তিকে কবি জীবনসঙ্গিনীর সাথে তুলনা করেছেন। জীবনসঙ্গিনী যেমন একজন পুরুষের জীবনে অশেষ আনন্দের

উৎসার স্বরূপ বিরাজ করে, সুখ-শান্তি একইভাবে আমাদের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখে।

ক্ষমাশীলতা মানুষের অন্যতম ধর্ম। মানুষ ক্ষমা করবে—এটাই তার সহজাত প্রবৃত্তি। তাই ক্ষমাকে চাণক্য পুত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেহেতু পুত্র পিতামাতার অত্যন্ত আদরের ধন, ক্ষমাও আমাদের কাছে তেমনই আদরণীয় হওয়া উচিত।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : ফল এবং ছায়া সমন্বিত মহাবৃক্ষকে আশ্রয় করা উচিত। যদি দৈববশতঃ সেই বৃক্ষে ফল না ধরে, তাহলেও তার মাখা-প্রশাখার ছায়া দান থেকে কেউ তাকে বিরত করতে পারবে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এমন মানুষের সংস্পর্শে আসা উচিত যিনি বহু গুণের আধার। যদি একটি গুণ কোনো সময় কমে যায়, তাহলে অপর গুণটির দ্বারা সে তার যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে। তাই চাণক্য বলেছেন, আমরা এমন বৃক্ষতলে আশ্রয় নেব, যে বৃক্ষে একাধিক শাখা-প্রশাখা আছে। বৃক্ষটি যেন অবশ্যই ফলবতী হয়। ফলবতী বৃক্ষ থেকে উপযুক্ত ফল আশা করা যায়, আবার যদি কোনো কারণে সেই বৃক্ষটি নিষ্ফলা হয় অর্থাৎ ফল প্রদান করতে না পারে, তাহলেও তার শাখা-প্রশাখা থেকে আমরা ছায়া পাব। এই ছায়াতলে দাঁড়ালে সূর্যের আলো এবং বৃষ্টি সরাসরি আমাদের ক্লান্ত করতে পারবে না।

স জীবতি গুণা যস্য ধর্মো
যস্য স জীবতি।
গুণ-ধর্মবিহীনস্য জীবনং
নিষ্প্রোয়োজনম্।

বঙ্গানুবাদ : যিনি গুণী এবং ধার্মিক তাঁরই জীবন সার্থক। যাঁর গুণ নেই এর যার মধ্যে ধর্মজ্ঞান নেই, তাঁর জীবন ধারণের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয়। তবেই আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি। নির্গুণ মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। গুণী মানুষের কদর সর্বত্র।

এর পাশাপাশি ধর্মপরায়ণতার কথা বলা উচিত। আমাদের জীবনে চলার পথে ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতি মুহুর্তে ধার্মিক অনুধ্যান মনে রাখা দরকার। যে ব্যক্তি অশেষ গুণের অধিকারী এবং ধর্মপরায়ণ তাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে। আর যে ব্যক্তির মধ্যে কোনো গুণ নেই এবং যিনি অধার্মিক আচরণ করে, তাকে কেউ ভালোবাসে না, সমাজে তার স্থান হয় সকলের নীচে।

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং
তীর্থভূতা হি সাধবঃ
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ
সাধুনসমাগমঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : সাধুদের দর্শনে পুণ্য হয়। সাধুরা আমাদের কাছে তীর্থস্বরূপ বিরাজ করেন। তীর্থের ফল দেরিতে ফলে, কিন্তু সাধুসঙ্গের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য এখানে সাধুসঙ্গের সাথে তীর্থ স্থানের তুলনা করেছেন। তীর্থে দেবতার অধিষ্ঠান। প্রতিটি তীর্থের একটি ধর্মীয় মাহাত্ম্য আছে। আমরা কেন তীর্থে যাই? দেবতার সান্নিধ্য লাভের জন্য আমরা তীর্থ ভ্রমণ করি এবং যাতে দেবতার আশীর্বাদ আমাদের জীবনে বর্ষিত হয়, তাই আমরা তীর্থে যাই। তীর্থ-স্থানে ভ্রমণ করলেই যে তার ফল পাওয়া যাবে, এমনটি মনে করার কোনো বাস্তবসম্মত কারণ নেই। কারণ এই ফল পেতে বেশি দেরি হয়। যদি আমরা সৎসঙ্গ লাভ করি এবং সজ্জন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকি, তাহলে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে লাভ করতে পারব। তাই কবির অভিমত আমরা যেন সর্বদা সৎ মানুষদের সান্নিধ্যে বসবাস করি।

শ্বঃ কার্যমদ্য কুর্বীর্ত পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্ ।
ন হি প্রতীক্ষতে কালঃ কৃতং তচ্চ না বা কৃতম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : আগামীকালের কাজ আজ শেষ করা উচিত, বিকেলের কাজ সকালে শেষ করা উচিত, কাজ সম্পন্ন হলে বা সম্পন্ন না হলে, সময় কিন্তু কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এখানে সময়ের সদ্ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতার কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘসূত্রতা কাজের গতিকে মন্দীভূত করে। কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে যায়। তখন আমরা আর আরাধ্য কাজটি সম্পন্ন করতে পারি না। তাই মহামতি চাণক্য বলেছেন, আমাদের নিয়মানুবর্তী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়া উচিত। সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে হবে। আমি আমার আরাধ্য কাজটি শেস করতে না পারলেও মহাকাল কিন্তু আপন যাত্রাপথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সে আমার জন্য ফিলেও তাকাবে না।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি ।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥

বঙ্গানুবাদ : নিকৃষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রদ্ধাসহকারে শুভঙ্করী বিদ্যা গ্রহণ করা উচিত। অন্ত্যজ ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা উত্তম ধর্ম বিষয়ক আলোচনা শুনব, আর নীচবংশ থেকেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সমাজে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হিসেবে যারা পরিগণিত, তাদের কাছ থেকেও আমরা শুভঙ্করী বিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করতে পারি। এই বিদ্যা শেখার জন্য যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তির সন্ধান করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হয়তো ওই অধম ব্যক্তির মধ্যে এমন এক ক্ষমতা আছে যা লাভ করতে পারলে আমাদের সমাজের বৃহত্তর উন্নতি সম্ভব। সেই ব্যক্তিটি নিকৃষ্ট হলেও তাঁকে গুরুপদে বরণ করা উচিত কর্তব্য?

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে চাণক্য তাঁর ব্যবহারিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, সমাজে যারা প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ ব্রাত্য শ্রেণিভুক্ত, তাদের কাছ থেকেও আমরা ধর্মালোচনা শ্রবণ করতে পারি। নিচু বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য তাদের মধ্যে কোনো ধার্মিক বোধ বা চেতনা নেই, এমনটি ভাবা কখনোই উচিত নয়।

এছাড়া আমরা নিচু বংশ থেকে স্ত্রীরত্নকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারি। অনেক সময় তথাকথিত নীচ-বংশজাতা এক রমণী উপযুক্ত স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে এবং পুরুষের সত্যিকারের অনুগামিনী ও সহধর্মিনী হয়ে ওঠে।

যাবৎ স্বস্থো হ্যয়ং দেহস্তাবন্মৃত্যশ্চ দূরত্বঃ।
তাবদাত্মহিতং কুর্যাৎ প্রাণান্তে কিং করিষ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : এই দেহ যতক্ষণ সুস্থ থাকে, মৃত্যু ততক্ষণতাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সুস্থ থাকাকালীন ধর্মকর্মাদির দ্বারা নিজের ইহকাল এবং পরকালের হিত সাধন করা উচিত। মৃত্যুর পর তুমি কি আর তা করতে পারবে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে একটি চরম সত্য বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা যতক্ষণ সুস্থ দেহে থাকি, ততক্ষণ যে কোনো কাজ করতে পারি। শুধু তাই নয়, সুস্থ মন ও শরীর থাকলে আমরা নানা ধরনের চিন্তা ভাবনার অবকাশ পাই। তাই কবির অভিমত, যতদিন আমরা নীরোগ দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে অবস্থান করব, ততদিন আমাদের উচিত সৎ কর্মে মন দেওয়া এবং সৎ ভাবনায় নিজেকে নিয়োগ করা। যদি একবার মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়, তখন তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। তখন আর আমরা ঈশ্বর আরাধনা করতে পারব না। তাই যতদিন সুস্বাস্থ্য আছে এবং পরিশীলিত মন আছে, ততদিন ঈশ্বরের প্রতি মানসিকতাকে নিবদ্ধ রাখা উচিত।

অষ্টম পর্ব

দৈনন্দিন জীবনযাপন

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা
শনৈঃ পর্বতলঙঘনম্ ।
শনৈঃ কর্ম চ ধর্মশ্চ এতে পঞ্চ
শনৈঃ শনৈঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : সাধারণ মানুষের গতানুগতিক জীবনের পাঁচটি কর্ম অবশ্যই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নির্বাহ করা উচিত। কোন পাঁচটি কাজ আমরা ধীরে ধীরে করব? আমরা মন্দাক্রান্তা ছন্দে পথ অতিক্রম করব। কাঁথা সেলাইয়ের ক্ষেত্রে বেশি স্থৈর্য এবং ধৈর্যের পরিচয় দেব। এক পা এক পা করে পাহাড়ের বন্ধুর পথে এগিয়ে যাব। কর্ম এবং ধর্ম সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও ধৈর্য থাকা দরকার।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জীবনের সব কাজ দ্রুততার দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। কিছু কিছু এমন কাজ আছে যেগুলি সুচারুভাবে সম্পাদিত করতে হলে যথেস্ট ধৈর্য এবং স্থৈর্য থাকা দরকার। প্রথমেই মহামতি চাণক্য পথ অতিক্রম করার কথা বলেছেন। পথে নানা ধরনের বিপদ থাকে। ধীরে সুস্থে পথ হাঁটতে হয়। যানবহানের ধাক্কায় যেন জীবনের ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

কাঁথা সেলাই একটি উন্নত ধরনের সৃজনমূলক শিল্প। কাঁথা সেলাইয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের সৃজনমূলক প্রতিভার সম্যক প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকি। কিন্তু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এই কাজটি করা সম্ভব নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হয়।

পর্বতারোহণের প্রতি পদে আছে অভাবিত বিপদ এবং বাধা। যে কোনো মুহূর্তে সেখানে পদস্খলন ঘটে যেতে পারে। তুষার ঝড় উঠতে পারে। তাই ধীরে ধীরে পা ফেলে পাহাড়ে উঠতে হয়।

যে কোনো কর্ম সম্পাদনের সময় ধৈর্য দরকার। ধর্মশাস্ত্র অনুশীলনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের ধৈর্য রাখতে হবে।

শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্মঃ সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ ।।

বঙ্গানুবাদ : চাঁদ রাতকে আলোকিত করে, সকালে সূর্য আলোকপ্রদান করে, ধর্ম ত্রিভুবনকে আলোকোজ্জ্বল করে আর চরিত্রবান পুত্র বংশকে উজ্জ্বল করে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : রাতের অন্ধকারে জ্যোৎস্নালোকিত চাঁদকে দেখে মনে ভারি আনন্দ জাগে। মনে হয় চাঁদ বুঝি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠেছে।

সকালের আকাশ দেদীপ্যমান আলোকশিখায় ভরিয়ে তোলে সূর্য। আর ধর্ম সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে। ধর্ম হল এমন এক আলোকবর্তিকা যা কখনো নির্বাপিত হয় না। সুপুত্র বংশ গৌরবকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সুপুত্রের সঙ্গে আমরা চন্দ্র, সূর্য এবং ধর্মালোচনার তুলনা করতে পারি।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্ ।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং
ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : শাস্ত্র পাঠ করলেও অনেক সময় মানুষ মূর্খ থেকে যায় । কর্মকুশল মানুষই প্রকৃত বিদ্বান । উত্তম রূপে চিন্তা করে কোনো ওষুধের নাম করলে রোগীদের রোগ সারে না । ওষুধের যথাযথ প্রয়োগ করতে হয় ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে তত্ত্বগত ধারণা এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ কুশলতার মধ্যে যে তফাত বিদ্যমান, সেটির কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন । তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ধর্মমূলক গ্রন্থ পড়লেই আমরা মহান চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠি না । যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধর্মের উপলব্ধ বিষয়গুলিকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে না পারছি, ততক্ষণ ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কী লাভ? মুধু ধার্মিক ভাবলেই চলবে না, নিত্যদিনের ক্রিয়াকর্মে ধর্মভাবকে প্রকাশ করতে হবে । শুধু তাই নয়, কর্মকুশলতাই মানুষের আসল পরিচয় । হাতে কলমে কাজ করতে কে কতখানি দক্ষ, তার দ্বারাই মানুষের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয় । ওষুধের নাম করলেই কি রোগ সেরে যাবে? ভালো চিকিৎসক কী করেন? তিনি রোগের উৎস নির্ণয় করে তা বিনাশ করার চেষ্টা করেন । এজন্য তাঁকে ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে উঠতে হয় । চাণক্য বলতে চেয়েছেন যে, ব্যবহারিক জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান, তত্ত্বগত জ্ঞান থাকলেই আমরা জীবনে সফল হতে পারব না ।

পরনারীং পরদ্রব্যং পরিবাদং পরস্য চ ।
পরিহাসসং গুরোঃ স্থানে চাপলং চ বিবর্জয়েৎ ।।

বঙ্গানুবাদ : পরস্ত্রী, অপরের দ্রব্য, অন্যের নিন্দা, গুরুর কাছে হাস্যপরিহাস এবং চপলতা ত্যাগ করা উচিত ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে বলেছেন যে, আমরা কোন কোন বিষয়গুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখব । অন্যের স্ত্রীর প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করা কখনোই উচিত নয় । মনে রাখতে হবে, সেই স্ত্রী আমার মাতৃস্থানীয়া অথবা শ্রদ্ধাভাজন । তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত । কিন্তু তাঁর প্রতি কোনো লোভ বা কামনা প্রকাশ করা উচিত নয় ।

অন্যের দ্রব্য কখনোই গ্রহণ করতে নেই । তাহলে চোর অপবাদ পেতে হবে । যে দ্রব্যের ওপর অন্যের মৌলিকত্ব বা স্বামীত্ব স্থাপিত হয়েছে সেই দ্রব্য কখনোই নিজ সংগ্রহে আনা উচিত নয় ।

আমরা কখনোই পরের নিন্দা করব না । মনে রাখতে হবে, পরনিন্দা একটি মারাত্মক অপরাধ । বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু সব ভুলে পরনিন্দায় মেতে ওঠে এবং এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করে ।

গুরুর নিকট বসে নানা ধরনের চপল আলোচনা করা উচিত নয়। সেখানে গিয়ে কখনই প্রগলভতা করা উচিত নয়। একান্ত মনে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করা উচিত এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে শাস্ত্রসম্মত আচারগুলিকে পালন করা যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকা উচিত।

চপলতা পরিহার করতে হবে। চাপল্য মানুষের অনেক সদ্‌গুণের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

প্রথমে নার্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে নার্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : বাল্যকালে যদি বিদ্যার্জন করা না হয়, যৌবনে ধন এবং বার্ধক্যে পুণ্য অর্জন করা না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত অন্তিমকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে তুমি কি করবে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহান চাণক্য এখানে আবার চারটি পর্বের ওপর জোর দিয়েছেন। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে জীবনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। প্রতিটি পর্বে আমরা কী কী কাজ করব, তার একটি তালিকা আমাদের শাস্ত্রে আছে। এই শাস্ত্রানুসারে বলা হয়ে থাকে যে, ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করা একমাত্র কর্তব্য। তখন আমরা কঠিন কঠোর কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করে এবং গুরুগৃহে থেকে গভীর অধ্যবসায় সহকারে পাঠ অধ্যয়ন করি, বাল্যকালে যদি আমরা বিদ্যাভ্যাস করতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যত জীবনটাই তমসাবৃত হয়ে উঠবে।

যৌবন ধন উপার্জনের দিকে মন দিতে হয়। কারণ যৌবনে ধনের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই সময় আমরা গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করি। আমাদের ওপর নানা দায়িত্ব কর্তব্য ভার অর্পিত হয়। সন্তানদের মানুষ করতে হয়, স্ত্রীর মনোরঞ্জন করতে হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। তাই যৌবনে উচিত অর্থসংগ্রহে মন দেওয়া।

বার্ধক্যে পুণ্য অর্জন করতে হয়। কারণ বার্ধক্যের পরেই আসে মৃত্যুর প্রহর। মৃত্যুকে আমরা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাবে উন্মুখ হয়ে উঠি। বার্ধক্যে যথাযথ পুণ্য যদি অর্জিত না হয়, এবং আমাদের মধ্যে ধর্মভাবের জাগরণ না ঘটে, তাহলে আমরা কি ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাব?

পুষ্পে গন্ধঃ তিলে তৈলং
কাষ্ঠে হগ্নিঃ পয়সি ঘৃতম্।।
ঈক্ষৌ গুড়ং তথা দেহে
পশ্যাত্মানং বিবেকতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যেমন ফুলে গন্ধ আছে, তিলে তেল, কাষ্ঠে আগুন, দুধে ঘি, ইক্ষুতে গুড় তেমনই শরীরের মধ্যে আত্মা আছেন। তাকে জ্ঞান দৃষ্টির দ্বারা দেখতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আত্মার সাথে দেহের কী সম্পর্ক? তারা কি একে অন্যের পরিপূরক? নাকি একটি অন্যটির দ্বারা আবৃতাবস্থায় থাকে? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে চাণক্য বেশ কয়েকটি উদাহরণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি দুটি দ্রব্যের মধ্যে কী সম্পর্ক তা নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। দুটি দ্রব্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল এ কথাই ঘোষণা করেছেন। ফুলে গন্ধ আছে, ফুলহীন গন্ধকে আমরা কি আলাদা করতে পারব? তিলের মধ্যে তেল আছে, তিল নিষ্পেষিত হলে তেল পাওয়া যায়। কাষ্ঠের মধ্যে আগুন আছে, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে আগুন উৎপাদিত হয়। দুধ থেকে আমরা ঘি তৈরি করতে পারি। ইক্ষুর ভেতর আছে গুড়, অর্থাৎ মিষ্টত্ব। ঠিক একই ভাবে আমাদের তনু বাহার ও অবয়বের মধ্যে আত্মার অবস্থান। আমরা কখনোই দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করতে পারি না।

প্রেষিতস্য কুতো মানঃ কোপনস্য কুতঃ সুখম্।
কুতঃ স্ত্রীনাং কথাগুপ্তিঃ কুতো মৈত্রী খলস্য চ।।

বঙ্গানুবাদ : আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মধ্যে কোনো মান-সম্মান আছে কি? ক্রোধী ব্যক্তির সুখ নেই। নারীরা কথা গোপন রাখতে পারে না। দুর্জন ব্যক্তিরা বন্ধুত্ব স্থাপনে অপারগ হয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমি যদি কারো কাছে ভৃত্য হিসেবে কাজ করি, তাহলে প্রথমেই আমাকে আমার ব্যক্তিগত সম্মান বিসর্জন দিতে হবে। যখন তখন মনিবের হুকুম পালনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কখনো কোনো কাজে ভুল হলে মনিব আমাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করবেন। সেই ভর্ৎসনা শোনার মতো ধৈর্য রাখতে হবে। অর্থাৎ আমার কোনো রকম সম্মান থাকবে না।

একইভাবে এক রাগী ব্যক্তির মনে সুখ থাকে না। সে সর্বদা দুঃখের মধ্যে রাস করে। ক্রোধ তাকে এই অবস্থায় নিয়ে যায়।

রমণীর সবথেকে বড়ো দোষ হল, তারা কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। একটি কথার গুরুত্ব তারা অনুধাবন করতে পারে না।

আর কখনোই দুর্জন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করতে নেই। কারণ তারা বন্ধুত্বের অর্থ জানে না, সর্বদা ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

পৃষ্ঠতঃ সেবয়েদকং জঠরেণ হুতাশনম্।
স্বামিনং সর্বভাবেন পরলোকমমায়য়া।।

বঙ্গানুবাদ : সূর্যকে পেছনে রেখে ভোগ করতে হয়। অগ্নিকে কোলের কাছে রেগে ভোগ করতে হয়। স্বামীকে সর্বোতবাবে ভোগ করবে। কিন্তু পরকাল বিষয়ে প্রকৃতজ্ঞানে ছল-চাতুরির দ্বারা লাভ করা যায় না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : সূর্যের সামনে দাঁড়ালে আমরা তার তাপে ঝলসে যাই। তাই সূর্যকে আমাদের পশ্চাতে রাখতে হয়। তাহলে তার রৌদ্রকিরণ দ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি। আবার অগ্নিকে রাখতে হয় কোলের কাছে। অগ্নির সাথে নৈকট্য স্থাপন করতে হয়, না হলে তার শিখা-সঞ্জাত উষ্ণতা আমাদের প্রাণিত বা উজ্জীবিত করতে পারবে না।

স্বামীকে সর্ববোভাবে ভোগ করতে হয়, অর্থাৎ স্বামীকে এতটুকুর জন্যও চোখের আড়াল করতে নেই। তবেই একজন উপযুক্ত স্ত্রী তার পতির সত্যিকারের সহধর্মিণী হয়ে উঠবে। তাঁর শোকে সন্তাপে, দুঃখ-শোকে, ভোগেবিলাসে, উল্লাসে পাশে থাকবে। পরকাল বিষয়ে আলোচনা করতে হলে বা পরকাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হলে কোনো ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতে নেই। কারণ ছলনার দ্বারা এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় না।

ব্যালাশ্রয়াপি বিফলাপি সকন্টকপি।
বক্রাপি পঙ্কমহিতাপি দুরাসদাপি।
গন্ধেন বন্ধুরসি কেতকি সর্বজন্তো
রেকো গুণঃ খলু নিহন্তি সমস্তদোষাণ্‌।।

বঙ্গানুবাদ : কেতকি পুষ্পে সুবাস থাকে। কেতকি পুষ্পে মানুষের প্রয়োজনীয় ফল থাকে না। সে কন্টকযুক্ত। সে জন্মায় বাঁকা গাছে। পঙ্কিল স্থানে জন্মাবার ফলে তাকে সহজে পাওয়া যায় না, কিন্তু গন্ধের জন্যই সে সকলের হৃদয় জয় করেছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, একটি গুণ থাকলে তা আমাদের সকল দোষ ঢেকে দেয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : কথায় বলে দোষে গুণে মানুষের চরিত্র তৈরি হয়। কোনো মানুষই সর্বগুণ যুক্ত হতে পারে না, আবার তার চরিত্রের সবটুকুই সম্পন্ন দোষযুক্ত হতে পারে না। কিন্তু গুণের প্রভাব দোষের থেকে অনেক বেশি। একটি সৎগুণ থাকলে তা হাজারটি অসৎ দোষকে ঢেকে দিতে পারে। তাই আমাদের উচিত অন্তত একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা।

বনানি দহতি বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্‌।।

বঙ্গানুবাদ : আগুন যখন বনকে দগ্ধ করে, বাতাস তখন তার বন্ধু হয়। আবার বাতাসই প্রদীপের শিখা নিভিয়ে দেয়। দুর্বল বলে তার মানসম্মান বজায় থাকে না।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : বনে যখন আগুন লাগে, তখন সে আগুন বাতাসের সংস্পর্শে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন তখন লেলিহান শিখায় সব কিছু গ্রাস করতে চায়। সেই আগুনকে আমরা মহাতেজা বলে থাকি। বাতাসই আগুনকে আরও বেশি প্রজ্জ্বলিত করে। আর আগুন যখন প্রদীপ শিখার মধ্যে থাকে, তখন বাতাস তাকে নিভিয়ে দেবার সাহস অর্জন করে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ সর্বদা বলবান ব্যক্তির সপক্ষে আসে এবং দুর্বল ব্যক্তিকেও নানা ভাবে পদানত করার চেষ্টা করে।

চাণক্য এখানে একটি সুন্দর রূপকের ব্যবহার করে এই চিরন্তন সত্যটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সমাজে এই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত, সকলে এসে তারই পদসেবা করে। আর যে মানুষটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি, তাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। এটাই হল মনুষ্য সমাজের এক বিচিত্র নিয়ম।

ভূমের্গরীয়সী মাতা স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা।
মাতরং পিতরং বিদ্ধি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম।।

বঙ্গানুবাদ : মাতা পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, পিতা স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাতা-পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করে থাকি। এই পৃথিবীর রূপ-স্পর্শ-গন্ধ আমাদের নানাভাবে উজ্জীবিত কবে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। তাই পৃথিবীকে এক শ্রদ্ধেয় আসনে আমরা আসীন করেছি। চাণক্যের অভিমত, মা হলেন পৃথিবীর থেকে শ্রেয়। কারণ মা গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে সন্তানকে পৃথিবীতে আনেন। শুধু তাই নয়, তিনি জীবনের প্রতিটি প্রহর সন্তানের লালন-পালনে উৎসর্গ করেন।

স্বর্গের কল্পনা আমাদের সকলের মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমরা সেই কল্পিত স্বর্গে যাবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠি। সেখানে চির আনন্দ বিরাজমান, একথা মনে করি। চাণক্য বলেছেন, পিতা স্বর্গের থেকেও শ্রেষ্ঠ। কারণ পিতা পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত অর্থের বিনিময়ে সন্তানকে প্রতিপালন করেন।

মাতাপিতাকে ঈশ্বর স্বরূপ জ্ঞান করতে হবে এবং নিত্য পূজা দ্বারা তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে।

ভেদ্যং চন্দনচুতচম্পকবনং রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণে কাকে চ বহ্বাদর।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূরকাপাসয়ো
রেবং যন্ত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ।।

বঙ্গানুবাদ : হে গুণীগণ, যে দেশে চন্দন, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ কর্তন করে শ্যাওড়া গাছকে রক্ষা করা হয়, সেই দেশকে শতকোটি প্রণাম। যেখানে হাঁস, ময়ূর এবং কোকিলদের হত্যা করে কাকের প্রভূত আদর করা হয়, সে দেশে আমরা কি বাস করব? হাতি, ঘোড়া এবং গাধাকে এক করে দেখা হয়। আবার কর্পূর ও কার্পাসকে এক করে দেখা হয়। সে দেশ থেকে শত হাত দূরে থাকাই উচিত।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : মহামতি চাণক্য এখানে ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর মনের অভিমানের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গুণী এবং মূর্খকে একই আসনে বসানো হয়েছে। এখন কেউ আর পন্ডিত, সজ্জন ব্যক্তির কদর

করে না। অসৎ ব্যক্তিরাই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চাণক্য একটি পর একটি উদাহরণ সহযোগে তাঁর এই বক্তব্য আমাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা চন্দন, আম প্রভৃতি ফলদায়ক গাছকে কেটে শ্যাওড়া গাছকে রক্ষা করছি। এইভাবে কি আমরা দেশকে সুশাসনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? হাঁস, ময়ূর এবং কোকিলের মতো পাখিকে হত্যা করে কাকের মতো কর্কশ স্বরযুক্ত বিশ্রী রূপের পাখিকে রক্ষা করছি। হাতি, ঘোড়া এবং গাধাকে একই আসনে বসানো হয়েছে। কর্পূর ও কার্পাস বৃক্ষকেও এক করে দেখা হয়েছে। তাই চাণক্যের অভিমত, যে দেশে বিচারের নামে অবিচার চলবে, যেখানে প্রশাসনের নামে শুধুই শোষণ, সেই দেশে বসবাস করা কারোর কখনই উচিত নয়।

মাতুল্যে যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোভিহমন্যুঃ রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার মাতুল, অর্জুন যার পিতা, সেই অভিমন্যুকেও যুদ্ধে নিহত হতে হয়েছিল। নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা কেউ কি জয়যুক্ত হতে পারি?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : চাণক্য বারবার ভাগ্য অর্থাৎ নিয়তির কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি ভাগ্যকেই সর্বশক্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে তুলে ধরেছেন। মহাভারতের কাহিনি অনুসারে আমরা জানি, কীবাবে চক্রব্যুহে অভিমন্যুকে প্রবেশ করতে হয় এবং বিপক্ষ দলের সপ্ত মহারথী তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেন। অথচ অভিমন্যুর মাতুল হলেন স্বয়ং কৃষ্ণ, আর তিনি মহাবীর অর্জুনের ঔরস জাত। এমন এক কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও অভিমন্যুকে অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল। এর কারণ কী? চাণক্য মনে করেন, নিয়তি বা ভাগ্যই হল এর কারণ। ভাগ্যই আমাদের সকল ঘটনার নিয়ন্ত্রক স্বরূপ বিরাজ করে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা
শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য
দুর্পণঃ কিং করিষ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : যার নিজস্ব বুদ্ধি নেই, শাস্ত্র তার কী উপকার করতে পারে? যে দু' চোখেই অন্ধ, দর্পণ তার কী কাজে লাগবে?

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : শ্লোক প্রণেতা চাণক্য এখানে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষের বিচার-বোধ-বুদ্ধির কথা বলতে চেয়েছেন। যদি আমরা বোধসম্পন্ন না হই, তাহলে শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ হবে না। শাস্ত্র পাঠের জন্য একটি ন্যূনতম ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে আমরা শাস্ত্র অন্তর্গত বাক্যগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করতে পারব না। যদি আমাদের চক্ষু দুটিই নষ্ট হয়ে যায়,

তাহলে দর্পণের দরকার কী? দর্পণের সামনে আমাদের অবয়বের প্রতিফলন হয়। চোখে দেখতে না পেলে ওই প্রতিফলনের কোনো মূল্য আছে কি?

যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদ্ ভয়
অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কো হি জানাতি কস্যাদৌ
মৃত্যুকালে ভবিষ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : জীবন শাশ্বত নয়, জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। তাই যৌবনকাল থেকেই আমাদের উচিত ধর্মের প্রতি অনুরাগী হওয়া। ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা। কারণ আমরা জানি না, কখন মৃত্যু এসে আমাদের জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেবে।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : জীবনকে আমরা চিরকালীন সত্য বলতে পারি না। জীবন একদিন শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়ায়। তাই আমাদের উচিত যৌবনকালেই ইশ্বর আরাধনায় মগ্ন থাকা। বার্ধক্যকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নয়। যে কোনো মুহূর্তে যমদূত এসে ডাক দিলে আমাদের সবকিছু ফেলে পরলোকে চলে যেতে হবে। আমরা জানি না, কখন মৃত্যু দূত শিয়রে এসে দাঁড়াবে। এই কথা চিন্তা করে আমাদের আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত। জীবনযাত্রার পাশাপাশি ধর্ম কর্মের দিকে মন দেওয়া উচিত।

বাণী রসবতী যস্য যস্য শ্রাবতী কিয়া।
লক্ষ্মীর্দানবতী যস্য সফলং তস্য জীবনম্।।

বঙ্গানুবাদ : যার বিদ্যা সুসম্পন্ন অর্থাৎ যে সুশিক্ষিত, যার কর্মে শ্রম, ত্যাগ এবং তিতিক্ষা আছে, যার সম্পদ দানকর্মে নিয়োজিত, সে সার্থক জীবন কাটিয়েছে, একথা অনায়াসে বলা যায়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : পৃথিবীতে সকলেই অল্পবিস্তর শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সকলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যে ব্যক্তি তীব্র অনুরাগ, ত্যাগ, তিতিক্ষা দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করে থাকে, যে কখনো জীবনে পরাস্ত হয় না। তার জীবন সার্থক আমরা অনায়াসে বলতে পারি।

যার কর্মে শ্রম আছে, সেই কর্ম কখনো নেতিবাচক হতে পারে না। সহজে কোনো কাজ করে সেই কাজের গুরুত্ব নেই। যার সম্পদ দানকার্যে নিয়োজিত হয়, তার সম্পদকে আমরা অবশ্যই উচ্চ বা আদরণীয় বলব। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থোপার্জন এবং অর্থ সঞ্চয় করে তাকে আমরা কখনোই শ্রদ্ধার আসনে আসীন করা উচিত নয়।

চাণক্য নীতিকথা
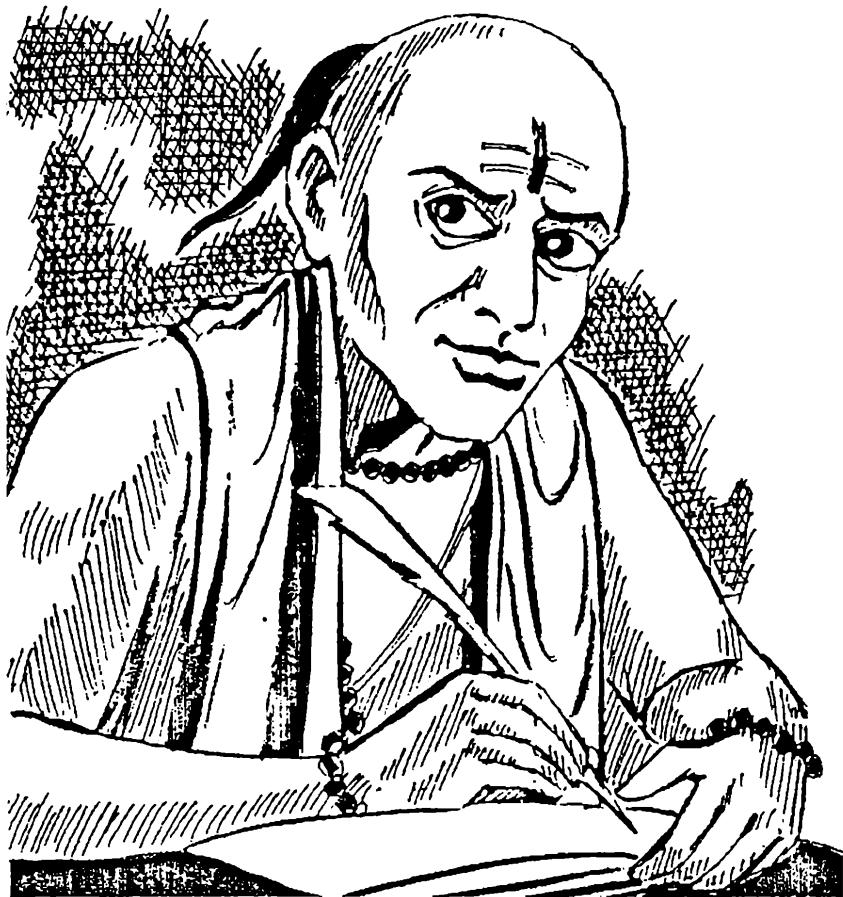
বাংলা অক্ষরে মূল শ্লোক সহ

ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও গ্রন্থনা

লোকযাত্রা ভয় লজ্জা দাক্ষিণাং ত্যাগশীলতা।
পঞ্চ মাত্র ন বিদ্যন্তে কুর্যাৎ তত্র সংস্থিতিম।।

বঙ্গানুবাদ : যেখানে লোকের জীবনযাত্রা বিবাহরে জন্য জীবিকার কোন্ সাধন থাকে না সেই স্থানে যাওয়া উচিত নয়। যেখানে থাকলে আমরা ব্যবসাকে যথেষ্ট বিকশিত করতে পারব না সেই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। যেখানে অবিচার করলে শাস্তি পাওয়ার ভয় থাকে না এবং যেখানে কোন লোকের লজ্জা থাকে না, যেখানকার ব্যক্তিরা কর্মকুশলতা এবং চতুর নয়। যাদের মধ্যে দানের প্রবৃত্তি থাকে না, সেই জাতীয় অঞ্চলে কখনো বসবাস করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : আমরা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কখনো চাকরি করে থাকি, আবার কখনো ব্যবসার দ্বারা জীবন নির্বাহ করি। সাধারণত এই দুটি উৎস থেকে আমরা আয় করি এবং জীবনের জন্য সংগ্রাম করি। তাই চাণক্য বলেছেন যেখানে আমরা যাব সেখানে যেন ব্যবসা বা চাকরির উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। মানুষ যেখানে অসৎ কর্ম করলে শাস্তির কোনো বিধান নেই, সেই স্থানে যাওয়া উচিত নয়। দানশীলতা মানুষের একটি পরম ধর্ম। যেখানকার মানুষ দানশীল নয় সেই অঞ্চল ত্যাগ করা উচিত।

গ্রন্থনা : চাণক্য এখানে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতি লুব্ধতা।
অশৌচিত্বং নির্দয়ত্বং স্ত্রীনাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ।।

বঙ্গানুবাদ : মিথ্যে বলা, ভেবে চিন্তে কোন কাজ শুরু করে দেওয়া, দুঃসাহস দেখানো, ছল চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া, মূর্খতাপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োগ করা, লোভ করা, অপবিত্র থাকা এবং নির্দয়তা এই কটি হলো স্ত্রীজাতির সামাজিক ব্যাধি বা দোষ।

ব্যাখ্যামূলক আলোচনা : এই শ্লোকে চাণক্য যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলির যথার্থতা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্না জাগাটই স্বাভাবিক। এই শ্লোকটি পড়লে মনে হয় চাণক্য বোধ হয় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই এমন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন নারী জাতি সাধারণতঃ নীচ স্বভাবের হয়ে থাকে। তারা অযথা মিথ্যে কথা বলে। তারা কোন কাজ করার আগে তার পরিণাম সম্পর্কে বিন্দু মাত্র চিন্তা ভাবনা করে না। যে কোন বিষয়ের প্রতি তাদের লোভ অত্যন্ত বেশি। তারা অপবিত্র জীবনযাপন করে। আমরা জানি না ঠিক কোন কারণে চাণক্য নারী জাতির উপর এতগুলি দোষ আরোপ করেছেন।

এখন সময় পাল্টে গেছে। সময়ের বিবর্তনে অধিকাংশই নারী উচ্চ শিক্ষিতা হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন সময়ে আমরা একজন নারীকে পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে দেখেছি। আশা করি আগামী দিনে আর কোন চাণক্য এই ভাবে শুধুমাত্র দোষারোপ করবেন না।

গ্রন্থনা : যে কোন রচনার তাৎপর্য বিচার করতে হয় তদানীন্তন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমন্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে হয়তো চাণক্যের এই উক্তিগুলিকে সঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু যদি আমরা বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় এই উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করি তাহলে মনে হবে চাণক্য শুধু শুধু মহিলাদের সম্পর্কে এমন অসম্মানমূলক মন্তব্য করেছেন।

কষ্টং চ খলু মূর্খত্বং কষ্টং চখলু যৌবনম্
কষ্টাৎকষ্টতরং চৈব পরগেহনিবাসনম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : অজ্ঞানতা সবসময় কষ্ট দায়ক হয়। বিশেষ করে অজ্ঞানী মানুষ-এর যৌবন ভালোভাবে কাটে না। পরগৃহে বাস করলে মনে অশেষ দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়। তাই সর্বদা উচিত নিজস্ব গৃহে বসবাস করা।

ব্যাখ্যা ঃ মূর্খ হওয়ার মত দুঃখ আর দুটি নেই। মূর্খ মানুষকে সবাই প্রলোভিত করে। মূর্খ মানুষকে সবাই প্রলোভিত করে। মূর্খ মানুষ সকলের দ্বারা প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক হীনমন্যতার জন্ম হয়। সে আর কখনো পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

কখনো পরাশ্রয়ী হয়ে বসবাস করা উচিত নয়। আশ্রিত মানুষকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। তার উপর নানা ধরনের সাংসারিক কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে সে হয়তো দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন পায় এবং রাত্রে আশ্রয় পায়। আমাদের উচিত হল কষ্ট হলেও নিজগৃহে বসবাস করা। তাহলে অযথা কাউকে অপমাণিত হতে হবে না।

গ্রন্থনা : চাণক্য এই শ্লোকটির মাধ্যমে একটি সামাজিক ব্যাধির কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা সকলেই সুখী হতে চাই, কিন্তু প্রকৃত সুখ কি তা বুঝতে পারি না। সুখী হতে হলে মূর্খ অবস্থায় থাকলে চলবে না। মনে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করতে হবে। নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তবেই আমরা সুখ অনুভব করতে পারব।

নদীথীরে চ যে বৃক্ষঃ পরগেহেসু কামিনী।
মন্ত্রিহীনাশ্চ রজানঃ শীগ্রং নশ্যন্ত্যাসংশয়ম।

বঙ্গানুবাদ : যে গাছ-নদীর কাছে জন্মায় সেই গাছ যে কোনো মুহূর্তে বিনষ্ট হতে পারে। যে স্ত্রী অন্যের বাড়িতে থাকে তার নিরাপত্তা থাকে না। যে রাজার মন্ত্রী মন্দ স্বভাবের হন, সেই রাজার পক্ষে দেশ শাসন করা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা ঃ নদীর গতিপ্রকৃতি আমরা আগের থেকে বুঝতে পারি না। যে কোন সময়ে নদীতে বন্যা হতে পারে। বন্যার জলরাশি নদীর দুই তটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে। নদীর তীরে গাছ লাগালে সেই গাছের স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের মনে প্রশ্নজাগে। যদি কোন নারী পর গৃহে বসবাস করে তাহলে তার জীবন হবে নানা

অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ। কতদিন যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করতে পারবে হয়তো সে জানে না।

একজন রাজা তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সাহায্য নিয়ে বিশাল রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর একার পক্ষে এত বড় স্বশাসনের দায়িত্ব সামলানো সহজ নয়। তাই রাজার কার্যকারিতা নির্ভর করে তাঁর মন্ত্রীমন্ডলি ক্ষমতার ওপর। তিনি যদি সদগুণ সম্পন্ন মন্ত্রী না হন তাহলে রাজা তার রাজ্য শাসন করতে পারবেন না।

গ্রন্থনা: এই শ্লোকের মাধ্যমে চাণক্য কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এখানে যে তিনটি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

দুর্জনস্য চ সর্গস্য সপ্তোন ন দুর্জনঃ।
সর্পো দংশতি কালেন দুর্জনস্তু পদে পদে।।

বঙ্গানুবাদ : দুষ্ট ব্যক্তি আর সাপ — এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হলে বিষাক্ত সাপকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কারণ সাপ সব সময় দংশন করে না, বিরক্ত হলেই সে দংশন করে। কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি মুখে ভদ্রতার মুখোশ পরে সদাসর্বদা দংশনের কাজ চালিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : চাণক্য এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমরা অসৎ ব্যক্তিকে বিষধর সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর বলে মনে করি। তাঁর এই বিচারের মধ্যে যে নির্মম বাস্তব লুকিয়ে আছে তা আমরা অস্বীকার কতে পারি না। সাপকে আমরা দূরে সরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তি মুখে বন্ধুত্বের মুখোশ পরে সদা সর্বদা আমাদের ক্ষতি করে চলে।

গ্রন্থনা : এটি একটি অসাধারণ তুলনা। দুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে সব নিন্দার্হ দোষ গুলি আছে, তার সাথে সাপের দোষের তুলনা করেছেন চাণক্য। তিনি যথার্থ মন্তব্য করেছেন যে বিষধর সাপকে আমরা গ্রহণ করব কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তিকে গ্রহণ করব না।

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে সির্গন্ধা ইব কিংশুকঃ।।

বঙ্গানুবাদ : উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা বিদ্যাহীন মানুষকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিই না। তারা সুগন্ধরহিত চাকের ফুলের মত অনাদরে পথপ্রাপেন্ত পরে থাকে।

ব্যাখ্যা : এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় তাদের দেখতেও খুব সুন্দর হয়। তা সত্ত্বেও আমরা সেই মানুষটিকে বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা করি না, কারণ, তাঁরা কোন সৎ কার্য সম্পন্ন করতে পারেন না। লেখক চাণক্য এখানে এই সব মানুষদের সাথে চাকের ফুলের তুলনা করেছেন। চাকের ফুল দেখতে সুন্দর আকার প্রকান্ড বড়ো, কন্তু এই ফুল যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের নয়ন গোচর হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা তার অস্তিত্ব আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পারি না।

গ্রন্থনা : এ ক্ষেত্রে চাণক্য যে তুলনাটি করেছেন সেটি গ্রহণযোগ্য। বিদ্যাহীন মানুষকে তিনি মোটেই শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারতেন না। চাণক্যের ব্যক্তিগত মতামত হল সব মানুষকে শিক্ষিত এবং বিদ্বান হাতে হবে। তাহলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে।

একেনাপি সুপুত্রেন বিদ্যাযুক্তেন সাধুনা।
আহ্লাদিতং কুলৎসর্বৎ যথা চন্দ্রেণ শর্বরী।।

বঙ্গানুবাদ : একটি পুত্র সন্তান যদি ধীর স্থির বিদ্বান চরিত্রবান হয়ে ওঠে তাহলে তার দ্বারা বংশের অশেষ উপকার সাধিত হয়। সারা পরিবারে নেমে আসে আনন্দের জোয়ার। যেমন আকাশে চাঁদ উঠলে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয়। জ্যোৎস্নার আলোতে চারপাশ পবিত্র আলোকিত হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যা : পরিবারে একাধিক সন্তান থাকলেই যে সেই পরিবার সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এ কথা ভাবা উচিত নয়। যদি কোন পরিবারে একটি মাত্র পুত্র সন্তান থাকে এবং সেই পুত্র সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে তাহলে পরিবারের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাতের অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য আমরা একটি মাত্র চাঁদের জ্যোৎস্নার সাহায্য নিয়ে থাকি।

চাণক্য বলেছেন অনেক মূর্খ পুত্র সন্তানের তুলনায় একজন বিদ্বান ও সদাচারী পুত্র থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থনা : এটিও একটি সমাজ সচেতনতামুলক উক্তি। চাণক্য একটির পর একটি ব্যবহারিক উদাহরণ দিয়ে শ্লোকগুলিকে আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।

দর্শনধ্যানসংস্পর্শ্যের্মৎসী কুর্মী চ পক্ষিণী।
শিশুং পালয়তে নিত্যং তথ্য সজ্জনসংগতিঃ।।

বঙ্গানুবাদ : মাছ যেমন নিজের বাচ্চাদের দেখে, মা কচ্ছপ যেমন নিজের ছানাদের দেখাশুনা করে, পাখি স্পর্শ দিয়ে বাচ্চা পালন করে, ঠিক সেই ভাবে সাধু সজ্জন ব্যক্তি সকলের উপকার সাধন করে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলকে সন্তানবৎ স্নেহ করেন।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের মূল অর্থ হচ্ছে সৎ সাহচর্যের ফলে মানুষের উন্নতি হয়। মাছ নিজের বাচ্চাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। মা কচ্ছপ বাচ্চাদের প্রতি মনোযোগ দেয়। মা পাখি নিজের ঠোঁট দিয়ে বা পাখনার স্পর্শ দিয়ে নিজের বাচ্চাদের আদর করে। এই ভাবে বাচ্চারা স্নেহ যত্নে লালিত-পালিত হয়ে ওঠে। চাণক্য বলেছেন সমস্ত সমাজের লালন-পালন সাধু ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

গ্রন্থনা : এটি একটি সুন্দর উদাহরণ, চাণক্য এখানে মাতৃত্ব বিষয়টিকেও প্রশংসনীয় ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

সংসার তাপদগ্ধানাং ত্রয়ো বিশ্রান্তিহেতবঃ।
অপত্যং চ কলত্রং চ সতাং সঙ্গতিরের চ।।

বঙ্গানুবাদ : এই সংসারে দুঃখী লোকেরা তিনটি বিষয় থেকে শান্তি পেতে পারে, ভালো সন্তান, পতিব্রতা স্ত্রী এবং সজ্জন মানুষের সান্নিধ্য।

ব্যাখ্যা : এই পৃথিবীতে দুঃখী মানুষের সংখ্যা বেশী। তারা নেতিবাচক ধারণার বশবর্তী হয়ে হীনমন্যতার শিকার হন। এই জাতীয় মানুষরা সদা-সর্বদা যে বিষয়গুলিকে পেতে চান তার মধ্যে প্রথমে আছে অনুগত সন্তান এবং এমন স্ত্রী যে সদা সর্বদা স্বামীর সেবা করবে। এছাড়া তিনি সজ্জন ব্যক্তিদের সংসর্গে জীবন কাটাতে চান।

গ্রন্থনা : এই বিষয়টির অবতারণা করে চাণক্য সমাজ চিন্তকের বেশে নিজেকে তুলে ধরেছেন।

নান্নোদকসমং দানং ন তির্থির্দ্ধাদশী সমা।
ন গায়ত্র্যাঃ পরো মন্তোন মাতুঃ পরং দৈবতম্।।

বঙ্গানুবাদ : অন্ন আর জল দান হল শ্রেষ্ঠ দান। দ্বাদশীর সমান আর কোন শ্রেষ্ঠ তিথি নেই। সব থেকে বড়ো মন্ত্র হল গায়ত্রী মন্ত্র। মা হলেন পৃথিবীর সব থেকে সম্মনীয়া দেবতা।

ব্যাখ্যা : চাণক্য বলছেন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ অন্ন দান করবো। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে জল নিয়ে পৌঁছে যাব। এর থেকে ভালো দান আর কিছু হয় না। দ্বাদশী তিথিতে যদি আমরা পুণ্য কর্ম করে থাকি তাহলে সব থেকে ভালো ফল পাব। গায়ত্রী মন্ত্রের মত মন্ত্র এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই। মা যেহেতু আমাদের জন্মদাত্রী এবং আমাদের পালন করে থাকেন তাই তিনি হলেন সমস্ত দেবতার সেরা দেবতা।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির মাধ্যমে চাণক্য চিরাচরিত ভারত সভ্যতার কতগুলো উল্লেখযোগ্য দিক চিহ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

যদ্দুরং যাদুরারাধ্যং যচ্চ দুরে ব্যবস্থিতম্
তৎসর্বং তপস্যা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রম।।

বঙ্গানুবাদ : যে বস্তু অত্যন্ত দূরে আছে তাকে আরাধনা করা সহজ নয়। আর যেটি উঁচু স্থানে আছে কিন্তু বর্তমানে আছে সেই বস্তুটিকে আমরা তপ দ্বারা আরাধনা করতে পারি।

ব্যাখ্যা : যে জিনিস দূরে থাকে তাকে সহজে পাওয়া যায় না তবে কঠিন পরিশ্রম করলে সেই দুরূহ বস্তুটিকেও আমরা হস্তগত করতে পারি অর্থাৎ মানুষ যদি স্বীয় ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগায় তাহলে সে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

গ্রন্থনা : মনুষ্য জীবনের সিদ্ধি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কিত এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

ধন্যদ্বিজময়ী নৌকা বিপরীতা ভর্বাণবে।
তরন্ত্যধোগতাং সর্বে উপরিস্থাঃ পতন্তযথঃ।।

বঙ্গানুবাদ : এই সংসার সাগরে ব্রাহ্মণরা নৌকার মতো অবস্থান করে। সংসার রূপী সাগরে তারা উল্টো গতিতে চলে। এই উল্টো গতির অর্থ কি? যারা নৌকার নীচে থাকে তারা ভবসাগর পার হয়ে যায়। আর যারা নৌকোর ওপরে চড়ে বসে তারা ভবসাগর পার হতে পারে না।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের মধ্যে চাণক্য একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরা হলেন মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যে সেতু। যদি আমরা সারা জীবন ধরে ব্রাহ্মণদের সেবা যত্ন করে থাকি তাহলে ভবসাগর পার হতে পারব অর্থাৎ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। আর যদি আমরা অহংকারে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি তাহলে আর ভবসাগর পার হতে পারব না।

গ্রন্থনা : প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র এবং সংস্কৃতি ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা শ্রদ্ধা বক্তির কথা বলে গেছে। এই ভাব দ্বারাই প্রণোদিত হয়ে চাণক্য এই শ্লোকটি রচনা করেছেন।

ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈবিহীনং
দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ সুহৃজ্জনাশ্চ
তং চার্যবন্তং পুনরাশ্রয়ন্তে
অর্থো হিলোকে পুরুষস্য বন্ধুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যখন মানুষের কাছে অর্থ থাকে না তখন মিত্র, স্ত্রী, চাকর, বন্ধু বান্ধব সকলেই তাকে ছেড়ে চলে যায়। আবার যখন তার হাতে প্রচুর অর্থ আসে তখন ছেড়ে দেওয়া মানুষজন তার কাছে চলে আসে। এই সংসারে অর্থই হল মানুষের সব থেকে বড়ো বন্ধু।

ব্যাখ্যা : চাণক্য অর্থ সম্পর্কে নান ব্যবহারিক দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কঠোর বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে উপযুক্ত অর্থ ছাড়া আমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারি না। তার এই অনুধ্যানটি একেবারে সঠিক, একথা মানতেই হবে। বিশেষ করে একবিংম শতাব্দীতে অর্থের প্রয়োজন আগের থেকে আরো বেশি করে দেখা দিয়েছে। চাণক্য মন্তব্য করেছেন নির্ধন ব্যক্তিকে একক এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। অর্থবান ব্যক্তির চারপাশে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী ভিড় করে থাকে অর্থাৎ অর্থই জীবনের সব থেকে দামী সম্পদ।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির দ্বারা চাণক্য তাঁর বিচার বুদ্ধির পরিচয় রেখেছেন। সত্যি কথা বলতে, অর্থ ছাড়া আমরা জীবনে এক পাও এগোতে পারব না। তাই অর্থের সাধনা করা উচিত।

প্রস্তাবসদৃশ্যং বাক্যং প্রভাবসদৃশং প্রিয়ম্
আত্মশক্তিসমং কোপং যো জানতি স পনিৃজতঃ।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি সুযোগের অনুকুল কথা বলতে জানে, যে ব্যক্তি মধুর ভাষণের মাধ্যমে নিজের যশ এবং গরিমা প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি নিজের শক্তি অনুসারে ক্রোধ প্রদর্শন করে, তাকে আমরা বিদ্বান বলতে পারি।

ব্যাখ্যা : এই সমাজে আমরা সত্যিকারের বিদ্বান কাকে বলব? শুধুমাত্র কিছু শাস্ত্র জ্ঞান থাকলেই আমরা সত্যিকারের বিদ্বান হয়ে উঠতে পারি না। এর জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা দরকার। আমরা এমন কথা বলব না যাতে বৈরিতার পরিমন্ডল সৃষ্টি হবে। আমরা কখনো উঁচু গলায় আমাদের কৃতিত্বের কথা জাহির করব না। আমরা মধুর ভাষণের মাধ্যমে অন্যের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করব। তাই বলা হয়ে থাকে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সব সময় নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কথা বলে থাকেন। তিনি তাঁর শক্তি অনুসারে কার্য করেন। আর এই জাতীয় গুণ সম্পন্ন মানুষকে আমরা পন্ডিত বা বিদ্বান বলব।

গ্রন্থনা : পান্ডিত্যের মধ্যে শুধু মাত্র শাস্ত্রগত বিধান লুকিয়ে নেই, ব্যবহারিক জীবনে আমরা কেমন ভাবে পথ চলব সেই বিষয়টি আমাদের জানা দরকার। চাণক্য বাস্তববাদী মন থেকে এই শ্লোকটি রচনা করেছেন।

পুনর্বিত্ত ও পুনর্মিং পুনভার্টা পুনমেধা
এতৎসর্বং পুনর্লভ্যং ন শরীরং পুনঃ পুনঃ

বঙ্গানুবাদ : আমরা পুনরায় ধনের অধিকারী হতে পারি অর্থাৎ পরিশ্রমের মাধ্যমে ধন আহরণ করতে পারি। হারানো বন্ধুকেও অনেক সময় ফিরে পাওয়ার সম্ভব হয়। স্ত্রীকেও ফিরে পাওয়া যায় কিন্তু যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। মানুষ বার বার একই শরীর প্রাপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা : চাণক্য সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই শ্লোকটি রচনা করেছেন, মানুষের জীবনে ধন আসে এবং চলে যায়, এর মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই। হারানো বন্ধুর যদি পুনর্বার সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পত্নী বিয়োগ হলে আবার নতুন পত্নী পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি প্রহরকে কাজে লাগানো।

গ্রন্থনা : চাণক্য ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই শ্লোকটি রচনা করেছেন। এই শ্লোকটিকে তাঁর সমাজ সচেতনতার পরিচায়ক।

অনবস্থিতকার্যস্য ন জনে ন বনে সুখম্।
জনে দহতি সংসর্গো বনে সংবিবর্জনম।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি অনুচিত কর্ম করে তার দ্বারা সমাজ বা সংসার উন্নত হয় না। এমন কি সে জঙ্গলে থাকলে জঙ্গলের বাতাবরণ দূষিত হয়। সমাজে থাকলে মানুষের সংসর্গ তাকে আরো বেশি দুঃখী করে তোলে। বলতে গেলে সে একাকীত্বের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটির মাধ্যমে প্রথমে চাণক্য এক দুর্জন ব্যক্তির পারিপার্শ্বিকতা এবং তার মানসিকতা সম্পর্কে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন দুর্জন ব্যক্তি সমাজ অথবা অরণ্য কোন জায়গাতেই বসবাস করতে পারে না। তার মনে সর্বদা এক ধরনের অনুশোচনার জন্ম হয়। তার ফলে যে কোন অসৎ কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে না।

গ্রন্থনা : এটি এক অত্যন্ত ইতিবাচক শ্লোক। এই শ্লোকটি রচনা করে চাণক্য মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার নিজস্ব উপলব্ধির কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অগলোক্য ব্যয়ং কর্তা হ্যানাথঃ কলহপ্রিয়ঃ
আতুর সর্বক্ষেত্রেষু নরঃ শীঘ্রং বিনশ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি চিন্তা ভাবনা না করে ভবিষ্যতের কথা না ভেবে অযথা খরচ করে সেই ব্যক্তির জীবন দুর্বল হয়। যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সবল ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতীর্ণ হয় তার পরাজয় অনিবার্য। যে ব্যক্তি যে কোন স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে তার জীবন দুঃখ কষ্টে অতিবাহিত হয়।

ব্যাখ্যা : আমাদের সব সময়ে সতর্কভাবে পথ চলা উচিত। এই পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা অগ্র পশ্চাদ বিবেচনা না করে যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে কোন কাজ করার আগে ভালোভাবে চিন্তা করা উচিত যে এই কাজের ফলশ্রুতি কি হতে পারে। যদি আমি আমার হাত দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করি তাহলে শরীর ক্ষয় অনিবার্য।

কখনো আয়ের থেকে ব্যয় বেশি করতে নেই, তাহলে ঋণে আবদ্ধ হতে হয়। যদি আমরা শারীরিকভাবে দুর্বল ও অশক্ত হই তাহলে বলশালীদের থেকে নিরাপদ দুরুত্ব বজায় রাখা উচিত। এই অবস্থায় যদি আমরা বলশালী ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হই তাহলে আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। এই পৃথিবীতে এমন অনেক কামুক পুরুষের দেখা মেলে যারা কোন স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই জাতীয় মানুষের জীবন অন্ধকারে পরিপুর্ণ হয়।

গ্রন্থনা : বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে চাণক্য এই শ্লোকটি রচনা করেছেন।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধঘর্মসংগ্রহঃ।।

বঙ্গানুবাদ : এই শরীর অনিত্য অর্থাৎ এই শরীর চিরদিন থাকবে না। ধন সম্পত্তি কারো কাছে চিরকাল স্থির হয়ে থাকে না। মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই তাই সকলের উচিত সৎভাবে জীবনযাপন করা।

ব্যাখ্যা : আমরা সংক্ষিপ্ত সময়সীমার জন্য এই পৃথিবীতে আসি। জন্ম গ্রহণ করলে মৃত্যু আসবেই। কেউ মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। লক্ষ্মীদেবী নদীর মতো চিরচঞ্চল। আজকে যে ধনী কাল সে নির্ধনে পরিণত হয়। একদিন এই জগৎ সংসার ছেড়ে আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে। ধর্মই একমাত্র মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে থাকে। তাই আমাদের উচিত সৎ শোভন সুন্দর জীবনযাপন করা।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকের মধ্যে যে দার্শনিক অভিজ্ঞান লুকিয়ে আছে তার মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে চাণক্য সর্ব শাস্ত্রে কতখানি পন্ডিত ছিলেন।

পত্রং নৈব যদা করীরবিটনো দোষো বসন্তস্য কিং
নোলুকোহন্যাবলোকতে যদি দিবা সূর্যস্য কিং দুষণম্ ।।
বর্ষা- নৈব পতন্তি চাতকমুখে (মেঘস্য) কিং দুষণম
যৎপূর্বং বিধনা ললাটলিখিতং তন্মার্জিতুকঃ ক্ষমঃ ।

বঙ্গানুবাদ : যদি করীর নামক চারাগাছের পাতা না বেরোয় তার জন্যে কি আমরা বসন্ত ঋতুকে দোষ দেব? দিনের বেলায় পেঁচা দেখতে পায় না এর জন্য বেচারি সূর্যকে দোষারোপ করে কি লাভ? যদি চাতক তার ঠোঁটে বৃষ্টির জল ধরে রাখতে না পারে তাহলে মেঘকে আমরা দোষারোপ করব? অর্থাৎ এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, এ সবই পুর্ব নির্দিষ্ট। এ সংসারে কে কিভাবে দিন কাটাবে বিধাতা পুরুষ তা আগে থেকেই লিখে দিয়েছেন। বিধাতা পুরুষের এই নির্দেশ কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। ভাগ্যে যা লেখা আছে মানুষকে তা ভোগ করতেই হবে।

ব্যাখ্যা : চাণক্য ছিলেন ভাগ্যবাদী মানুষ। এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে শ্লোকটির মাধ্যমে। তিনি প্রকৃতি এবং সংসার থেকে বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সমস্ত কর্মই ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। তাই কোন কাজ যদি আমরা ভালোভাবে সম্পাদন করতে না পারি সে জন্য ঈশ্বরকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। বরং আমাদের উচিৎ আরো বেশি পরিশ্রমের দ্বারা ওই কার্যটি সুন্দর ভাবে নির্বাহ করা।

গ্রন্থনা : অনেকে কোন কাজে অপারক হয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। চাণক্য এই জাতীয় মানুষের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

পরকার্যবিহন্তা চ দাম্ভিকঃ স্বার্থসাধকঃ
ছলী দ্বেষী মৃদু ক্রুরো বিপ্রো মার্জার উচ্যতে ।।

বঙ্গানুবাদ ; যে ব্যক্তি অন্যের কাজে সদা সর্বদা অসন্তুষ্টি নিয়ে আসে, যে ব্যক্তি ভন্ড, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ছাড়া আর কিছু বোঝে না, সে সকলকে প্রতারিত করে। যে অন্যদের প্রতি হিংসাভাব পোষণ করে, যাদের দেখতে উপর থেকে নম্র এবং ভিতরে যারা তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতো, তাদের চাণক্য উদ্‌বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের কাজ পন্ড করতে চায়, এমন ব্যক্তিকে চাণক্য সহ্য করেননি। যে শুধু মাত্র স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কাজ করে, সমাজের কোন উপকারে আসে না, তাকে চাণক্য ত্যাগ করতে বলেছেন। আরো বলেছেন যে ব্যক্তির মুখ এবং মুখোশ আলাদা তাকেও সমাজে ঠাঁই দেওয়া উচিত নয়।

গ্রন্থনা : একজন সত্যিকারের সমাজ সচেতক মানুষ হিসেবে চাণক্য এই কথা কটি বলেছেন। এই শব্দ সম্ভারের মধ্যে যে দৃঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে, তা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

কামং ক্রোধং তথা লোভং স্বাদং শৃংগারকৌতুকে ।
অতিনিদ্রাতিসেবে চ বিদ্যার্থী হ্যষ্টং বর্জয়েৎ ।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যার্থীদের পক্ষে এটি অত্যন্ত আবশ্যক যে তারা আটটি জিনিস পরিত্যাগ করবে, কাম, ক্রোধ, লোভ, সুস্বাদু পদার্থের ভক্ষণের ইচ্ছা, শৃঙ্গার, মনোরঞ্জন, বেশি ঘুমুনো অথভা কর্তব্য কর্মে অবহেলা করা।

ব্যাখ্যা : চাণক্য বিদ্যাকে সব থেকে উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। এমন কি অর্থ উপার্জনের থেকেও যে বিদ্যালাভ করা অধিকতর উন্নতির পরিচায়ক, চাণক্য তাঁর একাধিক শ্লোকের মাধ্যমে সেই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। এই শ্লোকে তিনি বলেছেন একজন বিদ্যার্থীর পক্ষে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি পরিত্যাজ্য অথবা বর্জনীয়। এই তালিকার মধ্যে তিনি প্রথমেই কামনা বাসনার কথা বলেছেন। সেকালের কঠিন কঠোর ব্রক্ষ্মচর্যের পালনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা সমাপন করত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমন কথা বলা হয়েছে। ক্রোধ অর্থাৎ রাগকে পরিত্যাগ না করলে শিক্ষার্থী অধ্যয়নে মন বসাতে পারে না। কোন বিষয়ের প্রতি অনাবশ্যক লোভ থাকা উচিত নয়। লোভ মানুষকে পাপের অন্ধকারে নিয়ে যায়। সুস্বাদু খাবারের প্রতি ইচ্ছা থাকলে বিদ্যার্থী কোন বিষয়ে একাগ্র চিত্তে মন দিতে পারবে না। শৃঙ্গার অর্থাৎ নারীর সংযোগ করলে বিদ্যার্থীর মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটবে। অন্যের মনোরাঞ্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বেশি সময়ে ঘুমিয়ে পড়লে শিক্ষার্থী কাজ করার সময় পাবে কি করে? কারো প্রতি কখনো কু ব্যবহার করতে নেই।

গ্রন্থনাঃ আটটি বিয়ষ সদা সর্বদা পরিত্যাগ করা উচিত, চাণক্য এই শ্লোকের মাধ্যমে তা পরিস্ফুট করেছেন।

আত্মবর্গং পরিত্যাজ্য পরবর্গং সমাশ্রয়েৎ।
স্বয়মের লয়ং যাতি যথা রাজামহন্যধর্মতঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যে মানুষ নিজের সমাজভুক্ত লোকেদের ছেড়ে অন্য সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করে, সেই মানুষের কোন উন্নতি হয় না। অন্য ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে রাজার সাহস এবং পৌরুষ নষ্ট হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব সম্প্রদায় থাকে। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে চিন্তা ভাবনা যুক্ত থাকে। একজন মানুষের উচিত সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। কোন মতেই সেই সমাজ ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া উচিত নয়। অথচ তাৎক্ষণিক আবেগের বশবর্তী হয়ে অনেক মানুষ এমন অসৎ আচরণ করে থাকে এবং পরিশেষে দুঃখ পায়।

রাজার উচিত প্রজাদের সকল প্রকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা। এর মাধ্যমে একজন রাজা তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যদি রাজা রাজকার্য্য ভুলে যান অথবা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে তাঁকে কি আমরা এক প্রজারক্ষক নৃপতি বলতে পারব?

গ্রন্থনা : উদাহরণ সহযোগে চাণক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অন্নাদ্দশগুণং পিষ্টং পিষ্টংদ্দশগুণং পয়ঃ ।
পারসোহষ্টগুণং মাংসং মাৎস্যদ দশংগুণং ঘৃতম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : অন্নের থেকে দশ গুণ বেশী শক্তি আছে আটার মধ্যে। আটার দশন গুণ বেশি শক্তি আছে দুধে। দুধের থেকে আট গুণ বেশি শক্তি মাংসে আছে। মাংসের থেকে দশগুণ বেশি শক্তি আছে ঘিয়ের মধ্যে।

ব্যাখ্যা : সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই শ্লোকটি লেখা। আমরা বিভিন্ন খাদ্য বস্তু কেন গ্রহণ করি? আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রচুর পরিমাণ শক্তির দরকার হয়। প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরে শারীরবৃত্তীয় দহন কাজ চলেছে। এই শক্তির উৎস হিসেবে ঐ খাদ্যকণাগুলি কাজ করে। একজন শারীরবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চাণক্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে কি ধরনের শক্তি আছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁর এই বিশ্লেষণের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে তা আমাদের একেবারে অবাক করে দেয়।

গ্রন্থনা : চাণক্য সমাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। এই শ্লোকটির মাধ্যমে তিনি একটি নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। তাঁর চিন্তার প্রাচুর্য এবং প্রাবল্য আমাদের অবাক করে দেয়।

মাতা চ কমলাদেবী পিতা দেবো জনার্দন ঃ ।
বান্ধবা বিষ্ণুভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : দেবী কমলা যার মা এবং পরম পুরুষ জনার্দন যার পিতা, প্রভু শ্রীবিষ্ণুর ভক্তরা যার বন্ধু, এমন পুরুষের পক্ষে ত্রিলোকই তাঁর নিজের দেশ।

ব্যাখ্যা : এই পৃথিবীতে এমন কিছু পুরুষের জন্ম হয় যারা নিজের পুরুষাকারের ওপর নির্ভর করে অনায়াসে সফলতা লাভ করতে পারে। লক্ষ্মী দেবী এই পুরুষের ওপর সদা সর্বদা আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। ঈশ্বর সর্বদা তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন, তার চার পাশে অনুগত ভক্তদের অবস্থান। এই পুরুষ অনায়াসে পৃথিবীর যে কোন স্থানে গিয়ে ভাগ্য অন্বেষণে সফল হতে পারেন। অর্থাৎ কোন স্থানই তাঁর কাছে বিদেশ বলে মনে হয় না।

গ্রন্থনা: জীবনে উন্নতি করতে হলে আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার। আত্মবিশ্বাসী মানুষ যে কোন জায়গায় গিয়ে সৌভাগ্যের সন্ধান করতে পারেন।

লুব্ধানাং যাচকা শত্রুমূর্খণাং বোধকঃ রিপুঃ
জারস্ত্রীনাং পতিঃ শত্রুশ্চোরাণাং চন্দ্রমা রিপুঃ ।

বঙ্গানুবাদ : লোভী মানুষের শত্রু ভিখারী অর্থাৎ যারা সব সময় কোন কিছুর প্রত্যাশা করছে এমন লোকেরা হয়ে থাকে। মূর্খদের শত্রু তাদের জ্ঞান দিতে থাকা অথবা উপদেশ দিতে থাকা লোকেরা। ব্যভিচারণী স্ত্রীদের শত্রু হল তাদের পতিরা। আর চোরদের শত্রু হল চন্দ্র।

ব্যাখ্যা : লোভী ব্যক্তিরা তাদেরকে শত্রু হিসাবে ঘোষণা করে, যখন একজন মানুষ সেই লোভী ব্যক্তির কাছে গিয়ে সাহায্য হিসেবে কিছু প্রার্থনা করে, তখন লোভী

ব্যক্তি সেই মানুষকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। কারণ পৃথিবীর সমস্ত বস্তুতে তার এমন লোভ যে সে তার সঞ্চিত সম্পত্তির এক কণাও ঐ প্রার্থীকে দিতে চায় না।

মূর্খদের কাছে গিয়ে কেউ যদি ভালো উপদেশ দেয় তাহলে মূর্খরা সেই উপদেশ গ্রহণ করবে না। তারা তাদের নিজস্ব জগত তৈরি করেছে, সেই জগতে তারা মহা আনন্দে বসবাস করে।

যার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হয়, যে পর পুরুষ নিয়ে সম্ভোগ করতে ভালোবাসে, সে কখনো তার স্বামীকে মিত্র হিসাবে মানতে পারে না। তার মনে হয় স্বামী থাকাতে সে তার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করতে পারছে না।

চন্দ্রালোকিত রাতে চোরেরা বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়ে যায়। চারদিকে আলোকিত হওয়ায় তারা চুরি করতে পারে না।

গ্রন্থনা : সমাজ সচেতক গবেষক চিন্তক হিসেবে চাণক্য এই শ্লোকটি রচনা করেছেন।

নির্বিষনাহপি সর্পেন কর্তব্য মহতী ফনা।
বিষমস্তু ন চাপ্যস্তু ঘটাটোগো ভয়ংকরঃ।।

বঙ্গানুবাদ : বিষহীন সাপের উচিত নিজের ফনা বিস্তার করা, এই ভাবে সে সাময়িক ভয় দেখাতে পারবে। কারণ দর্শকের জানা সম্ভব নয় যে বিষহীন না কি বিষধর। তার এই আড়ম্বর দেখে অনেকে ভয় পাবে।

ব্যাখ্যা ঃ যে মানুষ দুর্বল সে কখনোই তার দুর্বলতা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করবে না। বরং সে তার আচরণের মাধ্যমে এমন একটা বার্তা সকলের কাছে পৌছে দিতে চেষ্টা করবে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব, সে যথেষ্ট শক্তিশালী। চাণক্য এইভাবে আমাদের চারপাশে একটি মিথ্যা আবরণ তৈরির কথা বলেছেন, নৈতিকতার দিক থেকে বিষয়টিকে হয়তো আমরা মানতে পারি না, কিন্তু ব্যবহারিক উপযোগিতার কথা মনে করলে সে বিষয়গুলিকে মানতেই হবে।

গ্রন্থনা : চাণক্য তাঁর প্রতিটি শ্লোকের মধ্যে তাঁর সমাজ সচেতক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই শ্লোকটির মাধ্যমেও তিনি একই বিষয় আমাদের বলতে চেয়েছেন।

বিদ্যার্থী সেবকঃ পান্থঃ ক্ষুধার্তো ভয়কাতরঃ।
ভান্ডারী প্রতিহারী চ সপ্ত সুপ্তান্ প্রবোধয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : বিদ্যার্থী, সেবক, পথ দিয়ে চলতে থাকা পথিক, যাত্রী, ক্ষুধার্ত আর ভীত ব্যক্তি এবং ভান্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব যার ওপর দেওয়া হয়েছে সেই দ্বারপাল যদি কাজের সময় ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাগিয়ে দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের মাধ্যমে চাণক্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। যে সব কথা তিনি এখানে বলেছেন, সেখানে একটি ধারাবাহিকতা পরিদৃষ্ট হয়। একজন বিদ্যার্থীর কাজ হল নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যার

সাধনা করা, এই সময় সে যদি নিদ্রিত হয় তাহলে সাধনার বিঘ্ন ঘটবে। সেবক এক মনে গুরু এবং ঈশ্বরের সেবা করবে। নিদ্রা এলে সেবার কাজ বিঘ্নিত হবে। যে পথিক পথ দিয়ে চলেছে তাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। অসতর্ক হলে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পথিকেরও নিদ্রিত হওয়া উচিত নয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে চাণক্য বলেছেন দ্বারপালের উচিত অনিদ্রিত প্রহর কাটানো। কারণ তার উপর ধন সম্পত্তির রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির মাধ্যমে চাণক্য তাঁর সমাজ সচেতক বাস্তব বোধ সম্পর্কিত চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

পরস্পরস্য মর্মাণি যে ভাষন্তে নরাধম।
তে এব বিলয়ং যান্তি বল্মীকোদর-সর্পবৎ।।

বঙ্গানুবাদ : যে সব বন্ধু বান্ধবেরা আমাদের গোপন রহস্য সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করে, তাদের সান্নিধ্যে থাকা উচিত নয়। যদি কেউ কুবাক্য প্রয়োগ করে তবে তাকে বর্জন করা উচিত। একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে সাপের যে অবস্থা হয়, এসব দুর্জন প্রকৃতির মানুষের সাথে বসবাস করলে আমাদেরও সেই অবস্থা হবে।

ব্যাখ্যা : এই পৃথিবীতে সবাই উপকালী বন্ধু হিসাবে আসে না। অনেকে মুখে বন্ধুত্বের মুখোশ পড়ে থাকে কিন্তু নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করতে থাকে। এই সব তথাকথিত মিত্রদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আমরা দেখতে পাই যদি কোন সাপ গর্তে ঢুকে যায় তাহলে সে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। বিষধর সাপকেও তখন একটা দমবন্ধ করা অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়। এই জাতীয় অসৎ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এলে আমাদের জীবনও তেমন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমরা তখন আর কোন ভাবেই নিজেদের চরিত্রগত মহিমাকে প্রকাশ করতে পারি না।

গ্রন্থনা : জীবনে চলার পথে মানুষকে নানা ধরনের দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যে সৎ বন্ধু সে সবসময়ে পাশে দাঁড়িয়ে সেই দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে। আর যারা এই জাতীয় কাজ করতে চায় না তাদের সান্নিধ্যে থাকা উচিত নয়।

অন্নহীনা দহেদ্ রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনশ্চ ঋত্বিজঃ।
যজমানং দানহীনো নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যে যজ্ঞ দেশকে অন্নহীন করে তোলে, সেই যজ্ঞকে আমরা পরিত্যাগ করব। ঋতিকেরা ভালোভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে না পারলে যজ্ঞের উদ্দেশ্য সফল হবে না। যজমানের মধ্যে যদি দান ধ্যানের ভাবনা না থাকে তাহলে যজ্ঞ করা বৃথা।

ব্যাখ্যা : যজ্ঞের উদ্দেশ্য কী, যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিশিখার মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র এবং সুন্দর করে তুলি। তাই যজ্ঞ করতে হলে কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে। যজ্ঞ যদি সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় তাহলে আমাদের আত্মার উন্নতি ঘটে থাকে। আর যজ্ঞ করতে গেলে যদি নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি আসে, তাহলে তা করা উচিত নয়, যজ্ঞের দ্বারা একটি দেশ সুসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে

ওঠে। সেই দেশ শস্য শ্যামলা হয়। দেশের প্রতিটি মানুষের মনে সন্তুষ্টি আসে। তাই নানা দিক বিবেচনা করে যজ্ঞ করা উচিত।

গ্রন্থনা : প্রাচীন ভারতবর্ষে অগ্নিকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হিসেবে মান্য করা হত। তাই অগ্নির উপাসনা করার জন্য যজ্ঞের আযোজন করা হত। যজ্ঞ সম্পাদনের মধ্যে আবশ্যকীয় কি কি বিষয় থাকা দরকার, চাণক্য এখানে তা পরিস্ফুটিত করেছেন।

কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনেন দেহিনাম।
দুষ্কুলীনোহপি বিদ্বাংশ্চ দেবৈরপি মুপূজ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : যদি কুল বিদ্যাহীন হয়, তাহলে সেই কুলে জন্ম গ্রহণ করে কোন লাভ হয় না। আর নীচ কুলে জন্ম নেওয়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বান এবং জ্ঞানবান হয়ে ওঠেন, তাহলে সেই কুলের গৌরব আকাশ পর্যন্ত পরিব্যপ্তি হয়। এমন কি দেবতারা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে পূজা নিবেদন করে থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ যদি আমরা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে সেই বংশের ধারাবাহিক সাফল্যের উত্তরাধিকারী না হতে পারি, তাহলে আমাদের জন্ম বৃথা। শুধুমাত্র বড়ো বংশে জন্মালেই চলবে না, নানা ধরনের সদগুণকে আহরণ করতে হবে। আর যদি কেউ তথাকথিত নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যা অর্জন করেন, তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটেও তাঁরা আদৃত হন।

গ্রন্থনা : এটি একটি অসাধারণ বাস্তবায়চিত শ্লোক। এই শ্লোকটি রচনা করে চাণক্য প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তিনি কতখানি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথিবীর সব ঘটনাগুরিকে বিচার করেছেন।

ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
বিদ্যা কামদুখা ধেনু সন্তোষো নন্দনং বমন।।

বঙ্গানুবাদ : রাগ হল যমের সমান। তাই রাগকে সদা সর্বদা দমন করা উচিত। তৃষ্ণাকে আমরা বৈতরণীর সমান বলে মনে করতে পারি। বিদ্যা হল কামধেনুর সমতুল্য। সন্তুষ্টি হল নন্দন কানন অথবা ইন্দ্রের উদ্যানের সমান।

ব্যাখ্যা : রাগ মানুষের সব থেকে বড়ো শত্রু। রাগের আগুনে আমাদের সমস্ত দেহমন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেইভাবে যমরাজের আক্রমণে শরীর বিনষ্ট হয়, সেই ভাবে ক্রোধ আমাদের বিনাশের কারণ স্বরূপ বিরাজ করে। আমরা তৃষ্ণাকে বৈতরণী নদীর সাথে তুলনা করতে পারি। বৈতরণী নদী পার হওয়া খুব একটা সহজ নয়। এর জন্য যথেষ্ট সাহস থাকা দরকার। তৃষ্ণাকে জয় করতে হলে তেমনি সাহসী হয়ে উঠতে হবে।

বিদ্যা সর্বত্র বিরাজ করে। কামধেনুর কাছে গেলে আমরা যেমন আমাদের কামনা বাসনার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি, বিদ্যার কাছে গেলেও আমাদের যে কোন ইচ্ছার পূরণ হয়। তাই চাণক্য যথার্থ ভাবে বিদ্যাকে কামধেনুর সাথে তুলনা করেছেন।

যদি আমরা সন্তুষ্ট না হইয় তাহলে জীবনে কখনো সুখ এবং সাফল্য লাভ করতে পারব না। যদি আমাদের মনের মধ্যে সদা সর্বদা অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করে

জ্বলতে থাকে, তাহলে আমরা ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছব কেমন করে? তাই চাণক্য সন্তুষ্টিকে ঈশ্বরের নন্দন কাননের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইন্দ্রের সেই স্বর্গীয় কাননে যেমন সকল দুঃখের অবসান হয়ে যায়, সেইভাবে যদি আমরা সন্তুষ্টি জনিত সুখ আহরণ করতে পারি তাহলে আর কোন কিছুই আমাদের কাছে দুঃখ জনক বলে মনে হয় না।

গ্রন্থনা: চাণক্য এই নীতি বাক্যটি প্রয়োগ করে মানুষকে সৎ শোভন সুন্দর জীবনযাপনের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

কাষ্টপাষাণ ধাতুনাং কৃত্বা ভাবেন সেবনম্।
শ্রদ্ধয়া চ তয়া সিদ্ধস্তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।।

বঙ্গানুবাদ : কাঠ, পাথর অথবা ধাতুর মূর্তিতে প্রভুকে স্থাপনা করে যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখে যদি আমরা নিয়মিত ধর্মের নিয়ম অনুসারে প্রার্থনা করি তাহলে আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই সফল হবে! ভক্তের ওপর প্রভু প্রসন্ন হবেন।

ব্যাখ্যাঃ শুধুমাত্র একটি মূর্তিপূজা করলেই আমাদের পূজা সার্থক হয় না, পূজার মধ্যে যে ভক্তি নিহিত আছে, সেই চেতনার স্বরূপা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তবেই আমাদের পূজা সার্থক হবে। সিদ্ধি পেতে হলে অনেকগুলি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া দরকার যেমন আত্মসংযম, আত্মনিবেদন ইত্যাদি।

চাণক্য আমাদের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার একটি বিষয়কে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই বোধ হয় তিনি এইভাবে বলেছেন যে আমরা যখন পূজা করব তখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সব কিছু নিবেদন করব। তখন আর অন্যান্য কোন ভাবনা আমাদের বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারবে না।

গ্রন্থনা : এই অংশের মধ্যে দিয়ে চাণক্য ঈশ্বর অনুভূতির একটি দিক চিহ্ন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

বৃদ্ধকালে মৃতা ভার্যা বন্ধুহস্তে গতং ধনম্।
ভোজনং চ পরাধীনং তিস্রঃ পুংসাং বিড়ম্বনা।।

বঙ্গানুবাদ : বৃদ্ধ ব্যক্তির পত্নীর মৃত্যু হলে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে যায়। ধন সম্পত্তি যদি কোন ভাবে ভাই কিংবা আত্মীয় পরিজনদের হাতে চলে যায় তাহলে আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্টের শেষ থাকে না। ভোজনের জন্য অন্যের কাছে আশ্রিত হয়ে থাকলে জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে। এই তিনটি বিষয়কে আমরা মৃত্যুর সমান শোকাবহ বলে ঘোষণা করতে পারি।

ব্যাখ্যা: চাণক্য আরো একবার তাঁর সমাজ সচেতক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি কোন অবস্থায় পত্নী বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে পরলোকগতা হয়, তাহলে স্বামী অসহায় হয়ে পড়েন। কারণ দীর্ঘদিন ধরে তিনি জীবনধারণের জন্য তাঁর পত্নীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বৃদ্ধ অসহায় মানুষ নানা

রোগে আক্রান্ত হন। তখন পত্নীর মতো একনিষ্ট সেবিকার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেই সেবিকা থাকে না বলে মানুষের জীবনে নানা ধরনের জ্বালা যন্ত্রণা নেমে আসে।

এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান থাকা দরকার। অর্থ না থাকলে আমরা বিপদের মোকবিলা করতে পারব না। যদি কোন কারণে আমাদের অর্থ অন্য কারোর হাতে চলে যায়, তাহলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদন করতেই হবে। না হলে শরীরের পুষ্টি হবে না। যদি আমরা অন্নের জন্য অন্যের উপর প্রতি মুহূর্তে নির্ভর করে থাকি, তাহলে প্রতি মুহূর্তে আমাদের অপমানিত হতে হবে।

গ্রন্থনা : এই নীতিবাক্য দিয়ে চাণক্য বোঝাতে চেয়েছেন যে সৎ সুন্দর শোভন এবং সম্মানজনক জীবনযাপন করতে হলে কোন কোন বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া দরকার।

দীপো ভক্ষয়তে ধ্বান্তং কজ্জলং চ প্রসূয়তে।
যান্নেং ভক্ষয়েন্নিত্যং জায়তে তাদৃশী প্রজাঃ।

বঙ্গানুবাদ : প্রদীপ অন্ধকার অমানিশা থেকে পৃথিবীকে আলোকিত করে। আর এই প্রদীপের থেকেই কাজলের উৎপত্তি হয়। মানুষ যেমন অন্ন উৎপাদন করে, তেমনই সন্তান উৎপাদনও করতে পারে।

ব্যাখ্যা : ঘন অন্ধকারের মধ্যে একটি প্রদীপ শিখা জ্বেলে দিলে এক লহমায় সেই অন্ধকার দূরীভূত হয়। আর প্রদীপ থেকেই কাজলের উৎপত্তি হয়। এটি হল একটি বাস্তব উদাহরণ। যদি কোন ব্যক্তি সৎকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তবে তাঁর সন্তানও বংশ পরম্পরাগতভাবে সেই গুণকে আত্মস্থ করে সৎ নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আবার যদি কোন ব্যক্তি নানা অসৎ কাজে অর্থ উপার্জন করে থাকে, তাহলে তাঁর সন্তানও শেষ পর্যন্ত কু-কাজের প্রতি আর্কষণ বোধ করবে।

চাণক্য এখানে অংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার কথাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির মাধ্যমে চাণক্য বোঝাতে চেয়েছেন যে আমরা যেমন কাজ করব, কর্মফল ঠিক তেমনই হবে। হয়ত বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিষয়টি ঠিক অনুমোগিত নয়, কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য এই বিষয়টিকে মেনে নিয়েছে।

বাচঃ শৌচং চ মনসঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্বভূতে দয়া শৌর্যং এতচ্ছৌত্রং পরাহর্থিনাম্।।

বঙ্গানুবাদ : প্রাণীর পবিত্রতা, মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, পাণীমাত্রের ওপরে দয়া, ধনের পবিত্রতা ইত্যাদি থাকলে আমরা শেষ পর্যন্ত মোক্ষ অর্জন করতে পারব।

ব্যাখ্যা : অনেকে বলে থাকেন, মোক্ষ অর্থাৎ মহামুক্তির পর্যায়ে পৌঁছতে হলে তপস্যা করা দরকার। ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে হলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হয়। এর পাশাপাশি চাণক্য আরো কয়েকটি আবশ্যকীয় গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন আমরা শুদ্ধ কথা বলব অর্থাৎ কথার মধ্যে মিষ্টতা থাকবে, তখনই আমরা ঈশ্বর অনুভবের পথে এগিয়ে যাব। আমাদের মনকে সদা সর্বদা পবিত্র ও শুদ্ধ রাখতে হবে। কামনা বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা এমন কাজ করব না যা সমাজের চোখে নিন্দার্হ হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে আমরা ভালোবাসার এবং দুর্বল প্রাণীদের ওপর করুণা করব। আমরা ধনের পবিত্রতা রক্ষা করব অর্থাৎ সঠিকভাবে ধন বন্টন করব। এই পন্থাগুলি যদি আমরা ঠিক মতো পালন করি তাহলে আমাদের মোক্ষ লাভ হবে।

গ্রন্থনা : মোক্ষ অর্থাৎ মহামুক্তি লাভের জন্য চাণক্য কিন্তু তথাকথিত ধ্যানের কথা বলেননি। তিনি সম্পূর্ণ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই বিষয়টি বিচার করেছেন।

তৃপ্যান্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘনগর্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলঃ পরবিপত্তিষু।।

বঙ্গানুবাদ : ব্রাহ্মণগণ ভোজন দ্বারা তৃপ্ত হন। মেঘের গর্জন শুনে ময়ূর প্রসন্ন হয় আর সজ্জন ব্যক্তি অন্যদের সুখী দেখে খুশি হন। দুষ্ট ব্যক্তিরা অন্যকে বিপদে পড়তে দেখে আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যা : ব্রাহ্মণরা সাধারণতঃ ভোজন রসিক হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রভূত পরিমাণে ভোজন করে পরিতৃপ্ত হন এবং যজমানকে আশীর্বাদ করেন। ময়ূরের স্বভাব হলো বর্ষার আগমনে মেঘ গর্জনে আনন্দিত চিত্তে পেখম মেলা। আকাশে ঘন মেঘ দেখা দিলে ময়ূর আনন্দে অধীর হয়। সজ্জন ব্যক্তি অন্যের সুখে সুখী হন। তাঁরা চান পৃথিবীর সকলে যেন সুখ সাচ্ছন্দ্য পূর্ণ জীবন কাটাতে পারেন। দুষ্ট ব্যক্তি অন্যকে বিপদে পড়তে দেখলে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে।

গ্রন্থনা : এটি এক অসাধারণ সামাজিক বিশ্লেষণ। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ বসবাস করেন, তাঁরা কোন্ কোন্ ভোগ্য বস্তু পেলে সন্তুষ্ট হন, চাণক্য সেই কথাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

সন্তোষামৃত-তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্তচেতসাম্।
ন চ তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি সন্তোষ রূপ অমৃত দ্বারা তৃপ্ত হয়, যার মনে সব সময় শান্তির বাতাবরণ বজায় থাকে, সে সদা সর্বদা সুখ পায়। আবার অনেক ব্যক্তি ধনপ্রাপ্তির জন্য এখানে ওখানে ছুটোছুটি করেও অসন্তোষবশতঃ সুখ প্রাপ্ত হয় না।

ব্যাখ্যা : এই জীবনে সব থেকে বড়ো বিষয় হলো সন্তুষ্টি। এমন অনেক ধনবান ব্যক্তিকে দেখা গেছে, তারা অজস্র অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টির মধ্যে দিন

কাটায়। আবার অনেক হতদরিদ্র ব্যক্তি সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করে। তাই মহামতি চাণক্য বলেছেন সন্তুষ্টি হল জীবনের আসল লক্ষ্য। অনেকে ধন প্রাপ্তির জন্য নানা জায়গায় ছুটোছুটি করে, এজন্য তাকে অশেষ শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈপ্সিত ধন পায় না। তখন মনে হতাশা জনিত বেদনার সৃষ্টি হয়। এমন মানুষ সুখে থাকতে পারে না।

গ্রন্থনা : চাণক্যের এই বক্তব্যের মধ্যে যে সত্তা লুকিয়ে আছে তাকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আমাদের বেদ উপনিষদের পাতায় পাতায় বলা হয়েছে সন্তুষ্টি হল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যদি আমি আমার কাজে সন্তুষ্ট না হই তাহলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানং চ মতিমান্ন প্রকাশয়েৎ।।

বঙ্গানুবাদ : কখনো যদি কোন ব্যক্তির ধন নাশ হয় তাহলে সে কথা তিনি কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। জীবনে নানা কারণে আমরা দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা পেয়ে থাকি। হৃদয়ের বেদনার কথা কারো কাছে ঘোষণা করা উচিত নয়। পরিবারে কোন দোষ ত্রুটি থাকলে যে কথাও আমাদের কাউকে জানান উচিত নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, প্রতারিত করে, তাহলে সে কথা কাউকে জানাতে নেই। নিজে অপমানিত হলে সেই অপমান নিজেকেই সহ্য করতে হয়।

ব্যাখ্যা: প্রত্যেক মানুষকে জীবনে চলার পথে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উত্থান আর পতন এই নিয়ে জীবন এগিয়ে চলেছে। অনেক সময় বহু কষ্টার্জিত ধন সম্পদ আমরা নষ্ট করে ফেলি। এর জন্য হয়ত আমাদের নির্বুদ্ধিতাই দায়ী। তবে এই কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে নেই।

নানা ঘটনায় আমরা দুঃখ পাই। এই সুতীব্র দুঃখ সরাসরি আমাদের হৃদয়কে আঘাত করে। হৃদয়ের এই বেদনার কথাও সর্বত্র প্রচার করা উচিত নয়।

স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সংসার। সেই সংসারে অনেকে নানা ধরনের কুকাজ করে থাকে। এর ফলে পারিবারিক কলহের জন্ম হয়। এই জাতীয় পারিবারিক ঝগড়া ঝাঁটির কথা সকলকে বলতে নেই।

কোন কোন সময়ে আমরা প্রতারিত হই। প্রতারণার কথাও নিজের মধ্যে রাখা উচিত। অনেক সময় অযথা আমাদের অপমানিত হতে হয়। এই অপমানের কথাও জনসমক্ষে প্রচার করা উচিত নয়।

গ্রন্থনা : আমরা কোন কোন বিষয়গুলিকে নিজের মধ্যে রাখব, সেকথা চাণক্য এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

য এতান্ বিংশতিগুণানত্রারিষ্যতি মানবঃ।
কার্যাহবস্থাসু সর্বাসু অজেয়ঃ স ভবিষ্যতি।।

বঙ্গানুবাদ : যে ব্যক্তি এই কুড়িটি গুণ শিখেছে অর্থাৎ নিজের আচরণের মধ্যে এই কুড়িটি গুণগুলিকে শামিল করে নেয় সে অপরাজেয় আখ্যা পায়। যে কোন কাজে পিছপা হয় না। সেই ব্যক্তি সদা সর্বদা যে কোন কাজে বিজয়ী হয়। অর্থাৎ তাকে কখনো পরাজয়ের মুখ দেখতে হয় না।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে চাণক্য লিখেছেন কোন্ বিষয়কে আমরা আমাদের কাছে পরম তুলনীয় বা পরম পূজনীয় হিসেবে গ্রহণ করব। তিনি বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণীর কথা আলোচনা করেছেন যে, আমরা মনুষ্যেতর প্রাণীদের কাছ থেকে গুণগুলি আয়ত্ব পারি তা হলে আমাদের জীবন পথ পরিক্রম করা আরও সহজসাধ্য হবে।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকের মধ্যে দিয়ে চাণক্য মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের চিরন্তন ভালোবাসার কথা আবার নতুন করে শুনিয়েছেন।

প্রত্যুত্থানাং চ যুদ্ধং চ সংবিভাগং চ বন্ধুষু।
স্বয়মাক্রস্য ভুক্তং চ শিক্ষেচ্চত্বারি কুক্কুটাৎ।।

বঙ্গানুবাদঃ সময় মত ঘুম থেকে ওঠা, যুদ্ধের জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকা, নিজের সাথীদের সাথে সদ্ ব্যবহার করা এবং স্বয়ং আক্রমণ করে ভোজন করা। এই চারটি গুণ মানুষ মোরগের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে।

ব্যাখ্যাঃ মোরগের মধ্যে এমন কি গুণ আছে যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে? আমরা জানি মুরগী অত্যন্ত সকালে উঠে চীৎকার করে সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ অন্য কোন শত্রু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতি আক্রমণ করে। সে যে টুকু খাবার পায় তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। সে খাদ্য সংগ্রহের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এই চারটি গুণ যদি আমরা করায়ত্ত করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন পথে কোন বাধা আসবে না।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে চাণক্য দেখিয়েছেন যে তিনি কতখানি উদার মনের মানুষ ছিলেন। তিনি যে শুধু মানুষে মানুষে বিভাজন দেখতে পারতেন না তা নয় তিনি মানুষে মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে কোন তফাৎ দেখতে রাজি ছিলেন না।

স্বয়ং কর্ম করোত্যাত্মা স্বয়ং তৎফলশ্রুতে
স্বয়ংমতি সংসারে স্বয়ং তস্মাদ্বিমুচ্যতে।।

বঙ্গানুবাদ : প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইহকালে কৃত কর্মানুসারে মৃত্যুর পর ফল ভোগ করতে হয়। যে ব্যক্তি যে ধরনের কাজ করে তাকে সেই কাজের ফল পেতে হয়। তার আত্মা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়ে সংসার চক্রের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষার্থ দ্বারা সংসারের বন্ধন আর আসা যাওয়ার এই চক্র থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়ে চির কাঙ্খিত পরমার্থকে লাভ করে।

ব্যাখ্যাঃ এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যেমন কর্ম করবে, সেই কর্ম অনুসারে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে। কর্ম অনুসারে পরজন্মে সে সুখী বা দুঃখী হবে। সে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে বার বার পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। অবশেষে সে অবশ্যই জীবন চক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং চির পরমার্থের সন্ধান পাবে।

গ্রন্থনা : এই শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে চাণক্য প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক বোধের একটি দিককে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছেন।

পক্ষিণাং কাকশ্চান্ডালঃ পশুনাং চৈব কুক্কুরঃ।
মুনীনাং কোপী চান্ডালঃ সর্বেষাং চৈব নিন্দকঃ।।

বঙ্গানুবাদ : পক্ষী শ্রেণির মধ্যে কাক হল সব থেকে নীচ স্বভাবের। পশুদের মধ্যে কুকুর, মুনিদের মধ্যে ক্রোধ সম্পন্ন ঋষি আর সাধারণ লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যের নিন্দা করে তারা দুষ্ট এবং চন্ডাল শ্রেণিভুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা : চাণক্য প্রাচীন ভারতের নিয়ম অনুসারে বর্ণ বিভাজন নীতিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি এই শ্লোকের মাধ্যমে এমন কিছু প্রাণী এবং মানুষের কথা বলেছেন যারা সমাজে বিষতুল্য বিরাজ করে। তিনি এইসব প্রাণীদের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে কোন সমাজে সৎ এবং অসৎ মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। আমাদের উচিত অসৎ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের সমাজ থেকে বহির্ভূত করা। কিন্তু কাদের আমরা দুর্জন বলে চিহ্নিত করব।

এ ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু মনুষ্য জগতের কথা বলেন নি, তিনি মনুষ্যেতর প্রাণীদের কথাও বলেছেন। চাণক্যের অভিমত হল, কাক সবথেকে চতুর এবং দুষ্ট পক্ষী। তবে সমাজে কাকেদের বেশ কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে। কাক সর্বভুক বলে নানা ধরনের দূষিত পদার্থ খেয়ে সমাজকে পরিষ্কার এবং দূষণ মুক্ত রাখে।

পরবর্তী পর্যায়ে চাণক্য বলেছেন পশুদের মধ্যে কুকুর সবথেকে ঘৃণ্য স্বভাবের। তবে কুকুরের প্রভু ভক্তির কোনো তুলনা হয় না। তৃতীয় পর্যায়ে চাণক্য সেইসব ঋষিদের কথা বলেছেন যাঁরা ক্ষণ ক্রোধী হয়ে ওঠেন। তাঁরা নানাভাবে বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে মানুষকে অশ্রদ্ধা করেন। এই সব ঋষিদের আমরা কখনোই শ্রদ্ধার আসনে বসাবো না।

এইভাবে চাণক্য তাঁর নিজস্ব মত অনুযায়ী বর্ণ বিভাজন ব্যবস্থাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। একুশ শতকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা অবশ্য তাঁর বিশ্লেষণকে পুরোপুরি মানতে পারছি না।

গ্রন্থনা : চাণক্য কোন কোন শ্লোকে প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করেছেন। এই শ্লোকটি পড়লে মনে হয় তিনি বোধ হয় সেই সীমারেখা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

সত্যেন ধার্যতে পৃথিবী সত্যেন তপতে রবিঃ।
সত্যেন ব্যতি বায়ুশ্চ সর্বং সত্যে প্রতিষ্টিতম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : সত্যের কারণে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। সূর্য সত্যের শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়। সূর্যের আলো আসে, এই শক্তির সাহায্যে। সত্যের দ্বারাই বাতাস বয়, সব কিছুই সত্যের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্যাখ্যা : সত্যের আধার হল ব্রহ্ম। পৃথিবী বা এই সংসার সত্যের কারণেই টিকে আছে অর্থাৎ পৃথিবী এখনো সত্য নির্দারিত পথে সূর্যকে পরিভ্রমণ করছে। সত্যের প্রকাশে সূর্যের রৌদ্র এবং তাপ সৃষ্টি করে। তার অমল কিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সত্য অথবা প্রবল শক্তি দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। সব কিছুর অন্তরালে সত্যের উপস্থিতি বিদ্যমান।

গ্রন্থনা : এখানে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আছে অন্য দিকে আছে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ।

জন্মমৃত্যু হি যাত্যেকোঃ ভুনক্তোকঃ শুভাশুভম্ ।
নরকেষু পতত্যেক একো যাতি পরাং গতিম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : মানুষ একা জন্ম নেয়, একা একাই তাকে পাপ পূণ্যের ফল ভোগ করতে হয়। সে একা একাই নানা ধরনের কষ্ট ভোগ করে। তাকে একা একাই নরকের অন্ধকারে থেকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। আবার একাই তার মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।

ব্যাখ্যা : জন্ম আর মৃত্যুর জীবনচক্রে মানুষের পাশে কেউ থাকে না। মধ্যবর্তী সময়ে আত্মীয় স্বজন পরিজন বন্ধুবান্ধব তারা আবর্তিত হতে থাকে। জন্মের সময় আমরা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। মৃত্যু মুহূর্ত নিঃসঙ্গতা আমাদের গ্রাস করে।

চাণক্য বলেছেন মৃত্যুর পর পাপী মানুষ একাই নরকে গমন করে। নরক আর কিছুই নয়, মানুষের দ্বারা ভোগ করা কষ্টই হল নরক। এই জাতীয় ব্যক্তিকে একা একা দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। তার এই কষ্টের জন্য কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করে না। তার এই কষ্টকে আমরা কোনভাবে ভাগ করতে পারি না।

যদি মানুষ সারা জীবন ধরে ভালো কাজ করে থাকেন তাহলে তিনি মোক্ষ প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবেন। তিনি জীবন চক্র থেকে বেরিয়ে ব্রহ্মাত্ব লাভ করেন। মোক্ষ প্রাপ্তির পথে তাঁকে একাই এগিয়ে যেতে হবে।

এখানে কেউ অংশীদার থাকবে না। অর্থাৎ একজন মানুষ তাঁর সুখ দুঃখ নিজেই ভোগ করবেন।

গ্রন্থনা : এই অংশের মাধ্যমে চাণক্য তাঁর সমাজ সচেতক মনের পরিচয় দিয়েছেন।

আলয়্যোহপত বিদ্যা পরহস্তগতাঃ স্ত্রিয় ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং হতং সৈন্যমনায়কম্ ।।

বঙ্গানুবাদ : আলস্যের কারণে বিদ্যা নষ্ট হয়। পরপুরুষের কাছে গেলে স্ত্রীরা সতীত্ব হারিয়ে ফেলে। কিছুটা বীজ বপন করার পরে ক্ষেত্র আর বীজ বহন করতে পারে না। দক্ষ সেনাপতির মৃত্যুর হলে সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : এই শ্লোকের ভাবার্থ হচ্ছে যে বিদ্যায় উন্নত হতে হলে আলস্য ত্যাগ করতে হবে। অলস ব্যক্তি জীবনে বেশির ভাগ প্রহর ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দেয়। এর ফলে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না।

যে স্ত্রী একাধিক পুরুষের সংসর্গ করে, তার চরিত্রের মধ্যে কিছু থাকে না। তার সাথে আমরা বারাঙ্গনার তুলনা করতে পারি।

ক্ষেতে বীজ বপন করার সময় যদি আমরা যথেষ্ট বীজ না ছড়াই তাহলে ভালো ফসল কখনোই পাব না।

রণক্ষেত্রে একজন সেনাপতি বীর বিক্রমে তাঁর অধীনস্ত সৈন্যদের পরিচালনা করেন। সেনাপতির মৃত্যু হলে সৈন্যদের মধ্যে বিহ্বল অবস্থা দেখা দেয়।

গ্রন্থনা : চাণক্য যথেষ্ট প্রণিধান সহকারে এই উদাহরণগুলিকে তুলে ধরে আমাদের আরো প্রাজ্ঞ করতে চেয়েছেন।

তাবদ্ ভয়েষু ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং দৃষ্টা প্রহর্তব্যমশংকয়া।।

বঙ্গানুবাদ : সংকট যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সংকট আর বিপদকে ভয় পান না, তবে তিনি সাবধানে এর মোকাবিলা করে থাকেন। তিনি চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যখন দেখেন সত্যি সত্যি সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে তখন সেই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ব্যাখ্যা : এখানে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চাণক্য মন্তব্য করেছেন। আমরা সেই মানুষকেই বিচক্ষণ মানুষ বলব যিনি অযথা ভয় পান না। তিনি কখন কল্পিত বিপদের জন্য শিহরিত হন না। তিনি চারপাশে ঘটনাপ্রবাহের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। যদি দেখেন সত্যি সত্যি কোনো বিপদ আসছে তাহলে কিভাবে যে বিপদের মোকাবিলা করা যেতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন।

গ্রন্থনা : সমাজে বেঁচে থাকতে হলে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকা দরকার। মনে রাখতে হবে আমরা এখন এক তীব্র প্রতিযোগিতা মূলক সমাজের বাসিন্দা হয়ে গেছি। এখানে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হলে কেউ আমাদের ছেড়ে দেবে না।

রাজপত্নী গুরোঃ পত্নী মিত্রপত্নী তথৈব চ।
পত্নীমাতা স্বমাতা চ পচৈত মাতরঃ স্মৃতাঃ।।

বঙ্গানুবাদ : রাজার পত্নী, গুরুর পত্নী, মিত্রের পত্নী, পত্নীর মাতা অর্থাৎ শাশুড়ী এবং নিজের মাতা এই পাঁচজন নারীকে সদাসর্বদা শ্রদ্ধা করা উচিত।

ব্যাখ্যা : আগের শ্লোকের মতো এখানে চাণক্য এমন পাঁচজন নারীর কথা বলেছেন যাদের উদ্দেশ্যে আমরা সর্বদা শ্রদ্ধা করব। প্রথমে রাজার পত্নীর কথা বলেছেন যেহেতু তখন দেশের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং রাজাকে ঈশ্বরের দূত বলে গণ্য করা হত, তাই তিনি এই উক্তি করেছেন। এরপর তিনি গুরুপত্নীর কথা বলেছেন। তখনকার দিনে গুরুর গৃহে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। এই সময়ের মধ্যে গুরুপত্নী নানাভাবে স্নেহ বর্ষণ করতেন তাই তাঁকে সর্বদা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। যিনি আমার বন্ধুর পত্নী, তাঁর প্রতি সর্বদাই শ্রদ্ধা সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত। আবার শাশুড়িকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতে হবে। কারণ তাঁর গর্ভজাতা কন্যা সন্তানই হলেন আমার সহধর্মিনী। সব শেষে আমি আমার মাকে প্রণাম জানাব কারণ মা দশ মাস দশ দিন আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। মা না থাকলে আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না।

গ্রন্থনা : এখানেও চাণক্য ভাতরীয় পরম্পরাগত ঐতিহ্যের কথা আরো একবার ঘোষনা করেছেন।

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিগর শূন্যাস্ত্ববান্ধবাঃ।
মূর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্বশূন্য দরিদ্রতা।।

বঙ্গানুবাদ : যে পরিবারে পুত্র থাকে না, সেই পরিবারকে আমরা শ্মশান তুল্য বলে মনে করি। যে ব্যক্তির কোন বন্ধু বান্ধব থাকে না তার জীবন অতিশয় দুর্সিসহ। মূর্খ ব্যক্তির হৃদয় শূন্য হয় আর দরিদ্র ব্যক্তির কাছে সব কিছু শূন্য বলে মনে হয়।

ব্যাখ্যা : চাণক্য একটির পর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন প্রত্যেক জনক-জননী মনে প্রাণে চান তাঁদের সংসারে যেন অন্তত একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পুত্র সন্তান না থাকলে বংশের ধারা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যে সংসারে পুত্র নেই সেই সংসারকে আমরা শ্মশানতুল্যমনে করব। যে মানুষ এইসংসারে একা যার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই, তার পক্ষে জীবনযাপন খুবই পীড়াদায়ক, কারো কাছে সে তার মুখ ফুটে দুঃখের কথা বলতে পারে না। মূর্খ ব্যক্তির মধ্যে কোন দয়া মমতা থাকে না। তার হৃদয় একেবারে শূন্য। আর যার কাছে ধন নেই তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

গ্রন্থনা : এটিও এক সমাজ সচেতক শ্লোক। এই শ্লোকটি রচনা করে চাণক্য আরো একবার প্রমাণ করেছেন যে, কেন তাঁকে আমরা সব মানুষের সার্থক প্রতিনিধি বলে থাকি।

একাকিনা তপো দ্বাভ্যাং পঠনং গায়নং ত্রিভিঃ।
চতুর্ভির্গমনং ক্ষেত্রং পঞ্চভির্বহুভির্রণঃ।।

বঙ্গানুবাদ : যে কোনো প্রকারের তপস্যার কাজ একজন বক্তি নিঃসঙ্গতার মধ্যে করবে। পড়াশুনা অনুশীলন করার সময় দু'জন ছাত্রের প্রয়োজন। তাহলে ভালোভাবে

অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়। সঙ্গীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে তিন ব্যক্তি থাকা দরকার। কোন সফরে যেতে হলে চার বন্ধুকে একসঙ্গে যেতে হয়। কৃষিকাজ ঠিকমতো চালানোর জন্য পাঁচজন ব্যক্তির প্রয়োজন। যুদ্ধে প্রচুর মানুষের সহযোগ দরকার।

ব্যাখ্যা : চাণক্য সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ যখন এক মানে সাধনা করে তখন তাকে নির্জন স্থানে একাকী সাধনা করতে হয়। এই সাধনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মানুষের প্রবেশ নিষেধ। তাহলে তার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে যাবে। অধ্যয়ন করার সময়ে দুজন ছাত্রকে বসে থাকতে হবে যারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অধ্যয়ন করবে। যখন আমরা সংগীত অনুশীলন করব তখন কমপক্ষে তিনজন গায়ক বা গায়িকাকে থাকতে হবে। তাহলে একজনের ভুল অন্য জন শোধরাতে পারবে। বিদেশে যেতে হলে নানা ধরনের বিপদ আসতে পারে তাই চার বন্ধুকে একসঙ্গে যাওয়া উচিত। চাষের কাজে পাঁচজন শ্রমিকের দরকার। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গ্রন্থনা : চাণক্য এই শ্লোকটির মাধ্যমে একটি বাস্তববাদী বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি আরো একবার প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে সমাজ সচেতক মহাপুরুষ বলা হয়।

বরমেকো গুণী পুত্রো নির্গুনৈশ্চ শতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাঃ সহস্রশঃ।।

বঙ্গানুবাদ : অসংখ্য গুণহীন পুত্রের থেকে একটি মাত্র গুণবান, বিদ্বান পুত্র থাকা শ্রেয়। রাতেরবেলা আকাশে হাজার তারা জ্বলে ওঠে, কিন্তু পৃথিবীর আকাশ একটি মাত্র চন্দ্রের আলোকেই আলোকিত হয়।

ব্যাখ্যা : অসংখ্য গুণহীন পুত্রের থেকে একটি মাত্র গুণবাণ পুত্র শ্রেয়। এই বক্তব্য দ্বারা চাণক্য তাঁর বাস্তববাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। রাতের বেলা আকাশে একটির পর একটি তারার উদয় ঘটে, কিন্তু রাত্রের অন্ধকার কী সেই আলোকে দূরীভূত হয়? অথচ যখনই আমরা আকাশে চাঁদ দেখি তখন রাতের অন্ধকার দূরে চলে যায়। একটি মাত্র চন্দ্রই রাতের আকাশকে আলোকিত করে রাখে।

গ্রন্থনা : এই বক্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনা আছে। তারার আলো মিটমিট করে জ্বরে, কারণ পৃথিবী থেকে এইসব নক্ষত্রদের অবস্থান অনেক সহস্র আলোকবর্ষ দূরে এবং চন্দ্রের অবস্থান পৃথিবীর কাছাকাছি থাকায় তার আলো জ্যোৎস্না আমাদের কাছে এসে পৌছায়।

– সমাপ্ত –